লোকসাহিত্য সংকলন-৩৬

মেয়েলী গীত

জান্নাতুন আরা আহমেদ
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

বা/এ ১৫৪৪

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, ফোকলোর ও সংকলন বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রাকর
ইত্যাদি প্রিণ্টার্স
৮ নীলক্ষেত, বাবুপুরা
ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

আইবুড়ো যুবক-যুবতীর গীত	১
মাড়োয়ার গীত	১৩
কুঁড় দেয়ার গীত	১৯
ফোড়ল ডুবার গীত	২৫
বিয়ের গীত	২৯
নাট্য গীত	৪৯
বর কনে সাজানোর গীত	৯৫
যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত	১০৯
কৌতুকের গীত	১২১
কনে বিদায়ের গীত	১৬৩
হাঙ্গড় ধরার গীত	১৮৯
পাশা খেলার গীত	১৯৭
কনে ও নশার কথোপকথনের গীত	২০১
শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতনের গীত	২০৯
কনের মর্ম-বেদনার গীত	২৩১
নাইওরের গীত	২৫৩
পরিশিষ্ট (ক)	২৫৯
পরিশিষ্ট (খ)	২৬৩

ভূমিকা

জারি, সারি, বাউল, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের পাশাপাশি মেয়েলী গীত বাংলার লোকসাহিত্যে, তথা লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। একদিকে রয়েছে এর সাহিত্যিক মূল্য অন্যদিকে রয়েছে এর সামাজিক মূল্য। এই মেয়েলী গীতগুলি মেয়েদের মুখে মুখে রচিত বলে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং গীতগুলির ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু প্রধানত পল্লী নারীর আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ বেদনা, তাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ তথা গোটা নারী জগৎকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এরই ফাঁকে ফাঁকে বৃহত্তর জনজীবনের আংশিক চিত্রও ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে জনজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজে এবং পরিবারে নর-নারীর অবস্থান এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক-পারিবারিক রীতি-প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মেয়েলী গীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, সেকালে বিভিন্ন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলেও জনজীবন ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। কৃষি কাজই যে জীবিকা নির্বাহের প্রধান পথ ছিল তা বোঝা যায় যখন আমরা বিভিন্ন মেয়েলী গীত দেখি এমন কি এই বিয়ের গীতগুলিতেও দেখা যাবে যে, তাদের জীবনের চলা-ফেরা হাসি-ঠাট্টা, চাওয়া-পাওয়া, পুরস্কার-তিরস্কার বলতে গেলে জীবনের বেশীর ভাগ কাজকর্মই কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি গীতের উল্লেখ করা যায়। যেমন—

১

এ্যাতো বচ্চোর
হইচিস রে ধুমড়ি
বিয়া নাই হয় তোর,
মংগার বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি
গাড়িয়া ধানের পুড়া।

মংগার বাজার
পায়া রে ধুমড়ি
কচ্চে ছাইতান ধানের পুড়া।
—রংপুর

২

ভেংরা, সে কতা শুনিয়া ভেংরা
জুড়িয়া দিল হালো রে
শোন মোর ভেংরা রে।
—রংপুর

৩

হাল বয়া আসপে
পেন্টি দিয়া মারবে
পড়িয়া যাইবে সোনার
চউকের পানি।
—রংপুর

এখানে ১নং গীত থেকে দুটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত, সেকালে (একালের পল্লী অঞ্চলেও) বিয়ের যোগ্য মেয়েকে যথাসময়ে বিয়ে না দিতে পারলে পিতা-মাতাকে সমাজে অশেষ লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হতো। এমনকি সামাজিক তিরস্কার এবং অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক পিতা-মাতাকে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত পর্যন্ত হতে হয়েছে। পরিবারে, বিশেষত দরিদ্র পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম কখনও আশীর্বাদ হয়ে আসেনি। দ্বিতীয়ত, মেয়ের বিয়ে না হওয়ার সঙ্গে ধানের একটা সম্পর্ক আছে। এই ধান বিক্রির টাকা দিয়েই কৃষকরা তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে-শাদী দিয়ে থাকে। ২নং গীতটিতে 'ভেংরা' নামে এক কৃষকের হাল বাওয়ার দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। ৩নং গীতটিতে উল্লেখিত 'পেন্টি' শুধু কৃষক সমাজেই ব্যবহৃত হয়। 'পেন্টি' হচ্ছে এক প্রকার ছোট চিকন

লাঠি যা দিয়ে চাষীরা হালের গরু এবং নিজের জরু,—উভয়কেই প্রহার করে। এই ৩নং গীতটিতেও দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এর একটি হচ্ছে 'পেণ্টি' শব্দের ব্যবহারে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সেকালের জনজীবন কৃষিভিত্তিক ছিল।

আর অন্যটি বড় করুণ। সমাজে তথা পরিবারে নারীর স্থান ছিল নির্দিষ্ট গৃহকোণে। স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ, ভাসুর জাদের নিয়েই ছিল তার জগৎ। এদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলা-তেই কেটে যেত তার সমস্ত জীবন। এই হিসেব মেলানোয় কোথাও কোন ত্রুটি হলে রেহাই ছিল না। স্বামীর প্রহার (পেণ্টি দ্বারা), শাশুড়ী ননদিনীর গঞ্জনা, ভাসুর-জায়ের জ্বালাতন ছিল বধূজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কারণে-অকারণে বধূকে প্রহার করা আজও স্বামীর অর্জিত অধিকার। শাশুড়ী-বধূর কলহ, ননদ-ভাউজের কলহ, এদের পরস্পরের পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারার অক্ষমতা সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে এই অক্ষমতার পেছনে যে কারণটি পরোক্ষভাবে কাজ করছে, তা হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক নারীর অবমূল্যায়ন। পুরুষের নিকট কোন মূল্য না পেয়ে নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে অপর এক নারীর কাছে। যে বধূ তার শাশুড়ী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছিল, পরবর্তীতে তা ভুলতে না পেরে সে নিজেও একজন অত্যাচারী শাশুড়ীতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। শাশুড়ী, বউ কিংবা ননদ-ভাউজের এই মানসিক দ্বন্দ্ব সংকলনে উল্লেখিত অনেক গীতেই দেখতে পাওয়া যাবে। সেকালে সমাজে তথা পরিবারে নারীর যে স্থান ছিল, তা থেকে আজকের নারী খুব বেশী কি সরে আসতে পেরেছে? সমাজে নারী তার আপন সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কি? এই পুরুষ-শাসিত সমাজে সেকালের মতো আজও কি নারী শুধু অবহেলা আর ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না? মেয়েলী গীতে বর্ণিত নারীর এই সামাজিক অবস্থানের বিবরণ সমসাময়িক সাহিত্যেও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং অতীত সমাজ-জীবনের এই তথ্য-নির্ভর সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিকগুলিকে মেয়েলী গীত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এই দিক দিয়ে মেয়েলী গীতগুলি অত্যন্ত মূল্যবান—একথা বলতেই হয়।

সে যুগের অশিক্ষিত পল্লী-রমণী আবেগ-অনুভূতিহীন ছিল না। সামাজিক নিন্দা-কলঙ্কের মধ্যে তাদের জীবনে প্রেম ছিল, ছিল

বিরহ। সেকালের সমাজেও কলংকভয়, অবরোধের মধ্যেও নরনারীর স্বাভাবিক প্রেম সব সময় নিন্দিত হয়নি[১]। নারী জীবনের আশা-আকাংখা প্রেম বিরহ এবং তার কর্ম জীবনের নানা ঘটনার বিভিন্ন চিত্র মেয়েলী গীতে দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দু'একটি গীতের উল্লেখ করা হলো ঃ

১

গোছল না কর সুন্দরী কন্যা রে
কইন্যা আউলা মাথার কেশ
কোন বা শ'রে থাক কইন্যা রে
কোন বা তোঁয়ার দেশ রে।
কোথায় তোঁয়ার বাড়ি রে কালা
কি নাম তোঁয়ার
কি কারণে জিগাও কালা রে
কালা তুমি যে আঁর।

—নোয়াখালী

জলের ঘাডে গিয়া গো কুলি
আর গো নয়ন মেইল্যা চায় রে
ভিনদেশী নাগরের গো বানিজ
আর গো ঘাডে না ভাসে রে।

২

ভিনদেশী নাগরে গো কুলি
আর গো বানিজ কইরা নিল রে।
ভিনদেশী নাগরে গো কুলি
আর গো জোরে ধইরা নিল রে।

—ময়মনসিংহ

১। আনোয়ার রহমান—"মেয়েলী গানে সমাজ চিত্র", লেখক সংঘ পত্রিকা, পৌষ-মাঘ সংখ্যা, ১৩৬৮

এই ঘাটে বসেই পল্লীরমণী স্বামী-বিরহে চোখের জলে বুক ভাসায়।

ছানেরী ঘাডে গতর মাঞ্জন করে
আর পুছে চৌহের পানি রে
কেয়া সুন্দরী কান্দন ভালা করে রে।
—ময়মনসিংহ

এ ভাবেই নারী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ এই মেয়েলী গীতগুলিতে অতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু যে জন্যে এই মেয়েলী গীতগুলি সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে বা পাওয়া উচিৎ তাহচ্ছে—বিয়ে, খাত্না বা মুসলমানি, আকিকা (ছেলে-মেয়ের নামকরণ অনুষ্ঠান) মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম লোকাচার। কেননা এই যাবতীয় লোকাচার যেমন একদিকে পালন করে থাকে মেয়েরা, তেমনি এই লোকাচার—যেগুলি আজও কম বেশী বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত, সেগুলি অতীত সমাজজীবনে আরও কত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা আমরা এই মেয়েলী গীতের মাধ্যমে জানতে পারি। কারণ মেয়েলী গীত ছাড়া এর কোনটাই পালন হয় না। সামাজিক-পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েলী গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১] মেয়েলী গীতের পঁচাত্তর ভাগ দখল করে আছে এই লোকাচারগুলি। অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের অবদান হলেও এই লোকাচারগুলিকে একেবারে তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই লোকাচারগুলির প্রয়োজন আছে, এগুলি থেকে সুফল পাওয়া যায়—অনেকখানি এই বিশ্বাস থেকেই এই লোকাচারগুলির উদ্ভব হয়েছে। যেমন, বিয়েতে "গায়ে হলুদ" বলে একটি আচার পালন করা হয়ে থাকে। এই আচার পালনের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা আছে। তথ্যানির্ভর সূত্রে জানা যায়, যে অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীর সৌন্দর্যচর্চার ইতিহাসে হলুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই হলুদ ত্বকের মসৃণতা বৃদ্ধি করে রং উজ্জ্বল করে। এ জন্যেই বিয়ের পূর্বে তিন দিন ধরে বর-কনেকে হলুদ মাখানো হয়ে থাকে। আজও এই রেওয়াজ প্রচলিত এবং শুধু বিয়েতে নয়, আজকাল মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনেও রূপচর্চা করছে হলুদ মেখে। সুতরাং এই লোকাচারকে আমরা লোকবিজ্ঞান বলতে পারি। এই পর্যায়ে মনীষী ডঃ শহীদুল্লাহ্ এর বক্তব্য তুলে ধরছিঃ লোকাচারও লোকবিজ্ঞানের অন্তর্গত। জন্ম

থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে বিভিন্ন লোকাচার নানা সমাজে প্রচলিত আছে, তার অল্পই শাস্ত্রসম্মত। মনে করুন, মুসলমান সমাজের বিবাহ। বর-কনের ইজার কবুল, খোতবা, কাবিন ও সাক্ষী এইটুকু মাত্র কেতাবের কথা। তার আগে বা পিছে যত আচার সকলই লোকাচার এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এই লোকাচারগুলিও নৃতত্ত্বের একটি মূল্যবান উপকরণ।[২] ডঃ ওয়াকিল আহমেদ সংস্কৃত পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'লোকাচার শাস্ত্রাচার থেকে বলবান, অতএব তা অপরিত্যাজ্য'।[৩] এই আচারগুলি পালনের পক্ষে আরও দু'একটি যুক্তি আছে যা বোধকরি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমত একটি কর্মের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলাও লোকাচারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। যেমন বিয়ের বিভিন্ন আচার পালনের মধ্য দিয়ে মনে করা হতো যে, এতে বিবাহ-বন্ধন অধিকতর দৃঢ় হয়। দুটি নর-নারীকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো যে তাদের পরস্পরের এই সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র এবং আজীবনের এবং তারা নিজেদের প্রতি, পরিবারের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ কথা অন্যান্য লোকাচারের বেলায়ও প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, সে যুগে এই লোকাচারগুলি গ্রামীণ মানুষের জীবনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আনন্দের প্রধান উৎস ছিল। বিশেষ করে তৎকালীন কঠিন অবরোধ প্রথার মধ্যে অশিক্ষিত নারী জাতির জীবনে এই লোকাচারগুলি ব্যতীত আর কোন আনন্দের খোরাক ছিল না। ফলে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলিকেই তারা মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরেছিল এবং আজকের এই আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগেও তার অস্তিত্ব আছে। তৃতীয়ত, এই লোকাচার আমাদের অতীতকে মনে রাখতে সাহায্য করেছে এবং আমাদের বাঁচতে সাহায্য করেছে।

উপরের উল্লেখিত কারণে লোকাচার পালন সে যুগে প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে এই রেওয়াজ সামাজিক অনুশাসনে রূপ নেয় এবং গোটা জনজীবন বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় এই অনুশাসনের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। এই অনুশাসনের বেড়া ডিঙ্গানো সহজ ছিল না। ফলে এই লোকাচারগুলি জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করে, জীবনের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। আর এজন্যেই

১। আনোয়ার রহমান—"মেয়েলী গানে সমাজ চিত্র", লেখক সংঘ পত্রিকা পৌষ-মাঘ সংখ্যা, ১৩৬৮

২। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী প্রণীত "লোক সাহিত্যের ভূমিকা", পৃঃ ৭

৩। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ—'বাংলার "লোকসংস্কৃতি" পৃঃ ১৭৪

এই লোকাচারগুলি আজ শুধু গ্রামজীবনে নয়, আমাদের সামগ্রিক জীবনেও বিদ্যমান। কালের বিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে লোকাচারগুলির কিছু রদবদল হয়েছে মাত্র, কিন্তু একেবারে চলে যায়নি। বিশেষ কতকগুলো অনুষ্ঠান যেমন—বিয়ে, আকিকা খাত্না, মুখেভাত আজও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব ও বিভিন্ন লোকাচারের মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে।

বিয়ে আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আজ পর্যন্ত কোন বিয়েই মেয়েলীগীত ছাড়া সমাধা হয়নি। শুধু বলা যেতে পারে, ইদানীং কালে মেয়েলী গীতের সঙ্গে কোথাও কোথাও রেকর্ড বাজিয়ে গান শোনা হয় মাত্র। মেয়েলী গীতের অর্ধভাগ দখল করে আছে বিয়ে। বিয়েতেই সবচেয়ে বেশী লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে। এ সব লোকাচারের জন্যই বিয়ের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, অত্যন্ত আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, হিন্দু সমাজের বিয়ে অত্যন্ত উপভোগ করার মতো। কেননা হিন্দু বিয়েতে সবচেয়ে বেশী লোকাচার বা স্ত্রী-আচার পালন করা হয়ে থাকে। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের আগে পর্যন্ত কেবল মাত্র স্ত্রী-আচার দ্বারাই হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন হতো। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্ত্রী-আচারের সঙ্গে যুক্ত হয় পুরুতঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারণ। তারপর থেকে স্ত্রী-আচার ও মন্ত্র দুটোই সমানভাবে চলতে থাকে এবং আজও চলছে। বাঙলার হিন্দুর বিবাহাচারের দু'টি সুস্পষ্ট ভাগ—একটি বৈদিক ও আর একটি লৌকিক।[১] এখানে একটি আর একটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস না করিয়া উভয়েই সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লৌকিক আচার স্ত্রী-আচার নামে পরিচিত। বৈদিকমন্ত্র দ্বারা যেমন বৈদিক আচার পালন করা হয়, তেমনি বাংলা গীত গাহিয়া লৌকিক আচারগুলি নিষ্পন্ন করা হয়। মেয়েলী গীতই স্ত্রী-আচারের মন্ত্র স্বরূপ ………। আদিম জাতির বিবাহ কেবলমাত্র স্ত্রী-আচার দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, পুরুষের তাহাতে বিশেষ কোন স্থান নাই। বাঙলার সমাজেও ব্রাহ্মণ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে স্ত্রী-আচারই একমাত্র আচার ছিল। সেই জন্য আজ পর্যন্তও ইহা এত শক্তিশালী।[২]

১। আতোয়ার রহমান—"মেয়েলী গানে সমাজচিত্র", লেখক সংঘ পত্রিকা, পৌষ-মাঘ সংখ্যা, ১৩৬৮

২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য —"বাংলার লোকসাহিত্য" (২য় সংখ্যা), পৃঃ ২৩৫-২৩৬

এতো গেল হিন্দু বিয়ের কথা। কিন্তু মুসলিম বিয়ের প্রকৃত রূপ অত্যন্ত সহজ এবং অনাড়ম্বর। একজন কাজীর পরিচালনায় দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে প্রাপ্তবয়স্ক দুজন নর-নারীর পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারাটাই মুসলিম বিয়ের প্রকৃত রূপ। মুসলিম বিয়েতে যে সব লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে, তা সবই এসেছে হিন্দু বিয়ে থেকে। এদেশে হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করার ফলে এবং হিন্দু জাতির প্রাধান্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির চাল-চলন, আচার-পদ্ধতি, আদব-কায়দায় অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়। মুসলিম বিয়ের গীতে বরকে "রাজার ব্যাটা লক্ষীন্দর" বলা হলে এ কথাই প্রমাণ হয় না যে মুসলিম সমাজ তার সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম বিয়ের আচারগুলি এই প্রভাবের ফল। যেমন পানচিনি, কুড়দেয়া, শা-নজর, সংপেদেয়া, বধূ-বরণ, পাশাখেলা, ফিরানি, মেলানি ইত্যাদি আচারগুলি যাথাক্রমে পাকাদেখা, গায়ে হলুদ, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান, বধূ-বরণ, কড়ি খেলা, দ্বিরাগমন, অষ্টমঙ্গল প্রভৃতি আচার থেকে এসেছে। বলা যায়, আচার গুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে অন্য নামে একটা পৃথক রূপ ধারণ করেছে। সিঁদুর হিন্দু সধবা রমণীর স্বামী-সৌভাগ্যের চিহ্ন। কিন্তু সে যুগে মুসলিম নারীও সিঁদুর ব্যবহার করেছে। বিয়েতে সিঁদুর ছিল অপরিহার্য। প্রচুর বিয়ের গীতে এই সিঁদুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

কিছু প্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন (এক) মেয়েলী গীত শুধু বাঙলার মুসলমান ও হিন্দুর বিয়েতেই প্রচলিত নেই, বলা যায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, সব জাতির বিয়েতেই মেয়েলী গীত প্রচলিত। (দুই) বিয়ের কিছু উপকরণ যেমন—হলুদ, চন্দন, সিঁদুর, মেহেদী প্রভৃতির ব্যবহার ও বিয়ের কিছু আচার যেমন—নাপিত ডাকা, গায়ে-হলুদ, শা-নজর বা শুভদৃষ্টি, জল-ভরণ, বা পানিয়া ভরণ ইত্যাদির প্রচলন বাঙলার বাইরেও অবাঙালী হিন্দু ও মুসলিম বিয়েতে দেখা যায়। (তিন) আরও কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন—আকিকা বা নামকরণ অনুষ্ঠান, খাতনা বা মুসলমানী বাঙলার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত। এ থেকে অনুমিত হয় যে, অতি প্রাচীন কালে এই বঙ্গভূমি একই মানবজাতির আবাসস্থল ছিল এবং এই সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল সেই প্রাচীন কালেই—ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে। এছাড়া বিয়ের গীতগুলিতে দেখা যায় যে, বিয়ের বর-কনেকে কাল্পনিক নামে ডাকা

হয়েছে। হিন্দুর বিয়েতে সাধারণত রামকৃষ্ণ ও সীতা, রাধা ইত্যাদি নামে এবং মুসলিম বিয়েতে নওশা, দুল্‌হা, দামান ও দুল্‌হিন, আরশ ইত্যাদি নামে ডাকা হয়েছে। বর-কনেকে কাল্পনিক নামে ডাকার রেওয়াজ আদিকালেও ছিল। সেকালে বরকে রাজা এবং কনেকে রানী বলা হতো। মুসলিম বিয়েতে বর-কনেকে কাল্পনিক নামে ডাকার রেওয়াজ এখনও আছে। তবে এ বিষয়ে উভয় সমাজের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। হিন্দু বিয়ের গীতগুলিতে বর-কনেকে অধিকাংশ সময়ে রাম, কৃষ্ণ ও সীতা, রাধা প্রভৃতি দেব-দেবীর নামে ডাকায় চরিত্রগুলি মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যই প্রকাশ করেছে। ফলে চরিত্রগুলি একদিকে যেমন বাস্তববর্জিত হয়েছে, তেমন অপরদিকে গীতগুলিও হয়েছে কৃত্রিম ও বিষয় বৈচিত্র্যহীন। হিন্দু সমাজ বর-কনেকে রাম-সীতা বা রাধা-কৃষ্ণ বলে কল্পনা করেছে, কিন্তু মুসলিম সমাজে তারা সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।[১] হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিবাহসঙ্গীতের মধ্যে যেখানে রাম-সীতার উল্লেখ আছে, সেখানেই রচনা কতকটা কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে মেয়েলী সঙ্গীতগুলির সম্মুখে এই বিষয়ে কোন আদর্শ নাই বলিয়া ইহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধের স্বাধীন বিকাশ অনুভূত হয়। অতএব লোকসঙ্গীত হিসাবে ইহারা অধিকতর সার্থক।[২] উভয় সমাজের বিয়ের আচারে আরও একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। বিয়ের কনেকে মেহেদী পরানোর রেওয়াজ শুধু মুসলিম বিয়েতেই প্রচলিত। এই রেওয়াজ যেমন অতীতে ছিল, তেমনি আজও আছে।

আর একটি কথা। বিয়ের গীতগুলিতে দেখা গেছে যে, সে যুগে বিয়ের লোকাচার পালনে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারতো না। এ দায়িত্ব এবং অধিকার ছিল শুধুমাত্র "এয়োদের"। বিয়ের প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকাচার পালন করতো 'এয়োরা'। তবে কোন মহিলা শুধু 'এয়ো' হলেই এ দায়িত্ব পালন করতে পারতো না। এ দায়িত্ব পালনের গৌরব তারাই অর্জন করতো যারা শুধু 'এয়োই' নয়, যাদের নৈতিক ও চারিত্রিক শুদ্ধতা ছিল। কিন্তু বন্ধ্যা রমণী বিয়ের কোন মঙ্গলাচারে অংশগ্রহণ করতে পারতো না, তা সে যত বড় ভাল

১। আতোয়ার রহমান—"মেয়েলী গানে সমাজ চিত্র", লেখক সংঘ পত্রিকা, পৌষ-মাঘ সংখ্যা, ১৩৬৮

২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—লোকসাহিত্য (২য় সংখ্যা) পৃঃ ২৪৫

'এয়োই' হোক না কেন। তখনকার দিনে 'এয়ো' হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার ছিল। শুধু মেয়েলোক হলেই 'এয়ো' হতে পারতো না। তাদের চরিত্র হতে হতো খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি। চরিত্রহীনা মেয়ে 'এয়ো' হওয়া দূরে থাক, পাত্রীর মুখ পর্যন্ত দর্শন করতে পারতো না। এমনকি বিবাহ বাসরেও বন্ধ্যা মেয়েলোকের সমাগম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।[১] লক্ষণীয়, এ যুগেও এ প্রথাটি একেবারে চলে যায়নি। বিয়ের মঙ্গালাচারগুলি এখনও 'এয়োদের' দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং হিন্দু বিয়েতে এই প্রথা আরও কঠোরভাবে পালন করা হয়।

সাধারণত যে আচার পালন করা হয় তার ভিত্তিতে বিয়েকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। পর্বগুলি স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পর্বগুলিকে আগে-পরের গুরুত্ব অনুযায়ী উল্লেখ করা হলো। যথাঃ পানচিনি বা বৈঠক, মাড়োয়া, কুঁড়দেয়া বা হলদি কোটা বা গায়ে হলুদ, ফোড়ল ডুবানো বা ফোড়ল ভরানো, বধূ-বরণ, পাশা খেলা, হাঙ্গড় ধরা ইত্যাদি। হিন্দু বিয়েতে আরও অনেক স্ত্রী-আচার পালন করা হয়ে থাকে। যেমন—সাত পাক ঘুরানো, বিয়ের পরে বর-কনের কাপড় একত্রে গিট দিয়ে "গাঁট ছড়া" বাঁধা, কালশৌচ এবং আরও ছোট খাট অনেক বিয়ে বাড়িতে গ্রামের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা দূরসম্পর্কের বয়স্কা নানী-দাদি এবং অল্প বয়স্কা মেয়েরা একক কিংবা দলবদ্ধভাবে কখনও বসে, কখনও বা নেচে নেচে গীত গেয়ে আচারগুলি পালন করে। "চাষী ও নিম্নশ্রেণীর পল্লী রমণীরা এই সময়ে সংগীত পরিবেশন করে মা-বাবার মনে কন্যা বিদায়ের করুণ বেদনা উদ্দীপ্ত করে ও বিয়ে বাড়িতে উৎসবের তরঙ্গ বইয়ে দেয়।"[২]

পরিশেষে একথা বলতে বাধা নেই যে, এই মেয়েলী গীতগুলি অতীত সমাজ জীবনকে, বিশেষ করে নারী সমাজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। সামাজিক রীতি-নীতি ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের যে পরিচয় মেয়েলী গীতগুলি তুলে ধরেছে তাতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমাজ জীবনের ঘটনা হিসেবে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে ধরে রাখার জন্য এবং বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরার জন্য মেয়েলী গীত লোকসাহিত্যে এবং লোক-

১। এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম—"উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য", পৃঃ ১৯৮
২। খোদেজা খাতুন—বগুড়ার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৫৫

ঐতিহ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকবে। এখনও প্রচুর সংখ্যক মেয়েলী গীত গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। আমাদের লোকসাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করতে এবং আমাদের লোক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে এগুলির ব্যাপক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। নতুবা ক্রমশ এগুলোর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রায় ১০টি জেলার বিয়ের গীত এই সংকলনে স্থান পেয়েছে এবং এই সঙ্গে সংগ্রাহকদের পরিচয় এবং কোন সংগ্রাহক কোন জেলা থেকে কোন গীতটি সংগ্রহ করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সংকলন প্রস্তুত করতে যিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হচ্ছেন বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপ-বিভাগের সহ-অফিসার ও প্রাবন্ধিক জনাব সামীয়ুল ইসলাম। তাঁর এই সাহায্য আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

জান্নাতুন আরা আহমেদ

---

*বিয়ের বিভিন্ন মঙ্গলাচারের নিখুঁত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য জনাব সামীয়ুল ইসলামের "উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য" এবং "মেয়েলী গীতে সামাজিক পটভূমি" বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠবিংশ বর্ষ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৮

আইবুড়ো যুবক-যুবতীর গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে 'আইবুড়ো যুবক যুবতী' সম্পর্কিত ৬ ও ৭ নং গীত দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগে সহ-অফিসার পদে নিয়োজিত আছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর—বেলকা, জেলা—রংপুর।

রাজশাহী জেলা থেকে 'আইবুড়ো যুবক যুবতী' সম্পর্কিত ২ ও ৯ নং গীত দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম—কৃষ্ণগোবিন্দপুর, পোঃ—রামচন্দ্রপুর, থানা—নবাবগঞ্জ, জেলা—রাজশাহী।

সিলেট জেলা থেকে ১ ও ৮ নং 'আইবুড়ো যুবক-যুবতীর গীত' দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম—দরগাহপাড়া, পোঃ—বৃন্দাবনপুর, মহকুমা—মৌলবী বাজার, জেলা—সিলেট।

নোয়াখালী জেলার 'আইবুড়ো যুবক-যুবতী' সম্পর্কিত ৩, ৪ ও ৫ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম—ইলিয়াসপুর, জেলা-কুমিল্লা।

১

অতো বড়ো ডাংগর অইছো
তুমি কার মাইয়া—নারে।
বাপ ভাই নাই নি তোমার
জুড়ুনি দিতে চাইয়া নারে।

অতো বড়ো ডাংগর অইছো
তুমি কার মাইয়া—নারে।
চাচা-চাচী নাই নি তোমার
জুড়ুনি দিতো চাইয়া নারে।

অতো বড়ো ডাংগর অইছো
তুমি কার মাইয়া—নারে।
মামু মামী নাই নি তোমার
জুড়ুনি দিতো চাইয়া নারে।

অতো বড়ো ডাংগর অইছো
তুমি কার মাইয়া—নারে।
হুপা হুপু নাই নি তোমার
জুড়ুনি দিতো চাইয়া নারে।

না থাকোইন না থাকোইন যুদি
আড়োয়ান কুটুম কো নারে
আমার সনে আইস কন্যা
জুড়ুন দিম তোরে নারে।

ভিন্‌দেশী নাগর তুমি
লাজলিয়াজ[১] নাই নারে
তোমার মাথা না ঘামৌক[২]
মোর না বিয়ার কাজে নারে।

যাও যাও ভিন্‌দেশীরে
তোমার পথে চলি নারে
আমার গতি করবা
আমার বাপ ভাই মিলিয়া নারে।

আঠি[৩] যাইতে কাম খুটিয়া
বাইর না করিও নারে
মাই বাপ তুলি গালি
যেনা[৪] হেই দিবো নারে!

২

আরসের[৫] ভাইয়ের দুয়ারে
ঠান্ডা বলহুর[৬] গাহি হে,
আসিছে নশা আগা ডাল
ধরিয়্যা হে
আসিয়াছে নশা পাছা ডাল
ধরিয়্যা হে।

আরসের ভাই ভাবিছে
গালে হাত দিয়্যা হে,
ক্যামন কৈর‍্যা দিব
আইভি[৭] বহিনের বিহ্যা হে।
আরসের ভাবীর গলাতে
সোনার পুষ্প হার হে,
তাহি[৮] বেচ্যা[৯] দিব
আইভি বহিনের বিহ্যা হে।

৩

একদিন যানি গেছিলাম আম্মাগ
সামাইল কি বন্ধার ঘাটে।
আত্কা[১০] নজর পইড়্ল আম্মাগ
হেলন কি ডুলনের পানে।
এত হয়রান হইঅনা হরিণ
হরিণরে কি দি করায়্যাম বিয়া?

হালের বলদ বেচি আম্মাগ
অ আম্মাগ আমারে করাইবেন বিয়া।
আঁই তরে জানি না হরিণ,
জানে তোঁয়ার আব্বায়।

একদিন যানি গেছিলাম আব্বায়
অ আব্বা সামাইল কি বন্ধার ঘাটে।
আত্‌কা নজর পইড়্‌ল আব্বার
হেলন কি ডুলনের পানে।

৪

কাইল্‌কা যানি গেছিলাম মাগ
নূতন এইগ্যা[১১] বাজারে
মাগ জিনিষদ পাইলাম ন।
আউসের ভেল্লা জুড়িছে কান্দন
মাগ হুইন[১২] তামদ পাইরলাম ন।
বারে বারে কইছ্যি[১৩] মানা মাগ
বিয়াদ[১৪] কইরতাম ন।
কাইল্‌কা যানি গেছিলাম জেডীগ
নূতন এইগ্যা বাজারে
শাড়ীদ পাইলাম ন।
আউসের ভেল্লায় জুড়িছে কান্দন
হুইনতামদ পাইরলাম ন
বারে বারে কইছ্যি মানা জেডী,
বিয়াদ কইরতাম ন।
কাইল্‌কা যানি গেছিলাম চাচীগ
নূতন এইগ্যা বাজারে,
কাহইদ[১৫] পাইলাম ন।
বারে বারে কইছ্যি মানা চাচীগ
বিয়াদ করতাম ন।

৫

চাডীগাইয়া ওক্‌কারে[১৬] সাধ,
ভাইলে[১৭] বাইয়া যায়,
হুইনছনি অ ছইলার আব্বা
হুইনছনি অ আঁর খবর।
তোমার না আউসের[১৮] ছইলা
কুকলংক কইরছে,
হুইনছনি অ ছইলার জেডা
হুইনছনি অ আর খবর,
তোমার না আউসের ছইলা
কুকলংক কইরছে।
হুইনছনি অ ছইলার সাত ভাইধন
হুইনছনি অ আঁর খবর,
তোমার না আউসের বৈনধন
কুকলংক কইরছে।
এরুম অসৎ বৈনগ গাংগে
কাডি ভাসি দেয়্যাম।
কাডিহ কাডিছ পুত্ররে
বনে পরবাস দিয়া,
আজিকা রাত্র পোসায়রে আল্লা
পুবে দলপর[১৯] দিয়া।

৬

তোলা তোলা মদুরে তোলা
আড়িয়া বান্দুনু ক্যাশ,
চকি চকি বুলিয়ারে মুই
চকিত[২০] গড়ান্ গাও,
ক্যানেরে আমেরে[২১] খুটা
না[২২] কাড়িল্ আও।
ন্যাপ[২৩] ন্যাপ বুলিয়ারে মুই
ন্যাপে বা গড়ান্ গাও

ক্যানেরে শিমলার তুলা
না কাড়িল, আও,
হ্যান[২৪] মোনে কয় চিত মোনে কয়
আকাশোত্ উড়িয়া দে'ওরে তুলা
আকাশোত্ উড়িয়া দে'ও ।।

৭

নাউ[২৫] ঝুম ঝুম
কলা রে গাচ
জাইংলা ছিঁড়িয়া পইলো,
এ্যাত্তো[২৬] বচ্চোর
হইচিস্ রে ধুমড়ি[২৭]
বিয়া নাই হয় তোর।

মংগার[২৮] বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি,
গাড়িয়া ধানের পুড়া[২৯]
সাইজের[৩০] বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি,
পুড়া হোসকেয়া[৩১] দিচে।

নাউ ঝুম ঝুম
কলা রে গাচ,
জাইংলা ছিঁড়িয়া পইলো,
এ্যাত্তো বড়ো
হইচিস্ রে ধুমড়ি
বিয়া নাই হয় তোর।

মংগার বাজার
পায়া রে ধুমড়ি,
কচ্চে ছাইতান[৩২] ধানের পুড়া,
সাইজের বাজার পায়া রে ধুমড়ি,
পুড়া খসেয়া দিচে।

নাউ ঝুম ঝুম
কলা রে গচি.
জাইংলা ছিংড়িয়া[৩২]পইলো,
এ্যাত্তো বড়ো
হইচিস্ রে ধুমড়ি
বিয়া নাই হয় তোর।

সাইজের বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি,
কচ্চে ন্যালপাই[৩৩] ধানের পুড়া,
সাইজের বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি
পুড়া উদ্যাও[৩৪] করি দিচে।

নাও ঝুম ঝুম
কলা রে গচি
জাইংলা ছিংড়িয়া পইলো.
এ্যাত্তো বড়ো
হইচিস্ রে ধুমড়ি
বিয়া নাই হয় তোর।

মংগার বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি.
কচ্চে গড়িয়া[৩৫] ধানের পুড়া.
সাইজের বাজার
দ্যাকিয়া রে ধুমড়ি,
পুড়া আলগা করি দিচে।

৮

নাকের নাকফুল দিমু
গো সুন্দরী,
তেও কেনে নাক ই-লেনা
গো সুন্দরী।

কানের কানফুল দিমু
গো সুন্দরী,
তেও কেনে কান ই-লেনা
গো সুন্দরী।

গলার আর[৩৬] দিমু
গো সুন্দরী,
তেও কেনে গলা ই-লেনা
গো সুন্দরী।

শিশের সিন্দুর দিমু
গো সুন্দরী,
তেও কেনে শিশ্ ই-লেনা
গো সুন্দরী।

সুন্দা মেথির তেল দিমু
গো সুন্দরী।
তেও কেনে কেশ ই-লেনা
গো সুন্দরী।

৯

বলহু[৩৭] শিশু মধুর ডালে
বসলো মধুর চাক্ হে
বলি সেনা মধু ভাঙ্গিতে
ছিঁড়লো গলার হার হে
বলি সেনা হারের ল্যাইগ্যা
আরস কান্দছে জারে জার হে
বলি কাইলি[৩৮] নাকিন হৈবে
ফুটানি গঞ্জের হাট হে
বলি কিনিয়্যা নাকিন দিবো
গলার মানান হারো হে

বলি সারা বাজার ঢুঁড়িলাম[৩৯]
না মিলিলো হারো হে
বলি বাড়িতে নাকিন আছে
অন্ধ কানা বোন হে
বলি না বিক্যালো[৪০] বোন রে
না মিলিলো হারোরে
বলি গলতে[৪১] নাকিন আছে
একটি হালের বলদ হে
সে না বলদ বেচিয়া
কিনবো গলার হারো হে
দিবো বহিনের বিহ্যা হে।

পাদটীকা

১। লজ্জা।
২। তোমার মাথা ঘামিও না।
৩। হেঁটে।
৪। যে সে ব্যক্তি।
৫। বিয়ের কনে।
৬। ছায়া প্রদানকারী।
৭। নাম বিশেষ।
৮। সেই।
৯। বিক্রি করে।
১০। হঠাৎ।
১১। একটি।
১২। শুনতে।
১৩। করেছি।
১৪। বিয়েতে।
১৫। চিরুনী।
১৬। হুকা।
১৭। ধোঁয়া নির্গত হয়ে যাচ্ছে।
১৮। সখের।
১৯। খুব সকাল (আজানের সময়ে)।
২০। চকিতে শুলাম।
২১। আম গাছের তক্তা।
২২। কথা বললে না।
২৩। লেপ।
২৪। মন এমন বলে।
২৫। লাউ।
২৬। অনেক।
২৭। বড়।
২৮। আক্রা।
২৯। ধানের গোলাজাতকরণ অবস্থাকে পুড়া বলে।
৩০। সন্ধ্যার।
৩১। খুলে।
৩২। এক প্রকার ধান।
৩৩। এক প্রকার ধান।

৩৪। খুলে দিয়েছে।
৩৫। এক প্রকার ধান।
৩৬। হার।
৩৭। বকুল গাছ।
৩৮। আগামীকাল।
৩৯। খুঁজলাম।
৪০। বিক্রি করলো না।
৪১। গোয়াল ঘর।

মাড়োয়ার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং 'মাড়োয়ার গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল' ইসলাম। তিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমী ফোকলোর বিভাগে সহ-অফিসার পদে নিয়োজিত আছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর—বেল্‌কা জেলা—রংপুর।

১০

আমো[১] মওলাইলো
জামো[২] মওলাইলো
কাটোলে[৩] ছাড়িলো মরিচ,
চইতে বইশাকে হইলো ঝড়ি[৪]
মাড়োয়ার গোড়ে গোড়ে পানি,
গাবরুর[৫] ভিজিলো জামা জোড়া,
কইনার ভিজিলো শাড়ী।

১১

আল্লা অচুলের বিয়াত্
কি কি শাসতোর[৬] নাগে,
অচুলের বিয়াত্ সোনার টিড়া লাগে।
কন্টই[৭] পাইম[৮] সোনার টিড়া,
মাটির টিড়ায় হয়া যাউক অচুলের বিয়া।।
অচুলের বিয়াত্—
সোনার চাইলোন নাগে,
কন্টই পাইম্ সোনার চাইলোন
বিনা চাইলোনে হয়া যাউক অচুলের বিয়া।।
অচুলের বিয়াত—
সোনার ফোড়ল নাগে,
কন্টই পামো[৯] সোনার ফোড়ল,
মাটির ফোড়লে
হয়া যাউক অচুলের বিয়া।।

১২

কইনার ভাইয়ারা কামেলা[১০]
নাই তোলে বাংগেলা[১১]
কনটই বসামোঁ জাতিয়া[১২]।

কইনার বাপ হইলো কামেলা
নাই তোলে বাংগেলা
কারতলে কইরমেঁা মাড়োয়া[১৩]॥

কইনার জ্যাটোরা কামেলা
নাই তোলে বাংগেলা,
কারতলে[১৪]বসামোঁ কোলধন্নি॥

কইনার চাচারা কামেলা
নাই তোলে বাংগেলা,
কারতলে খোঁয়ামোঁ জাতিয়াক ভাত॥

কইনার দাদা হইলো কামেলা
নাই তোলে বাংগেলা,
কারতলে খোঁয়ামোঁ[১৫] জাতিয়াক ভাত।

কইনার নানা হইলো কামেলা
নাই তোলে বাংগেলা
কারতলে বসামোঁ হামরা কইনা আর পাণ্ডোরী।

১৩

ডাকেয়া[১৬] আনো ওস্তোর[১৭] টাড়ীর আইয়ো[১৮],
তাক দিয়া টিড়া বানেয়া নেন,
ডাকেয়া আনো ওস্তোর টাড়ীর আইয়ো
তাক দিয়া ফোড়ল ডুবিয়া নেন।
ডাকেয়া আনো ওস্তোর টাড়ীর আইয়ো
তাক দিয়া কুড় দিয়া নেন।
ডাকেয়া আনো ওস্তোর টাড়ীর আইয়ো
তাক দিয়া কইনা সাজেয়া নেন।
ডাকেয়া আনো ওস্তোর টাড়ীর আইয়ো
তাক দিয়া বর বরিয়া নেন।

নবগঞ্জতে[১৯] হরি[২০] আসিচে
নাল পাগড়ী মাতাতে,
ও অসের[২১] চেংড়ির
পাকা হইয়াছে ॥

মাইরমোঁ[২২] বাটুল চিপোতে,
মাইরমোঁ বাটুল বুকোতে,
ও অসের চেংড়ির
পাকা হইয়াছে ॥

ইলাম[২৩] দিবার না পায়া
মাড়েয়া[২৪] ভাইয়া পলাইচে,
ও অসের চেংড়ির
পাকা হইয়াছে ॥

গয়না দিবার না পায়া
কইনার বাবা পলাইচে,
ও অসের চেংড়ির
পাকা হইয়াছে ॥

১। আমে মুকুল এল ২। জামে মুকুল এল। ৩। কাঠালে মুচি এল ৪। ঝড়। ৫। বর ৬। শাস্ত্র ৭। কোথায় ৮। পাব ৯। পাব ১০। কৃষান ১১। দালান বাড়ী ১২। স্বজাতি ১৩। বিয়ের গীত ১৪। কার নীচে বর-যাত্রীকে বসাবো ১৫। খাওয়াবো ১৬। ডেকে আনি ১৭। উত্তরগ্রামের ১৮। সধবা মহিলা ১৯। নবাবগঞ্জ শহরে ২০। বর ২১। রসের ২২। মারবো ২৩। উপঢৌকন দিতে না পেরে ২৪। বাড়ীর মাতব্বর পালিয়েছে।

কুঁড় দেয়ার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ১৯ নং 'কুঁড় দেয়ার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ১৬ ও ১৭ নং 'কুঁড় দেয়ার গীত' দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ১৮ নং 'কুঁড় দেয়ার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

বরিশাল জেলা থেকে ১৫ নং 'কুঁড় দেয়ার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব রফিক-উল-ইসলাম। তাঁর ঠিকানা—উত্তর বগুড়া রোড, বরিশাল।

১৫

আগে যদি জানিতাম বিয়ার নসা[১] আসিবে
মেতি বাটিয়া দিতাম বাস—আদম[২] সনুরাৎ;
এ দ্যাশেতে মেতি নাই—মেতি দেখি
লণ্ডে লণ্ডে[৩] গাছ ।।

আগে যদি জানিতাম বিয়ার নসা আসিবে
সোন্দা বাটিয়া দিতাম বাস—আদম সনুরাৎ;
এ দ্যাশেতে সোন্দা নাই—সোন্দা দেখি
লণ্ডে লণ্ডে গাছ ।।

আগে যদি জানিতাম বিয়ার নসা আসিবে
গিলা বাটিয়া দিতাম—আদম সনুরাৎ;
এ দ্যাশেতে গিলা নাই—গিলা দেখি
লণ্ডে লণ্ডে গাছ ।।

১৬

ডালাখানি অরুণ বরুণ হে
জুঁই ফুলের মালা
ভগবতী ভজন ভজে
বৌমা বান্ধে খোপা নারে।
কাইল কোথা ছিলি হলুদ রে
মড়লের বাগানে,
আইজ কেনে আলি রে হলুদ
নশারো ডালাতে।
ডালাখানি অরুণ বরুণ হে
জুঁইফুলের মালা
ভগবতী ভজন ভজে
বৌমা বান্ধে খোপা নারে।
কাইল কোথা ছিলি মেহেন্দীরে
গিরোস্তের বাগানে।

আইজ ক্যানো আলি রে হলুদ
নশারো ডালাতে।
ডালাখানি অরুণ বরুণ হে
জুঁইফুলের মালা
ভগবতী ভজন ভজে
বৌমা বান্ধে খোপা নারে।
কাইল কোথা ছিলি শাড়ীরে
নবাবগঞ্জের বাজারে
আইজ ক্যানো আলি রে শাড়ী
নশারো ডালাতে।
ডালাখানি অরুণ বরুণ হে
জুঁই ফুলের মালা
ভগবতী ভজন ভজে
বৌমা বান্ধে খোপা নারে।

১৭

পিঠের হলৈদ[৪] রে বাছা গোটারে গোটা
মুখের হলৈদ রে বাছা, সূর্য রঙের ফোটা
ছাইল্যা খ্যালাইতেরে[৫] গেল নানা নানীর বাড়ী
ছাইল্যা হারিয়্যারে[৬] আইলো জোড়হাতের বালা
নানীতে গাইলোরে[৭] দ্যায়ো[৮] উড্যাইট্যা[৯] ছাইল্যা
নানাতে নিষেধরে করে না দিও গাইলো
কাইলো পঁহাতেরে[১০] হামি সোনার্যা[১১] ডাকাবো
গড়িয়্যা দিব রে হামি জোড় হাতেরো বালা।

১৮

ফুল ফুট্ছে লট্কন্ গো জবা
বা রংগিলা দামান,
তোমার আথে[১২] মেন্দি দিলো কেনা।—ধুয়া
আমার দেশোর ভইনেরা[১৩]

বড়ই ছক্‌কল জানে,
পাটিত্‌ বসাইয়া মেন্দি
দিলো আমার আথে নারে
ফুল··· ··· ··· ···।

আমার দেশোর "মাই চাচীয়ে"—
এমন ছক্‌কল জানে,
কোরে বসাইয়া মেন্দি
দিলো আমার আথে নারে
ফুল ·· ··· ··· ···।

আমার না "ভাইর বউয়ে"
এমন ছক্‌কল জানে,
কুরছিত[১৪] বসাইয়া মেন্দি
দিলো আমার আথে নারে
ফুল··· ··· ··· ···।

আমার দেশোর "পরজার বউয়ে"
এমন ছক্‌কল জানে,
"ফুল বিছনায়" বসাইয়া মেন্দি
দিলো আমার আথে নারে
ফুল··· ··· ··· ···।

আমার দেশোর "দাসী বান্দীয়ে"
এমন ছিক্‌কল জানে,
"মছলন্দে" বসাইয়া মেন্দি
দিলো আমার আথে নারে
ফুল··· ··· ··· ···।

মেন্দি পইরনের কথা
কইলাম ভাংগিয়া,
বুঝ না পাইলে মোরে
কইবায় ভাংগিয়া নারে
ফুল··· ··· ··· ···।

১৯

হলদি মাকাই বরের ব্যাটা
হলদি মাকাই গায়ে,
হামার বাদে কি কি তোমার
পটেয়া[১৫] দিচে মায়,
কি পটেয়া দিচে মায়।

নাকে্কর[১৬] বালিয়া নিম্,
বানারসী শাড়ী,
গালার হাসলী[১৭] নিম্,
ট্যাকা গোটা কুড়ি হে
ট্যাকা গোটা কুড়ি।

১। বর ২। বরকে আদম সুরাৎ (অর্থাৎ তারা) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ৩। লক্লকে লম্বা লম্বা গাছ ৪। হলুদ। ৫। খেলতে ৬। হারিয়ে ৭। তিরস্কার ৮। দেয় ৯। যে ছেলে সবকিছু উড়িয়ে নষ্ট করে দেয় ১০। সকালে ১১। স্বর্ণকার ১২। হাতে ১৩। বোনেরা। ১৪। চেয়ারে ১৫। পাঠিয়ে দিয়েছে ১৬। নাকের বালি ১৭ গলার হাঁসুলী (অলংকার)।

ফোড়ল ডুবার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ২০ নং 'ফোড়ল ডুবার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

২০

সোনার ফোড়ল[১] বারায় রে
যাতরা[২] করিয়া রে,
বাবা বাইর হয়া দ্যাকো।

সোনার ফোড়ল থাকিতে রে
মাটির ফোড়ল বসাইচে,
বাবা বাইর হয়া দ্যাকো।

সোনার চাইলোন থাকিতে রে
বাঁশের চাইলোন নাগাইচে,
বাবা বাইর হয়া দ্যাকো।

চেংড়ি আইয়ো থাকিতে রে
বাবা বুড়ি আইয়ো বসাইচে,
বাবা বাইর হয়া দ্যাকো।

১। ফোড়ল—বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাটির অথবা পিতলের তৈরী ঘট।
২। যাত্রা।

বিয়ের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ২১, ২৭ ও ৩১ নং 'বিয়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ২৩, ২৪ ও ৩৪ নং 'বিয়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ২৬, ৩৩, ৩৫, ও ৩৬ নং 'বিয়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী জেলা থেকে ২২, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩৭ নং 'বিয়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

বরিশাল জেলা থেকে ৩২ নং 'বিয়ের গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব রফিক উল ইসলাম।

২১

আইসে গাবর,
বইসে আলোম তলে,
ওরে নওশা।।
নিজা শউড়ি
বেড়া ভাংগিয়া দ্যাকে,
ওরে নওশা।।
চাচী শউড়ি
ঝোপের[১] দুয়ার হাতে দ্যাকে
ওরে নওশা।।
সালার মাউগে
ঘরের জলকি দিয়া দ্যাকে,
ওরে নওশা।।
ফুপা শউড়ি
গালা বাড়েয়া দ্যাকে,
ওরে নওশা।।
নিজা শালী
ভুলকি[২] মারিয়া দ্যাকে,
ওরে নওশা।।
ওনা গাবরুর
: :বী সাজোনী,
ওরে নওশা।।
র বাবা
ঘরোত্ বসিয়া কাঁদে
ওরে নওশা।।
বড় ভাই
ঘাটাত্ বসিয়া কাঁদে
কুড়ের কইনা
:কতে বসিয়া কাঁদে,
ওরে নওশা।।

২২

আম পাতা চিরল চিরল
কাডল পাতায় লেহা
নামে নামে উড়েরে হাচন
তোগর[৩] বিয়ার কথা
আরে হাচন তোগর বিয়ার কথা।

শাড়ীর না দোকানে উড়েরে হাচন
তোগর বিয়ার কথা,
আরে হাচন তোগর বিয়ার কথা।

জিনিসের না দোকানে উড়েরে হাচন
তোগর বিয়ার কথা,
আরে হাচন তোগর বিয়ার কথা।

মেলেঅনা দরবারে উড়েরে হাচন
তোগর বিয়ার কথা,
আরে হাচন তোগর বিয়ার কথা।

২৩

আরসের ভাবীর দুয়ারে আছে বুড়া মা
টোঠা বল্ হুর গাছি হে
গাছের টোঠা গাছে রহিল বুড়া মা
বরজ খৈস্যা[৪] পৈলো হে।

কোথা থাইক্যা আইস্যা রাজার ব্যাটা
দরজা ছাইঙ্ক্যা[৫] বসিল হে
চ্যানও[৬] দিদি ভ্যানও[৭] দিদি
দরজা ছাইড়্যা বৈসো হে।

চাইলের ফকির লইরে বুড়া মা
ডাইলের ফকির লইরে
তোমারি না বাড়ীতে আছে বুড়া মা
রূপবতী কন্যা হে।

তাকে নাকি পাইলে বুড়া মা
দ্যাশে লইয়্যা যাবো হে।।

২৪

উজান্ নৈক্যারে আইলোরে বৈহ্যা[৮]
ভাটি বৈহ্যা যায়।
ধরো ধরো ধরো রে নৈক্যা
ধরা নাহি যায়।
আজিকার দিনে কাজ কাম সেরে
বিহ্যা করিতে যায়।
ব্যাট বাজনা লিয়্যারে লশা[৯]
বিহ্যা করিতে যায়।
যত পাড়ার লোকরে জনো
দুধারে খাড়া হয়।
ঘোড়ার ছাওক[১০] দেখ্যারে লোকজনো
হাতে তালি দ্যায়।
ব্যাট্ বাজনা শুন্যারে লোকজন
মুখে হাসি পায়।
মা ও মাসি দয়ারো[১১] বাসি
তারায় দোয়া দ্যায়।
জলের কুম্ভীর বনের হরিণ
তারায় সাথী হয়।

২৫

এই অ নাকি বাজারে
কি কি বিহি[১২] যায়,
আরশ বিবির পাটের শাড়ী
দামানরে তুলায়।
এই অ নাকি বাজারে
কি কি বিহি যায়
আরশ বিবির স্বর্ণের বেশ
অ দামানরে বিকায়।
এই অ নাকি রাস্তা দি
কারো পুত্র যায়

ফ‍ুল বিয়াস্তি পত্র যেন
বিয়া কইর‍্তে যায়।
রং বিয়াস্তির পত্র যেন
বিয়া কইর‍্তে যায়।
এই বা নাকি রাস্তা দি
কারো পত্র যায়।
নবাব সুলতানের বেসঅ
বিয়া কইর‍্তে যায়।
পাল‍্কি থাইক্যা আরশ বিবি
পাংকা[১৩] এ খিলায়।
আয়লোরি পাটের শাড়ী
পইরাইয়া চায়।
এই রংগে এই ডংগে
জিন্দেগি কাটায়।

২৬

গইন[১৪] জংগলার মাঝে
কিসের বাজন বাজে রে
খেড়ুল ঝিয়াইর্
জামাই লাইছে-নারে।—ধুয়া

গইন্ জংগলার মাঝে
বাবাজী নিরখি চায়
সোনার বাবাজী দেখে
ঝিয়াইবু জামাই আয় রে
গইন্… … … …।

গইন জংগলার মাঝে
চাচাজী নিরখি চায়
সোনার চাচাজী দেখে
ভাতিজির জামাই আয় রে
গইন… … … …।

গইন্ জংগলার মাঝে
মামুজী নির্খি চায়
সোনার মামুজী দেখে
ভাগ্নীর জামাই আয় রে
গইন··· ··· ··· ···।

গইন জংগলার মাঝে
হুপাজী[১৫] নিরখি চায়
সোনার হুপাজী দেখে
ভাইজীর জামাই আয় রে
গইন··· ··· ··· ···

গইন জংগলার মাঝে
মউয়াজী[১৬] নির্খি চায়
সোনার মউয়াজী দেখে
ভইন্জীর[১৭] জামাই আয় রে
গইন··· ··· ··· ···।

গইন জংগলার মাঝে
ঠাকুভাই নির্খি চায়
সোনার ঠাকুভাই দেখে
ভইনের জামাই আয় রে
গইন··· ··· ··· ···।

২৭

গুয়া খায়া খায়া গো ময়না,
পিচকি ফেলায় বেড়ায়
এলায়[১৮] আচিল[১৯] আচিল গো ময়না,
দয়ার ভাবীর কোলায়।
কোন বা চোরায় চুরি কল্লে ময়নাক,
গালার বা কবোচ দিয়া।

ভাতো খায়া খায়া গো ময়নায়
ছুয়া[20] পানি ফেলায় ছুয়া ছালাত[21]
এলায় আছিল, আছিল গো ময়না
দয়ার চাচীর কোলায়,
কোন বা চোরায় চুরি কল্লে ময়নাক
পেন্দনের[22] শাড়ী দিয়া।।

২৮

চল চল বাপঅনা[23] ভাইঅ
চল শ্বশুরের দেশে
চল চল পাড়া না পড়শী ভাইঅ
চল শ্বশুরের দেশে।

চল চল গাইয়ানা[24] ভুইয়া ভাইঅ
চল শ্বশুরের দেশে,
ঘরেত্‌তুন[25] না বারুইয়া[26] সাধু রে
কাইট্‌ল বাঁশের বাঁশী।
বাঁশীত টান মারি না সাধুরে
গেল শ্বশুরের দেশে,
শ্বশুরের দেশে গিয়া না সাধুরে
লাল গুলি মারিল নীল গুলি মারিল।

শ্বশুরের দেশে গিয়া না সাধুরে
বাঁশীত টান মারিল,
শ্বশুরের দেশে গিয়া না সাধুরে
ঐ যে আগ বেড়ানী পাইল।
আগ বেড়ানী পাইয়া সাধুরে
ঐ যে চিনির সরবত খাইল।
চিনির সরবত খায়া না সাধুরে
ঐ জান ঘরে আনা গেল।
ঘরেঅনা গিয়া সাধুরে
বিয়ার এজিন লইল।

ঘরেতেনা গিয়ারে সাধুরে
কাল ঘুমে ধরিল।
ঘুমেতেনা উইটারে দেহেরে সাধু
ঐ যান বাঁশী চুরি অইছে।
চল চল চল আইঅ
চল আপন দেশে।

আইজ নাকি কইরয়াম বিয়া
ঐ বাঁশী চন্নির ঝি।
চল চল পাড়া না পড়শী
চল আপন দেশে।
আইজ নাকি কইরয়াম বিয়া
ঐ বাঁশী চন্নির ঝি।
চল চল গাইয়ানা ভূইয়া ভাইঅ
চল আপন দেশে।

আইজ নাকি কইরয়াম বিয়া
ঐ যাইন বাঁশীর চন্নির ঝি
কিনা বাঁশী না বাঁশী হেরাইছ[২৭] জামাই
দিব সোনার বাঁশী।

২৯

বড় নাগ রান্ধুনি
ছোড নাগ বারুনি
রাইন্তে রাইন্তে কইন্যার
শরীল অইল মইলা নারে।

তোরে নাকি বইল্যাম—চেতুরি ধুপনী
খাচারি[২৮] দাওগ[২৯] আঁর[৩০] পাড়ের শাড়ী নারে
খাচারি দাওগ আঁর হেইনা শাড়ী
হেইনা শাড়ী আচারি

হেইনা শাড়ী খাচারি
তোরে নাকি বইলাম চেতুরি ধ্রুপদ্নী
হিজাই[31] দাওগ আঁর আরস[32] হাডের শাড়ী না
মায় দিল হাতিল[33]
বাহে দিল হারি[34]
ভাউজ দিল চন্দন কাডের লাড়কি[35]
হেইনা কাপড় আচারি
হেইনা কাপড় খাচারি
বৈদ দিল সাতালি[36] পর্বতে।

চাডি[37] গাইয়া লোকে
ভাডি[38] বাই যাইতে
আর নজর হইল্য হেইনা শাড়ীর অন্চল না
আর দিষ্ট হইল্য হেইনা শাড়ীর উপরে না।
শাড়ীখানির এইরূপ
ন যানি[39] কইন্যার কত রূপ
আরে কেননে[40] দেখুম আঁই
বিবি কেমন জননা।
মাছি অই যাইয়্যাম
মশা অই দইড়য়্যাম[41]
ত দেখুম কইন্যার ছুরত নারে।

৩০

বাড়ীর কাছে নাপিত্তা পোলারে
ভালা করি কামাই অ
আঁর ভাইয়ের মুখ নারে।
আঁর ভাইধন চলি যাইব
উত্তরে শ্যামলার দেশে নারে।
পাত্রী দেই বই রইল
শ্যামলার দেশে নারে।
বাড়ীর ধার সোনাইর‍্যা পোলারে
ভালা করি বানাই অ

আঁর ভাইয়ের নাকফুল নারে
আঁর ভাইধন যাইব
উত্তর শ্যামলার দেশে নারে
পাত্রী দেই বই রইল
শ্যামলার দেশে নারে।

৩১

যায় না যায় রে
ধোপার ধোপানী রে,
যায় ধোপানী–
তেইতোলের ডারার বাতাত[৪২]।

তেইতোলের ডারার বাতাত রে
এ খারো[৪৩] কুড়াইলোরে[৪৪]–
খার কুড়িয়া পায়া গ্যালো ওড়[৪৫]।।
ছোট না মিয়া রে
বড়ো না মিয়া রে
মাইজলা মিয়ার বিয়ার নগ্ গোন।
নাই হামার পাইলা রে,
নাই হামার হাড়ী রে,
কাত্[৪৬] ধুইম মুই[৪৭] মিয়ার অনচোল[৪৮]।।

যায় না যায় রে
নিতাই ধোপানী রে
কুমারের বাড়ী
তোমাকো বুলিয়া রে
কুমার মোর ভাইয়া রে
হামাকে দেও নান্দিয়া[৪৯] বানেয়া।।

নান্দিয়া না নিয়া রে
আইলো ধোপানী রে
বাড়ীতে না গিয়া[৫০]।
বাড়ীত আসি ভাবে রে,

মোঁনে আরো মোঁনে রেঁ,
নাই হামার পাটো রে
নাই হামার পীড়া[৫১] রে,
কাত্‌ ধুইম মুই মিয়ার অন্‌চোল।

যায় না যায় রে
ধোপার ধোপানী রে
মিস্‌তিরির বাড়ী,
হামাকে দেও পীড়া বানেয়া[৫২]।।

ছোট না মিয়া রে
বড় না মিয়া রে;
মাইজলা মিয়ার বিয়ার নগ্‌গোন।

আইসে না আইসে রে
ধোপার ধোপানী রে
বাড়ীত না গিয়া।।

যায় না যায় রে
ধোপার ধোপানী রে
কাপোড় ধুবার যায় ধোপানী
তেইতোলের বাতাত্‌[৫৩]।।

কাপোড় ধুইয়ারে
ধোপার ধোপানী রে
ভাবে মোনে মোনে।

মাটিত নাড়ি দিলে রে
মাটি ভরিবে রে,
চালোত্‌[৫৪] দিলে গুন্দুরা[৫৫] ভরিবে।

হাতিরো দাঁতে রে
মইশেরো শিংগে রে
নাড়িয়া দ্যাঁও মুই মিয়ার অন্‌চোল।।

৩২

রাস্তা ছাড়ো পংহ[৫৬] ছাড়ো মউর[৫৭] বিয়া করতে যাই,
বিয়া কইর‍্‌রা আসবার কালে গো মউর
বুইনেরে করমু দান।

ধলা[৫৮] গাছে কালা বাইগুন গো মউর
ঝুমকা ঝুমকা পড়ে,
রাস্তা ছাড়ো পংহ ছাড়ো মউর বিয়া করতে যাই,
বিয়া কইর‍্‌রা আসবার কালে গো মউর
মায়রে করমু দান।।

ধলা[৫৮] গাছে কালা বাইগুন গো মউর
ঝুমকা ঝুমকা পড়ে,
বিয়া কইর‍্‌রা আসবার কালে গো মউর
খালারে করমু দান,
রাস্তা ছাড়ো পংহ ছাড়ো মউর বিয়া করতে যাই।।

ধলা গাছে কালা বাইগুন গো মউর
ঝুমকা ঝুমকা পড়ে,
বিয়া কইর‍্‌রা আসবার কালে গো মউর
ফুফুরে করমু দান,
রাস্তা ছাড়ো পংহ ছাড়ো মউর বিয়া করতে যাই।।

৩৩

লও লও ছাবাল গো কন্যা
তোমার বিয়ার নিগম গো,
লও লও ছাবাল কন্যা গো।

নাই নাই বাপ ভাই
নাই আমার সোদর ভাই,
কে লইব আমার নিগম গো
লও… … … …।

অতকান[৫৯] শিয়ান অইলাম
আশি´ পশি´ লইয়া
কে লইব আমার মিগম গো
লও... ... ... ।

লও লও ছাবাল গো কন্যা
তোমার বিয়ার কাবিন গো,
লও লও ছাবাল গো কন্যা গো।
নাই নাই বাপ ভাই
নাই আমার সোদর ভাই,
কে লইব আমার কাবিন গো
লও... ... ... ।

কর কর গো কন্যা
তোমার বিয়ার অজু
তোমার বিয়া অইয়া
যাইবো আজ গো
ছাবাল কন্যা গো।

কে করাইবো গোছল গো
কে করাইবো অজু গো
নাই আমার বাপ মাই গো।

উঠ উঠ ছাবাল কন্যা
মাওফাত[৬০] উঠি যও,
আসি[৬১] মুখে আমার সাথে
কথা কানাইন্[৬২] কও গো
ওগো ছাবাল কন্যা গো।

নাই আমার মাইগো চাচী
কে মাওফাত্ তুলিতো,
নাই আমার মাই চাচী
গলাত ধরি কান্দিতো গো

৩৪

শ্যামপুরের চিকন শুপারী রে
হাওয়াসেরো বানাইছে পান-কি
বাতাসেরো বানাইছে পান
শিরি ছিনহ্যার খিলি বানাইছে বে,
রুনু খাইবেরে পান ॥

হাওয়াসেরো বানাইছে পান
বাতাসেরো বানাইছে পান
রুনু বহুনু[৬৩] গোঁসা কৈর‍্যাছেরে
শিরিকে চাহে দান ।।

হাওয়াসেরো বানাইছে পান
বাতাসেরো বানাইছে পান।
কুনবা গোলামের[৬৪] ছোঁড়া
আমাকে চাহেরে দান ॥

৩৫

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কিনা গড় গড়রে
জল্দী গড়ো
ঝিয়াইর আংটি না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কিনা গড় গড়রে
জলদি গড়ো
ঝিয়াইর গলার আ-র-নারে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কিনা গড় গড়রে
জল্দি গড়ো
ঝিয়াইর নাকর[৬৫] 'বেশর' নারে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কি না গড় গড়রে
জলদি গড়ো
নাকের নাকফুল নারে।

সোনার গাইয়া বানিয়া রে
কি না গড় গড়রে
জলদি গড়ো
কানের লুলক[৬৬] নারে।

সোনার গাইয়া বানিয়া রে
কিনা গড় গড়রে
জল্‌দি গড়ো
কানের ঝমকা[৬৭] না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কিবা গড় গড়রে
জল্‌দি গড়ো
কানের 'খুটিয়ালা[৬৮] না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কি না গড়া গড়রে
জল্‌দি গড়ো
কানের 'খিলা[৬৯]' না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কি বা গড় গড়রে
জল্‌দি গড়ো
পাওয়ের 'খাড়ুয়া'[৭০] না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
কিবা গড় গড়রে
জল্‌দি গড়ো
'পাওজের'[৭১] না-রে।

সোনার গাইয়া বানিয়ারে
জলদি গড় গড়রে
ঝিয়াই লগে
জেবা দিতাম না-রে।

৩৬

সোনার গাউ চৌবন্দরে
শিশের সিন্দুর বিকায় রে
খেউরি করিতে নাপিত আইসাছে না রে।

ভালা করি নউক খুটে
বিশ আংগুল বাছিয়া
মুখ খানি কামাইয়া করো
পুনিমায়ের চান রে
খেউরি... ... ...।

মাথার চুল ছাটিয়া করো
উলুছানির চালু
দশে দেখিয়া কউকা
বেশ ভালু ভালু রে
খেউরি... ... ...।

ভালা করি খেউরি কইলে
মায়ে দিবা কড়ি,
নাটা অইলে ভাউজ আসি
দিবা হুরনির বাড়ি রে
খেউরি... ... ...।

ভালা করি খেউরি কইলে
চাচী দিবা সিধা,
নাটা কইলে খালি আথে
চাচায় দিবা বিদা রে
খেউরি ·· ... ...।

ভালা করি খেউরি কইলে
মামীয়ে দিবা ধুতি
নাটা কইলে 'নানী'
কানো দিবা 'মুতি' রে
খেউরি... ... ...।

ভালা করি খেউরি কইলে
'বউনা'য় দিবা লাঠি
নাটা করিতে দাদীয়ে
মুতি ভর্‌বা বাটি রে
খেউরি .. ..।

৩৭

হাজিগঞ্জের মাঝি রে
ঐ না গঞ্জের বৈডা রে,[৭২]
আর বাওরে নৌকা
শীতল ঠান্ডা জলে না রে।

সেই না নৌকায় যাইব রে
কৈন্যার মায়ের আন্দরে,[৭৩]
আর বান্ধরে নৌকা
কেয়াফুলের ডালে না রে।

কেয়াফুলের রেনু রে,
ঝাইড়্যা ঝাইড়্যা পড়ে রে।
পড়ুক পড়ুক রেণু
নয়া দুলার গায়ে না রে।
(এই রূপে চাচী, জেঠী ও দাদী প্রভৃতি)

১। বাইরে থেকে এসে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবার পথকে ঝোপ বলা হয়েছে ২। উঁকি মেরে দেখে ৩। তোমাদের ৪। খুলে পড়লো ৫। দরজা ঘিরে ৬। মহিলার নাম ৭। মহিলার নাম ৮। বেয়ে ৯। নওশা ১০। ঘোড়ার বিশেষ ধরণের দৌড় ১১। ভালোবাসি ১২। বিক্রি ১৩। বাতাস করে ১৪। গহীন ১৫। ফুফুর স্বামী ১৬। মাসীর স্বামী ১৭। বোনের মেয়ে ১৮। এখন ১৯। ছিল ২০। এঁটো পানি ২১। নোংরা স্থান ২২। পরিধানের ২৩। পিতা-ভ্রাতা ২৪। গ্রামের ২৫। ঘর থেকে ২৬। বের হয়ে ২৭। হারিয়েছো ২৮। পরিস্কার করা ২৯। আমার ৩০। পাটের শাড়ি ৩১। সিদ্ধ করে ৩২। আরস হাটের শাড়ি ৩৩। পাতিল ৩৪। হাড়ি ৩৫। কাঠ ৩৬। সাতালী পর্বত ৩৭। চট্টগ্রামের লোক ৩৮। ভাটির দিকে যেতে ৩৯। না জানি ৪০। কেমন করে ৪১। দৌড়াব ৪২। তেতুলের ডারার ধারে ৪৩। কলার বাকল পোড়ানো ছাই এর সঙ্গে পানি মিশ্রিত সাবান জাতীয় এক প্রকার পদার্থ যা দিয়ে গ্রামে ময়লা কাপড় পরিস্কার করা হয় ৪৪। কুড়িয়ে পেল ৪৫। সন্ধান ৪৬। কিসে পরিস্কার করব ৪৭। আমি ৪৮। আচোঁল অর্থাৎ কাপড় ৪৯। মাটির পাতিল ৫০। বাড়ীর উদ্দেশ্যে ৫১। কাপড় পরিস্কার করার জন্য বড় একখণ্ড কাঠ ৫২। তৈরী করে ৫৩। তেঁতুল গাছের নীচে নদীর ঘাট ৫৪। ঘরের ওপরে খড়ের চাল ৫৫। খড়ের গুড়া ৫৬। পথ ৫৭। ময়ূর ৫৮। সাদা ৫৯। এতবড় হলাম ৬০। পাল্কী জাতীয় বাহন ৬১। হাসি মুখে ৬২। কথাটুকু ৬৩। দুলাভাই ৬৪। গালি বিশেষ ৬৫। নাকের ৬৬। এক প্রকার গয়না ৬৭। ঝুমকা ৬৮। কানের এক প্রকার অলংকার ৬৯। কানের এক প্রকার অলংকার ৭০। পায়ের এক প্রকার অলংকার ৭১। পায়ের মল জাতীয় অলংকার ৭২। বৈঠা ৭৩। অন্দরে।

নাট্যগীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৭ নং 'নাট্য-গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ৪১ নং 'নাট্যগীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ৪৬ নং 'নাট্যগীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী জেলা থেকে ৪৫ নং 'নাট্যগীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

৩৮

আল্লা আয়মোন ডিগিত্
ছায়মোনা টাংগাইচে বা কে।

তারে তলোত আইলো
ন্রুল্লা[1] জামাই,
তারে তলোত্ আইলো
বতিসা[2] জামাই।

শউড়ি বেটি দ্যাকে
ভাংগা টাটি[3] ভাংগিয়া বা কে।

ওনা দামাদ মোর
ন্রুল্লা হইচে,
ওনা দামাদ মোর
বতিসা হইচে।

না দেমোঁ না দেমোঁ বেটিক
ওনা দামান্দোক সপিয়া।

তক্তের[4] কইনা বক্তে মাল্লে
চড়ও বা কে।

পাইচনোঁ[5] পাঁইচনো আল্লা
কপালের জোরে বা কে
হারাইনোঁ হারাইনোঁ আল্লা
জনোনী মাওয়ের দোষে বা কে।

যায় যায় যায় দামাদ
ঘোড়ায় সোওয়ার হইয়া বা কে।
হাচেন হোচেন দোন
তাই বা কে।

আল্লা আয়মোন ডিপিত্
ছায়মোনা টাংগাইচে বা কে।
ঘোড়ার নাগাম ধরে
টানিয়া বা কে।

আল্লা ওনা বওনাইক দেমোঁ
নিজা বইনোক সপিয়া বা কে।

আইসে নদুরদুলা
ঢাল পাগড়ী সোয়ারে বা কে।
বইসে নদুরদুলা
সমোনদি আলোম তলে বা কে।
আল্লা আয়মন ডিগিত্
ছায়মোনা টাংগাইচে বা কে॥

৩৯

কোরান পড়ে চাঁদ
চইত্রাতে[৬] বসিয়া রে।
ও মোর চাঁদরে। (২)

কোরান পইড়তে চাঁদ
বিয়ার[৭] উদ্দিশ হইচে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

কোরান কেতাব চাঁদ
ফুল চাংগোতে[৮] থুইচে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

দোয়াত আর কলোম চাঁদ
ফালেয়া[৯] ডালা দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যায়ে না যায় রে চাঁদ
মাও জনোনীর আগে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

তোমাক্ বলি রে
জনোনী না মাও রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

কনোনা[১০] কনো মাও
বিয়া নাহি হামার হইচে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

তোমার বিয়া হবার বাওয়া
হইলো বার বছর রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেই ও না বউয়ের নাম
সুরজাভানু রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হামরা[১১] না যাবার চাই মা
সুরুজার তাল্লাশোত্ রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

অইনা যে সুরুজা বাওয়া
হইচে পরোভাবী[১২] রে।
ও মোর চাঁদ রে। (২)

এ্যাক বিয়ার বদোল বাওয়া
দেইম[১৩] পাঁচখ্যান বিয়া রে,
ও মোর চাঁদ রে।

সুরুজার তাল্লাশোত্ গেইলে বাওয়া
না আসিবু[১৪] ফিরিয়া রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হা ধনিয়ার ধন বাবা তুই
নিধনিয়ার[১৫] পুত রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ঘাটাতে আচে বাওয়া
ঢেঁকির নাহান সাপোরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেই না সাপে বাওয়া
খায়ায়[১৬] ফেলাইবে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সাপকে দেমো মাও
দন্দের ঘটি আউগিয়ায়[১৭] রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

দন্দের ঘটি খায়া মাও
ঘাটা ছাড়িয়া দিবেরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো না আচে বাওয়া
ডাকাইতের ভয় রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেই না ডাকাইতে বাওয়া
মারিয়ায়[১৮] ফ্যালাইবে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ডাকাইতের সাতে মা
দোস্ত পাতামো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ত্যাও[১৯] না যামো মাও
সন্দর্জার তাল্লাশে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

এ্যাক চউকে[২০] আদে মাও
আর এক চউকে দ্যাখে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

খোপের কইতোর মাও
ঘিউওতে ভাজিলোরে,
ও মোর চাঁদ রে।

পঞ্চ গাইয়ের দুদ মাও
খিরিসা[21] পাকাইলো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আইসো[22] না আইসো বাওয়া
খাও বা ভোকের[23] ভাতোরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

খাও না খাও না বাওয়া
টিয়াসের পানি রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

খায়া[24] না দায় চাঁদ
পায়া গ্যালো ওর রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

মায়ে না যায়ে চাঁদ
দক্কিন দুয়ারী ঘরে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

দুই নউকে[25] পারে চাঁদ
নাকের টেপারী[26] রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ন্যায়ে না ন্যায়ে চাঁদ
উপা[27] বান্দা ছড়িরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো না ন্যায়ে চাঁদ
মণিরাজ পাগুড়ি রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো না ন্যায়ে চাঁদ
ম্যাঘ উড়ানী ছাতিরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো না ন্যায়ে চাঁদ
তসোরেরো ধুতি রে
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো না ন্যায়ে চাঁদ
বানাতিয়া[২৮] জুতা রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ঘোড়া সাজেয়া চাঁদ
ঘোড়া মারিয়া দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সইত্যের ঘোড়া হব্ তুই
সইত্য ঘাটাত্ চড়ব্ তুই
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যাইতে না যাইতে চাঁদ
সাপের নাগাইল পাইলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

জনোনী মায়ের কতারে
না আকিন্[২৯] মোনে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সাপোক দিলে চাঁদ
দুদের ঘটি আউগিয়া রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

দুদের ঘটি খায়া সাপে
ঘাটা ছাড়িয়া দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যাইতে না যাইতে বাগে
ঘাটা ছাড়িয়া দিলে রে
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যাইতে না যাইতে চাঁদ
ডাকাইতের নাগাল পাইলে রে
ও মোর চাঁদ রে। (২)

জনোনী মার কতারে
না আকিন্ মোনে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ছালামালেক দিয়া চাঁদ
দোস্ত বুলি ডাকায় রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

অনেক দিনের দোস্ত
সাক্কাতে[৩০] পাইনো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যাইতে না যাইতে চাঁদ
হালুয়ার[৩১] নাগাইল পাইলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

তোমাকে বুলিয়া রে
হালুয়া না ভাইয়া রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হালো না বইতে রে
সোনার পেন্টি[৩২] টোপা দেমো রে,
ও মোর চাঁদ রে। ( )

হামাকে[৩৩] দ্যাকে দেওরে
শালমারা আজার বাড়ীরে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যেওনা বাড়ীত্ চাঁদ
জোড়া ডাবের গাচ রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেইও না বাড়ী রে
শালমারা আজার হয়ও রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

যাইতে না যাইতে চাঁদ
জালুয়ার[৩৪] নাগাল পাইলে রে
ও মোর চাঁদ রে। (২)

তোমাকে দেমো রে
সোনার জাল দড়ি রে,
ও মোর চাঁদ রে।

হামাকে দ্যাকে দেও রে
শালমারা[৩৫] আজার বাড়ি রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

বেওনা[৩৬] বাড়ীত্
জোড়া ডিগি আচে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেই না বাড়ী রে
শাল মারা আজার হয় রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ঘোড়া না যায়া উঠিল রে
শালমারা আজার ডিগিত্ রে,
ও মোর চাঁদ রে ।

চাঁদোকে দ্যাখিয়া সুরুজা
পলেয়া[৩৭] আইল রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

বাড়ীতে না যারা চাঁদ
ঘোড়া হাতে নামে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ছালোমালেক দিয়া চাঁদ
চেয়ারে বসিচে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আইজকার আঁদোন ভাবী
হামাক ছাড়িয়া দ্যানো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হামার নন্‌দিয়া সুরুজা
অনেকদিনে আইল্‌চে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেওনা নন্‌দিয়াক সুরুজা
হামরা আঁদিয়া খোঁয়ামো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সুরুজা জেদো রে
সবার[৩৮] না পাইল রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

খোপেরে কইতোর সুরুজা
ত্যালোতে ভাজিল রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সেই[৩৯] ধানের চাউলে সুরুজা
ভাত পাক করিল রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

পণ্ড গাইয়ের দুদ সুরুজা
খিরিসা পাকাইলো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ডাকানো[40] ডাকানো ভাবী
তোমার নন্‌দিয়াক্‌ খাবার রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

এ্যাক গাস[41] মাকিয়া চাঁদ
বিলাইক ফ্যালেয়া দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

বিলাই না খায়া রে
বিলাই মরিয়া গ্যালো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আর এ্যাক গাস মাকিয়া চাঁদ
কাউয়াক্‌ ফ্যালেয়া দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

কাউয়ায় না খায়া রে
কাউয়া মরিয়া গ্যালো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হাত মুক ধুইয়া চাঁদ
উটিয়া খাড়া হইলো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

জনোনী মার কতারে
না আকিনু মোনে রে.
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হ্যামাক দ্যাও ভাবী
সুরুজাকো সাতে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

হামরাও না আলচি ভাবী
সুরুজাকে নিবার রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সাজে[৪২] না পারে ভাবী
দিলে সুরুজাক্ সাতে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

ঘোড়ার ওপোর তুলিয়া চাঁদ
ঘোড়া মারিয়া দিলে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আন্দা[৪৩] ঘাটাত্ যায়া চাঁদ
ব্যাতের ছড়ি মারে রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

কওনা কও সুরুজা
কারপর ক্যামোন দয়া রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

দয়াতো নাগে সাদ্
ভাই আরও বইনোক রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো দয়া নাগে সাদ্
শ্বশুর আরো শউড়িক রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

আরো দয়া নাগে সাদ,
বিনি পইসায় যাই[৪৪] দ্যায় গুয়া পানো রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

সগলেরে না চায়া[৪৫] দয়া নাগে সাদ,
বিয়াস্তা[৪৬] সোয়ামীক্ রে,
ও মোর চাঁদ রে। (২)

৪০

চারি ঘাটে আজার
চারি নিশান টাঙায়,
তারে তলোত্ আজায়
এ বশিশ ফ্যালায়
তারে তলোত্ আইলো
সোন্দোরী নটির ছাওয়া ॥

আজাক কয়, আজা
খাও বাটার পান,
আজাক কয়, আজা
খাও হামার গুয়া
না খাই নটি তোমার গামচার গুয়া,
না খাই নটি তোমার বাটার পান ॥

বাড়ীত্ আচে
ম্যাগাইয়া[৪৭] সোন্দোরী
দেও দেও আজা
ওনা ম্যাগাইয়াক বোনোবাস
কিনা দোষে নটি
ম্যাগাইয়াক দেমোঁ বনোবাস ?

ভাতোত্ দ্যান
জোড় বা জোড় ক্যাশো

পানিত্ দ্যান
জোড় বা জোড় বা কুটা,
দুদোদ দ্যান,
জোড় বা জোড় বা আটাইল[৪৮]।

এই না দোষে
ম্যাগাইয়াক দ্যান বা বোনোবাসে,
অরোন বোনোবাসে ।।

যায় ম্যাগাই পোজাগণের বাড়ীত্
আইজ হাতে তোমাক
কাঁই[৪৯] বা কইরবে খাতির।

আজায় দ্যায় হামাক
বোনোবাসে
অরোন বোনোবাসে।।

যায় ম্যাগাই গরুর গইলোত্
আইজ হাতে কেটা[৫০]
দিবে গইলোত্ ধুমা।

যায় ম্যাগাই
ধানের গোলা ঘরোত্
আইজ হাতে নক্কি[৫১]
কাঁই আর দিবে সলোক[৫২]।

৪১

ত্যালো[৫৩] খৈলো[৫৪] লিয়া[৫৫] হে লালচম্পা
শিয়্যানে[৫৬] বারহাইলো হে-না
শিয়্যানে বারহাইলো।

ছিরি নদীর কূলে হে ডোমন ভায়া
বুনাইটুকি মুনি হে-না
বুনাই টুকিমুনি।

তোমার টুকিমুনির দামো হে ডোমন ভায়া
কিবা[৫৭] কিবা হয়ো হে-না
কিবা কিবা হয়ো হে।

আমার টুকিমুনির দামো হে লালু চম্পা
তোমার সংগে শাদী হে-না
তোমার সংগে শাদী।

দৌড়া দৌড়ি যায় ওহে লালু চম্পা
বুঢ়া বাবার কাছে হে-না
বুঢ়া বাবার কাছে।

কিবা কাজ করো হে বুঢ়া বাবা
ঠাহরে[৫৮] বসিয়্যা হে-না
লিচিন্দে[৫৯] বসিয়্যা হে-না।

শিগ্গির কৈর‍্যা দাও হে বুঢ়া বাবা
সুয়া কুড়ি টাকা হে-না
সুয়া কুড়ি টাকা।

দৌড়া দৌড়ি যায় ওহে লালুচম্পা
কামার ভায়ার বাড়ী হে-না
কামার ভায়ার বাড়ী।

কিবা কাজ করো হে কামার ভায়া
ঠাহরে বসিয়্যা হে-না
লিচিন্দে বসিয়্যা হে-না।

শিগ্গির কৈরা দাও হে কামার ভায়া
লিল্ল্যা[৬০] পাখালের[৬১] ছোরা হে-না
লিল্ল্যা পাখালের ছোরা।

দৌড়া দৌড়ি যায় ওহে লাল্‌চম্পা
হাইল্যা ভাইয়্যার বাড়ী হে-না
হাইল্যা[৬২] ভাইয়্যার বাড়ী।

কিবা কাজ করো হে হাইল্যা ভাইয়্যা
ঠাহরে বসিয়্যা হে-না
লিচিন্দে বসিয়্যা হে-না।

শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও হে হাইল্যা ভাই
লিল্‌ল্যা জহরের লাড়ু হে-না
লিল্‌ল্যা জহরের লাড়ু।

দৌড়া দৌড়ি যায় ওহে লাল্‌চম্পা
কাহার[৬৩] ভায়্যার বাড়ী হে-না
কাহার ভায়্যার বাড়ী।

কিবা কাজ করো হে কাহার ভাইয়্যা
লিচিন্দে বসিয়্যা হে-না
ঠাহরে বসিয়্যা।

শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও হে কাহার ভাইয়্যা
ভেল্‌ভেট্‌ বান্ধা ডোলা হে-না
মখ্‌মল্‌ বান্ধা ডোলা।

আল্লার নামো লিয়্যা হে লাল্‌চম্পা
ডোলাতে চঢ়িল হে-না
ডোলাতে চঢ়িল।

আদ্ধেক ঘাঁটা যায়্যা হে লাল্‌চম্পা
মুখে দিলে লাড়ু হে-না
মুখে দিলে লাড়ু হে।

আরো রাস্তা যায়্যা হে লালুচম্পা
বুকে দিল্যা ছোরা হে-না
বুকে দিল্যা ছোরা।

চম্পা মা বাহির্য়্যা[৬৪] কহে
(হামার) চম্পার ডোলা আসে হে-না
চম্পার ডোলা আসে।

কতুই পানো খায়্যাছো হে লালুচম্পা
ডোলা বাহিয়্যা[৬৫] পড়ে হে-না
ডোলা বাহিয়্যা পড়ে।

ডোলার কাপড় তুল্যা হে চম্পার মা
কপালে মারে হাত হে-না
কপালে মারে হাত।

কতই দুক্খে পৈড়াছিল্যা লালুচম্পা
কৈহ্যা[৬৬] কেনে পাঠাওনি হে-না
ডাইক্যা কেনে পাঠাওনি।

৪২

বিয়ার আইতে [৬৭] ইচা
আম পাড়িয়া চাইচে
ইচামতি কইন্যা।

আম না খায়া ইচা
গোসা ভালা হইচে
ইচামতি কইন্যা।

ইচাকে বানেয়া দিচে
বাইশ মোন নোঁয়ার[৬৮] ঢেঁকি
ইচামতি কইন্যা।

বাইশ মোন নোঁয়ার ঢেঁকি ইচা
গড় গড়েয়া তোলে
ইচামতি কইন্যা।

ইচাকে বানেয়া দিলে
তেইশ মোন নোঁয়ার আইলেনী[৬৯]
ইচামতি কইন্যা।

তেইশ মোন নোঁয়ার আইলেনী ইচা
ঝপ ঝপেয়া তোলে
ইচামতি কইন্যা।

ইচাকে বানেয়া দিলে
বারো মোন নোঁয়ার ঝাটা
ইচামতি কইন্যা।

বারোমোন নোঁয়ার ঝাটা ইচা
সপ সপেয়া শামটে
ইচামতি কইন্যা।

ইচাকে বানেয়া দিলে
পাঁচ মোন নোঁয়ার কুলা
ইচামতি কইন্যা।

পাঁচ মোন নোঁয়ার কুলা ইচা
ঝপ ঝপেয়া ঝাড়ে
ইচামতি কইন্যা।

এয় পরীক্কা কন্নো[৭০] ইচা
না খোঁয়াইলেন পানে।[৭১]
ইচামতি কইন্যা।

ইচাকে আনিয়া দিলে
নোঁয়ার কালাই
ইচামতি কইন্যা।

সাতো হাজার কামেলা
ভংইয়োত[৭২] নামিয়া গেইচে
ইচামতি কইন্যা।

নোঁয়ার কালাইর ইচা
ডাইল বা আঁদিয়া[৭৩] নামাইল
ইচামতি কইন্যা।

সাতো হাজার কামেলা
বাড়ী বংলিয়া আইলো
ইচামতি কইন্যা।

এয় পরীক্কা দিনোঁ ইচা
না খোঁয়াইলেন পানোঁ
ইচামতি কইন্যা।

ডুলির সইরষা ইচা
খংলিত নাড়িয়া দিলো
ইচামতি কইন্যা।

দেওয়া[৭৪] না আইলো ইচা
মইমোংডলী[৭৫] হয়া
ইচামতি কইন্যা।

ইচা না বারেয়া আল্লা
জোড় হাতো বান্দিলো,
ইচামতি কইন্যা।

এয় পরীক্কা দিনোঁ ইচা
না খোঁয়াইলেন পানোঁ,
ইচামতি কইন্যা।

হোস্কান না হোসকান ইচা
আয়মন পাটের শাড়ী,
ইচামতি কইন্যা।

পেন্দ [৭৬] না পেন্দ ইচা
ধুলধুলি গুদুড়ি, [৭৭]
ইচামতি কইন্যা।

নেও না নেও ইচা
খেইল ছাগলের দড়ি
ইচামতি কইন্যা।

ছাগল না বান্দিয়া ইচা
শুতিয়া [৭৮] নিংদ গেইচে,
ইচামতি কইন্যা।

পালের পোধবান [৭৯] খাসি
কাই বা চুরি কল্লে,
ইচামতি কইন্যা।

সাদুর আগোত্ [৮০] হামরা
কিবা জওয়াব দেমোঁ,
ইচামতি কইন্যা।

হোস্কান না হোস্কান ইচা
ঝুলঝুলি,গুদুড়ি,
ইচামতি কইন্যা।

পেন্দ না পেন্দ ইচা
আয়মোন পাটের শাড়ী,
ইচামতি কইন্যা।

খাও না খাও সাদু
হামার হাতের পানোঁ,
ইচামতি কইন্যা।

৪৩

মুক [৮১] কোনা দ্যাকো বাওয়া
গুয়া [৮২] খাওয়া বাটা,
বাইর করো নকইক্ [৮৩] রে।।

বুক [৮৪] কোনা দ্যাকো বাওয়া
ঝাড়িয়া [৮৫] খাওয়া কুলা
বাইর করো নকইক্ রে ॥

নাক কোনা দ্যাকোঁ বাওয়া
আদার [৮৬] হাতের বাঁশি,
বাইর করো নকইক্ রে ॥

ঠেং দুকনা দ্যাঁকো বাওয়া
ন্যাম্প [৮৭] থোয়া গচা,
বাইর করো নকইক্ রে ॥

শিতানোত [৮৮] ঘোরে নাগোর
পইতানোঁত্ [৮৯] পড়ি থাকে,
বাইর করো নকইক্ রে ॥

শ্বশুর দ্যাশোত্ গেইচনোঁ
চুলি মালি পাইচ্নোঁ,
তাতে আছিল চিয়ারী [৯০] বোড়া !
বাইর করো নকইক্ রে-॥

ডাকাও বেহুলা
জনোনী মাও কে,
ডাকাও বেহুলা
কালানি [৯১] মাও কে,
বাইর করো নকইক্ রে ॥

কাঁহি বা তোর
মাও হয় ?
কাঁহি বা তোর
বাপ হয় ?
কাক [৯২] ডাকাঁও মুই
জনোনি মাও বুলিয়া রে,

কাক ডাকাও মুই :
কালানি মাও বুলিয়া রে,
বাইর করো নকইক্ রে ।।

উজান নগোরোত্ ঘর,
বাসু বানিয়া চাঁদ সদাগর,
মাওয়ের নাম মোর
সোনাই সোন্দোরী,
তাঁই হয় মোর কালানি মাও।
বাপের নাম মোর
চাঁদ সদাগর।
বাইর করো নকইক্ রে ।।

মার গালোত্
আচুল,
তাঁই হয় মোর
কালানি মাও
তাঁই হয় মোর
জনোনি মাও,
বাইর করো নকইক্ রে ।।

বাপের মাতাত্
মটুক চুল,
তাঁই হয় মোর
নিজা বাপ,
তাঁই হয় মোর
আপোন বাপ,
বাইর করো নকইক্ রে ।।

আচিল বিষ মোর
ঠেংগোতে, ১৩
উটিল বিষ মোর
মালাইতে১৪
বাইর করো নকইক্ রে ।।

ডাঁকাও বেহুলা
জনোনি মাও কে,
ডাকাও বেহুলা
কালানি মাও কে,
বাইর করো নকইক্ রে।।

আচিল বিষ মোর
মালাইতে,
উটিল বিষ মোর
কমরোতে,
আর তো জাহান মোর
বাঁচে না
বাইর করো নকইক্রে।।

ডাকাও বেহুলা,
জানোনি মাও কে,
ডাকাও বেহুলা
কালানি মাও কে।
বাইর করো নকইক্ রে।।

দিচলেন[১৫] মাই মোক
দিচলেন সেন্দুর,
শিষোতে তুলিয়া
বাইর করো নকইক্ রে।।

ফুবা শউড়ি
কাড়ি নিলে
ভোরের সোমে,
ন্যাও[১৬] এ্যালা নিত্তিত্ তুলিয়া,
বাইর করো নকইক্ রে।।

দিচলেন মাঁই মোক
দিচলেন সোনা,
শিষোতে তুলিয়া,
বাইর করো নকইক্ রে।।

ফুবা শউড়ি
        কাড়ি নিলে
ভোরের সোমে,
ন্যাও এ্যালা নিস্তিত্‌ তুলিয়া
বাইর করো নকইক্‌ রে ।।

আচিল বিষ মোর
        বুকোতে,
উটিল বিষ মোর
        চউকোতে,
বাইর করো নকইক্‌ রে ।।

ধাপ[৯৭] ধুপ করিয়া
        দিলে বালায়
জিউ ছাড়িয়া
বাইর করো নকইক্‌ রে ।।

ধড়পড় করিয়া
        দিলে বালায়
জিউ ছাডিয়া
বাইর করো নকইক্‌ রে ।।

নাকোতে হাত দ্যায়
        নিকাশে[৯৮] না নাইয়োঁরে,
বাচিয়া থাইক্‌তে কার হাতে
        দেমোঁ জাতি কুল ।।

বুকোতে হাত দ্যায়
        বালার
নিকাশে না নাইয়োঁরে,
বাঁচিয়া থাইক্‌তে কার হাতে
        দেমো জাতি কুল ।।

পদ্দার[৯৯] পাতাত্
শল্লের[১০০] পাতাত্
এ পুজা বসানু
বোল হরি বোল রাম রে ॥

কও কও গোদা ব্যাটা
তোর বাড়িত্
কি কি আচে ?
কও কও গোদা ব্যাটা
তোর ঘরোত্
কি কি আচে ?
বাড়িতে আচে
মাও মোর
তিন টকরই ধান ।

আরো আচে
মাও মোর
এ্যাকখ্যান শোলার মাচা,
আরো আচে
মাও মোর
বুড়া এ্যাকটা গরু ।
আরো আচে
মাও মোর মোর
গাজার[১০১] ধাপড়ি ।।

কও কও রে
গোদা ব্যাটা
তোর বাড়িত্ কি কি আচে ?
বাড়িত্ আচে মোর
বুড়া এ্যাকটা মাও ।
ব্যাড়াত যায়া
দিনা[১০২] গুড়ি
বারেয়া যাউক তোর
গোদার বুড়ি ॥

তিন টকরই ধান তোরি
ফইকরোক্[১০৩] বিলাই না,
বুড়া[১০৪] নুটরা গরু তোর
শইগনোক[১০৫] বিলাই না।।

বাড়িত্ যায়া শোলার মাচা তোর
ভাংগিয়া ফ্যালাই না,
বাড়িত্ যায়া গাঁজার ধাপড়ি
পুড়িয়া ফ্যালাই না।
যা যা রে গোদা
ব্যাটা তোর
গোদ ছিলিয়া আই না।।

গ্যালো রে গোদা ব্যাটা
ছুতারেরো বাড়ি,
ছুতারের চায়া
ছুতান্নি বড় ঠ্যাঠা[১০৬]।
ভালো বাইশ বাটাল থুইয়া
ভোত্রা[১০৭] আনি দিলে,
গোদোম[১০৮] খোদোম কইরতে
বেহুলা ছাড়ি গেইচে।।

৪৪

মোক মারিলু
হাংগোড়[১০৯] বান্দিয়া রে,
কল্মোক মাল্লু
জোড় হাংগোড় বান্দিয়া রে।।

কলোম বারাইল
ব্যাড়ার ভাংগা দিয়া,
ঝাঁপ দিয়া পাড়ে কলোম
পাইকোড়ের[১১০] পাত,
কানি[১১১] নউকে
এ ন্যাকোন[১১২] ন্যাকে।।

সইত্যের[১১৩] কাগা হব, তুই,
সইত্যের কতা শুনব, তুই,
ঠোঁঠ বানাইম তোর
 সোনার পাইন দিয়া।।

ওট[১১৪] বাঁদিম
 উপার পাইন দিয়া
তাগিদ করি মোর চিঠি
 নিয়া যাব, মোর বাবার বাড়িত্।।

যকোন বাবা
 ভরা কাচারীত্ বইসে,
তকোন চিটি
 না দ্যান বাওয়ার[১১৫] আগে
তকোন দিলে
 শরোমে মরিয়া যাইবে।।

যকোন বাওয়া গোচোল করে
তকোন চিটি
 না দ্যান বাওয়ার আগে
তকোন দিলে
 দরিয়াত্ ডুবি মইরবে।।

যকোন বাওয়া
 ভাত খাওয়ার ধরে,
সেই সোমে চিটি
 না দ্যান বাওয়ার আগে
তকোন দিলে
 ভাত গালাত্[১১৬] নাইগবে।।

যকোন বাওয়া
 পালোংগে[১১৭] দিবে গউড়
তকোন দ্যান চিটি বাওয়ার আগে
তকোন দিলে চিটি
 দেইক্পে পড়িয়া শুনিয়া।।

ঘর শুন্দায়[118] মোর
এ্যাকনা[119] কলোম[120] বেটি
তার কপালে মোর এ্যাত্ দুক্ক[121] হইচে॥

ডাক দ্যায় মোর
উজীর নাজীর চাকোরোক
সকাল করিয়া হাত্তি সাজোন করো
সকাল করিরা ঘোড়া সাজোন করো
সকাল করিয়া আবদাল্লী সাজোন করো॥

কলোমের বাপ আইসে
সর সর মার মার করিরা,
আবদাল্লী দ্যাকিয়া কলোমের ভাসুর
পলায় আগবাড়ী দিয়া।
শ্বশুর পলায় পাচ বাড়ি দিয়া,
শাউড়ি পলায় শুলি[122] দিয়া
কলোম পলায় বিচনার খ্যাড়ের নীচে।
সেত্তেই হাতে বাইর করি
কলোমোক হাত্তিত তুলি নিলো॥

৪৫

রাস্তা দি যাইতে, অকিরে পন্হে[123] দি যাইতে
রাস্তায় পাইল সুবর্ণের কলসী
পন্হে পাইল সুবর্ণের কলসী॥

কি নাম তোঁয়ার বাপের ?
অকিরে কি নাম তোঁয়ার মায়ের ?
আঁর বাবার নাম চিনিপতি রে
মার নাম পানপতি রে।
আর নাম রাইখছে
আঁর লেহইয়া[124] পড়ুইয়া পণ্ডিত॥

অকিরে কোন ডাইন তোঁয়ার বাড়ি
অকিরে কোন ডাইন তোঁয়ার রাজার রাজ্য রে
তুমি যদি পড়ুইয়া পণ্ডিত হইতা রে
তোঁয়ার আতে থাইক্ত দোয়াইত
আর কলম রে॥

তুমি যদি পড়ুইয়া পণ্ডিত হইতা রে
তোঁয়ার আতে থাইক্ত কোরান আর কিতাব।
অরে আছিল্ কিগ দোয়াত কলম
ভিজি গেছে পোবনের বাতাসে
আছিল্ কিগ কোরান কিতাব
উড়াই নিছে দইনের [১২৫] লিলুয়া বাতাসে
ঢাকায় আঁর বাড়ি
অকিগ হেনী যাই পড়ি আঁইগ।

৪৬

শ্বশুর বাড়ি যাইতে দামান্
পন্হে পাইলা পোনা রে
আজব রশিলার পোনা রে। ধুয়া

নয়া নবীন দামান্ রে
ঘুড়িয়া দৌড়াইয়া রে
শ্বশুরালে অইলা রওয়ানা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

আধা পথো যাইতে রে
নজরে পড়িলা রে
পথোর ধারো খালোর মাঝারে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনা বাইশ্ দেখিয়া রে
দামান্দর লালচ্ রে
পইলো গিয়া পোনার উপরে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ঘুড়িয়াতো লামিয়া রে
খেড়ুল ঝিয়াই জামাই রে
পোনা মারবার পরামিশো করে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

জানে নাই দড়া রে
চাইন না এচু রে
কি দিয়া ধরিতাম পোনারে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্দী পোষাগে রে
পথোর ধারোর বাড়িত রে
খুজাত [126] গেলে বড়ো শরম অইবো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মনো [127] ধুনাফানা রে
দামান্দে করিয়া রে
ডাট্রা অইয়া পোনার ভায় চায় রে
আজব রশিলার পোনা রে।

একবার আউগায় রে
একবার পিছুয়ায় রে
দামান্ মহা ভাবনা করে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনা থইয়া যাইতে রে
মন না আউগায় রে
ধরবার [128] বাউগও করিতে না পারে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ধুনিয়া ফানিয়া রে
ছল্লা [129] ঠিক্ করিলো রে
চান্দর দিয়া ধরিলাইতা [130] পোনা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এই না কথা ধুনিরে [131]
কান্দোর [132] চান্দর রে
আধা কানদি কোচ বানাইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

কান্দোর চান্দর দিয়া রে
পেলৈন বানাইয়া রে
লামৈন দামান্ পোনা ধরিবারে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

একোই না খেও রে
পোনানা তুলিয়া রে
বেরাইলা কাশার রুমালে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ধীরে না ভরে রে
দামান্ চলিলা রে
পোনার গাইট্ আথে না লইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ধীরে না ভরে রে
শ্বশুর বাড়ির পন্থে রে
চলি দামান্ ধুনৈন্ মনে মনে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

নয়া না দামানে রে
পোনা না নিয়া রে
কিলা [১৩৩] দিতাম কার না আথে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

অতা না সস্পন রে—
দামানে করিয়া রে
শ্বশুর বাড়ি পাছিলা যাইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

শ্বওর বাড়ি গিয়া রে
শশুড়ীরে [১৩৪] ছামনে রে
পাইলা দামান্ বড় পুকিরির [১৩৫] ঘাটো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

খাটো না থাকিয়ারে
দামান্দোর হড়িয়ে রে
গাইট্ দেখি দামান্ রে জিকাইলারে [১৩৬]
আজব রশিলার পোনা রে।

খেড়্ল না ঝিয়াই রে
বিয়া না দিয়া রে
পাইছি দেখো সোনা না দামান্ রে
আজব রশিলার পোনা রে।

সেই না সোনা দামান্ রে
আজিকু[১৩৭] আইলায় রে
গাঠিত্ করি কি ধন আনিলায় রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়িয়ে জিকাইতে রে
খেড়্ল ঝিয়াইর জামাই রে
গাইট্ কিনি হড়ির আথো দিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনার বিতান্তর[১৩৮] রে
হড়িরে কইলা রে
কি শেষানে[১৩৯] পোনা না আনিলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়িয়ে দেখিয়া রে
মনে মনে ভাইবেন রে
খাইম্ পোনা অছাচ্[১৪০] মিটাইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামানরে কইলা রে
পোনাতো আনিছো রে
রান্ধা বাড়ার কোন্ ছবিল[১৪১] নাই রে
আজব রশিলার পোনা রে।

বাসন নাই আ—ঢ়িরে
হয়া না পাইটলা রে
নুন্‌ মরিচ কুন্তা [142] ঘরো নাই রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনা না দেখিয়া রে
তালুয়ে না জিপ্‌রায় রে
লাগছে কেমনে কিতা না করিতাম রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়ির না কথা রে
দামান্দে হুনিয়া রে
সসপন করৈন্‌ মনে মনে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনা না আনিয়া রে
কিনা ফইল [144] বেশাইলাম রে
অখোনকুয়া কতো কাম বাড়িলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

অখোন না যুদি রে
হকোল চিজ্ঞ ছবিল রে
যোগাড় যন্ত্র করিতে না পারি রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ঐ কথা না ভাবি রে
খেড়ুল ঝিয়াইর জামাই রে
দৌড়ে গেলা কুমারিয়ার [146] বাড়ী রে
আজব রশিলার পোনা রে।

কুমারীয়ার বাড়্‌ভনে [147] রে
হরা আ'ঢ় আনিয়া রে
হড়িরে দিলা রসই [148] করিবারে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হরা আঁঢ়ি দিয়া রে
দামান্ গিয়া দৌড়ে রে
কাডিয়া [১৪৯] তনে নূন্ কিনি আনলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

নূন্ আনি দিয়া রে
আরবার গিয়া রে
পশারী তনে মায় মস্‌লা আন্‌লা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মায়-মস্‌লা আনি রে
হড়ির আথো দিয়া রে
দৌড়ে গেলা তেল না আনিতে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

তেলি বাড়ী গিয়া রে
কুপি না ভরিয়া রে
তেল আনি হড়ির আথো দিলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

তেল আনি দিয়া রে
জংগলাত গিয়া রে
দারূকুটা [১৫১] ভার বান্ধি আনি রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দারূর ভার আনিয়া রে
হড়ির আথো দিয়া রে
দামান্দে জিকাইলা হড়িরে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

আর কিতার টান্ রে
কও হড়ি মাই রে
আনি দিমু তাকত করিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামানোর কথা রে
হড়িয়ে না হুনিয়া রে
কইন দামান্ পাটা পুতাইন নাই রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়ির কথা হুনিয়া রে,
পজারি বাড়ী গিয়া রে,
পাটা পুতাইন আনিয়া খুঁজিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পাটা পুতাইন্ পাইয়া রে
হড়ি কইন দামান্ রে,
কি তাদি [১৫২] আগুইন্ জ্বালিতাম্ রে,
আজব রশিলার পোনা রে।

চক্মকি পাথর রে
আমার তো নাই রে
কি দিয়া আগুইন্ জ্বালাইতাম্ রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়ির কথা হুনি রে,
দামান গিয়া লড়ে রে,
চক্মকি চধরী বাড়তো [১৫৩] আন্লা রে,
আজব রশিলার পোনা রে।

চক্মকি পাইয়া রে
মুচ্করী [১৫৪] আসিরে
হড়ি বেটি আ-স্লা ঠোঠ আটাইয়া রে,
আজব রশিলার পোনা রে।

রসইর তাল যন্ত্র রে
মায় যোগাড় করিয়া রে
দামান্ গেলা আয় পাও ধয়াত্ [১৫৫] রে
আজব রশিলার পোনা রে।

আঁথ্ পাও ধইরাত্ রে
দামান্ চলি যাইতে রে
উছ্‌রাত্ আধি হড়িয়ে বিছাইলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ডাব্‌রো[১৫৬] না পেলাত্ [১৫৭] রে
হড়িয়া আনিয়া রে
দামানোর ছামনে ধরিলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পানি নাস্তা দেখি রে
দামানোর পরান রে,
থুড়াথুড়ি ছল্‌ছলা অইলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হাপুত্ না হুপুত্ রে
দামানে করিয়া রে
পানি নাস্তা হেষ[১৫৮] না করিতে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পাটাংগিত পান্ রে
হুক্কাত্ তামাউক রে
হড়িয়ে আনি দামানরে দিলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পানি নাস্তা করি রে
পান তামাউক খাইতে রে
সুচ্ছি [১৫৯] আইলো দামানোর শরীলে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

বেড়ো [১৬০] এলাইন দিয়া রে,
দামান কাইত্ অইলা রে
কাইত্ অইতে ঘুমোর আমেজ আইলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

কাইত না অইতে রে
ঘুমে যাতি ধইলো রে
দামান ঘুমাইয়া রইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান ঘুমাইলা রে
হড়ি লাগ্‌লা রসইত্‌ রে
লাগ্‌লা হড়ি ধীরে না ভরে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

বাছিয়া[১৬১] রিছিয়া রে
ধইয়া[১৬২] পাখালী রে
খলইত্‌ পালাই[১৬৩] আনিলা ধইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মায় মসলা পিষি রে
ধীরে না অস্তে রে
গুয়া খাইলা পান তামাউক দিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

গাইল দাত্তো পালাই রে
কুটিয়া না কাটিয়া রে
বারে গিয়া পিক ফালাই আইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

চক্‌মকি ঠুকিয়া রে
আগুইন্‌ তুলিয়া রে
দারুত্‌ লাগাই আগুইন্‌ জ্বালাইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

আগুইন জ্বালাইয়া রে
মায় মস্‌লাদি মাখাই রে
পোনার ছালোন উন্দালো[১৬৪] বয়াইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ধীরে না ভরে রে
দারুর[১৬৫] জ্বাল আঠাই রে
পোনার ছালোন রান্ধিলা হড়িয়ে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

আগ্‌নির জ্বাল খাইয়া রে
অসজ [১৬৬] মস্‌লা হিজিয়া[১৬৭] রে
পোনার ছান্‌লোর খুশ্‌বই বারৈলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

উন্দালোর উপরতো রে
ছালোন লামাইয়া রে
হরা কেগ্‌লাই হড়ি বেটি থইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হরা কেগ্‌লাই থইয়া রে
হুরোইন্‌[১৬৮] আথো লইয়া রে
ঘরকিনি লাগিলা হুরিতে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পোনার ছান্‌লোর গন্ধে রে
মগজ বাউলা কইলো রে
আইলা হড়ি হুরোইন্‌ আথ্‌তো থইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হুরোইন্‌ আথ্‌তো থইয়া রে
ছান্‌লোর ভেটুর রে
হরা [১৬৯] উদ্‌লাই কাপ্‌নাদি [১৭০] তুলিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এক কাপ্‌না খাইয়া রে
হরাদি ঘুরিয়া রে
থইয়া হিরি [১৭১] ঘর হুরাত্‌ গেল্‌গি রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এক কাপ্‌না খাইয়া রে
জিপ্‌রাত্‌ মজা লাগিল রে
হিরি [১৭২] আইয়া আরোক কাপ্‌না খাইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এক পুছ্‌ না দুই রে
তিন পুছ দিয়া রে
আরোক্‌ কাপ্‌না হড়ি বেটি খাইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

অমোলাকান্‌ [১৭৩] করি রে
হকোল [১৭৪] কিনি ছালোন রে
হড়িয়ে খাইয়া করিলা তুর্‌পান [১৭৫] রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এক এক করি রে
হকোল কিনি খাইয়া রে
পাইত্‌লা দেখি তালুয়ে[১৭৬] জিপ্‌রায়
লাগিল্‌ রে
আজব রশিলার পোনা রে।

পাইত্‌লার মুর[১৭৭] দেখি রে
মাথায়[১৭৮] চরংগি রে
হড়ির দিলো মাথায় চিলাপাক্‌ রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্দে অনিছলা রে
রশিলার পোনা রে
অশেষানে[১৭৯] যোগাড় যন্ত্র করি রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মনো[১৮০] উদুর্‌ খুদুর্‌ রে
হড়ির লাগিল রে
কিতা কইয়া দামান বুঝ্‌ দিতাম রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হাঁড় অতা ধন্নইন্[১৮১] রে
এমোন্ সময়ের কালে রে
দামান উঠ্লা গামরা দিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্দোর লড়াচড়া রে।
হড়ি বেটিয়ে পাইয়া রে
হন্নাই[১৮২] হন্নাই লাগিলা কহিতে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

কালিয়া বাড়ীর মালিয়া রে
উলা[১৮৩] না আইয়া রে
কিনা কাম কইলো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্দে[১৮৪] আনিছলা রে
পোনা রাখ্খি[১৮৫] থইছলাম রে
পোনা খাইয়া করিল উজাড় রে
আজব রশিলার পোনা রে।

ঘরো থাকি হড়ি রে
মটর্ মটর্ করি রে
অতা[১৮৬] মাতের দামান্দে হন্নিয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হড়ির কথা হন্নি রে
কি ঘট্না ঘটিছে রে
নয়া দামান্ করিলা মালুম রে
আজব রশিলার পোনা রে।

কথা মালুম করি রে
হড়ির মান রাখিয়া রে
আনামতি[১৮৭] দামান্ উঠিয়া রে।
আজব রশিলার পোনা রে।

আন্ধাইর[১৮৮] ধন্ধাইর রে
আথাই[১৮৯] বিথাই রে
ছাস্তি লাঠি বগলে দাবাই রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্ নিসন্দে[১৯০] রে
হড়ির বাড়ি ছাড়ি রে
আপনা বাড়ির পন্হে মেলা দিলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

দামান্ যে গেলা রে
হড়িয়ে বন্দ্[১৯১] না পাইলা রে
হড়ি বইলা উন্দালোর পারো রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মনো অথা ভাবি রে
দামান্দে খুঁজিলে রে
ভাত পানি খাওয়াইবা তখন রে
আজব রশিলার পোনা রে।

হারা রাইত্ হড়ি রে
উন্দালোর পারো রইলা রে
দামান্দোর উকাল[১৯২] না পাইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

এবায়দি[১৯৩] দামান্ রে
হারি[১৯৪] রাইত মারিয়া রে
ফিরি তান[১৯৫] বাড়িত্ ওযে আইলা রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মাই চাচী ডাকি রে
তান্ হড়ির বিতান্তর রে
কইলা তাইন বিচরাইয়া বিচরাইয়া রে
আজব রশিলার পোনা রে।

মাই চাচী হ্নিয়া রে
ঠাট্টামারি[196] আসিয়া রে
একজন পড়েন আর জনোর উপরে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

অউনা[197] হালে রে
পোনা খাওয়ার কথা রে
জাইরা[198] অইলে ভবের বাজারে রে
আজব রশিলার পোনা রে।

যে হ্নে হে রে
জিপ্রাত্ কামড় মারে রে
কলংক রাখিল ঝোলা জাতোর রে
আজব রশিলার পোনা রে।

৪৭

সোন্দোর মণিরাজ[199] মোর
স্ঘাটে থাকিয়া মণিরাজ
কুঘাটে গ্যালো রে,
সোন্দোর মণিরাজ মোর।।

সোনার কোরান পড়িয়া মণিরাজ
উপার বা কোরান পড়ে রে,
সোন্দোর মণিরাজ মোর।।

উপার কোরান পড়িয়া মণিরাজ
কপালে মাল্লে চড়ো রে,
সোন্দোর মণিরাজ মোর।।

মনিরাজের জোড়া[200] আচে
ম্চির না ছাওয়াক[201] দিয়া রে,
সোন্দোর মণিরাজ মোর।।

মুচির দ্যাশের মানুষ আইলে
কাসার বাটা দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

হামার দ্যাশের মানুষ আইলে
জোড় বা বাটা দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

মুচির দ্যাশের মানুষ আইলে
সপের[২০২] বিচুনা দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

হামার দেশের মানুষ আইলে
তোষোগের বিচনা দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

মুচির দ্যাশের মানুষ আইলে
নাইড়োলের হুকা[২০৩] দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

হামার দ্যাশের মানুষ আইলে
পেত্‌লের হুকা দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

মুচির দ্যাশের মানুষ আইলে
হ্যান্ডরি ভাত্‌ দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

হামার দ্যাশের মানুষ আইলে
চাউলের ভাত্‌ দ্যানো রে,
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর ।।

১। রোগা জামাই ২। খাটো জামাই ৩। বেড়া ৪। কুঁড় দেয়া পিঁড়িতে বসে পাত্রী কপালে চড় মারলো ৫। পেয়েছিলাম ৬। বাইরের ঘরে ৭। বিয়ের খবর হয়েছে ৮। পাটের দড়িতে নির্মিত এক প্রকার ছিকা ৯। ফেলে দিল ১০। বল মা বল আমার বিয়ে হবে কিনা ১১। আমি ১২। অন্যের সঙ্গে প্রেমে মশগুল হওয়া ১৩। দিব ১৪। আসবে না ১৫। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ১৬। খেয়ে ফেলবে ১৭। এগিয়ে ১৮। মেরে ফেলবে ১৯। তবুও ২০। চোখে ২১। ঘন দুধের তৈরী এক প্রকার মিষ্টি খাদ্য ২২। এসো ২৩। ক্ষুধার ২৪। খেয়ে দেয়ে অর্থাৎ খাওয়ার পরে ২৫। আঙ্গুলে ২৬। নাকের বেশর ২৭। রূপা বাঁধা ২৮। নাগরা জুতা ২৯। মনে রাখলাম না ৩০। দেখা পেলাম ৩১। কৃষকের (যে হাল বায়) ৩২। ছোট লাঠি ৩৩। দেখিয়ে দাও ৩৪। জেলে ৩৫। শাল-মারা রাজার বাড়ী ৩৬। যে বাড়ীতে ৩৭। পালিয়ে ৩৮। সহ্য করতে পারল না ৩৯। এক প্রকার সুন্দর সরু ধান ৪০। ডেকে আন ৪১। এক গ্লাস ৪২। সাজিয়ে গুজিয়ে ৪৩। অর্দ্ধেক রাস্তা ৪৪। যে ৪৫। সকলের চেয়ে ৪৬। বিবাহিত ৪৭। ম্যাগাইয়া নামে সুন্দরী স্ত্রী ৪৮। পোকা ৪৯। কে ৫০। কে ৫১। ধানকে লক্ষ্মী বলা হয়েছে ৫২। কে বাতি জ্বালাবে ৫৩। তেল ৫৪। খৈল ৫৫। নিয়ে ৫৬। গোসল করতে বের হলো ৫৭। কি কি হবে ৫৮। আরামে ৫৯। নিশ্চিন্তে ৬০। খাঁটি ৬১। এখানে সুতীক্ষ্ণ অর্থে ৬২। যে হাল বায় অর্থাৎ কৃষক ৬৩। যারা পালকী বহন করে তাদেরকে কাহার বলা হয় ৬৪। বের হয়ে ৬৫। বেয়ে পড়ে ৬৬। কয়ে অর্থাৎ বলে ৬৭। বিয়ের রাতে ৬৮। লোহার ৬৯। লম্বা চিকন বাঁশের আগায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি লম্বা পাটের আঁশ লাগানো লগি, যা দিয়ে ঢেঁকিতে চাল কোটার সময়ে ঢেঁকির গর্তে চাল ঠেলে দেয়া হয় ৭০। কর-লাম ৭১। না খাওয়ালেন পান ৭২। ক্ষেতে ৭৩। রান্না করে ৭৪। মেঘ ৭৫। সমস্ত দিক অন্ধকার করে ৭৬। পরিধান করো ৭৭। ছেঁড়া নোংরা শাড়ী ৭৮। শয়ন করে ৭৯। পালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ৮০। সামনে ৮১। মুখ খানি দেখি ৮২। সুপারী রাখার বাটার মতো ৮৩। নাম বিশেষ ৮৪। বুকখানি দেখি ৮৫। ধান ঝাড়ার কুলার মতো ৮৬। রাধার হাতের বাঁশী ৮৭। প্রদীপ রাখার গছা (পীলসুজ) ৮৮। মাথার দিকে ৮৯। পায়ের দিকে ৯০। এক প্রকার সাপ ৯১। মাকে আদরের সম্ভাষণ ৯২। কাকে আমি ডাকবো ৯৩। পায়ে ৯৪। হাঁটুতে ৯৫। মা ৯৬। এখন পাল্লায় তুলে নাও ৯৭। খুব কষ্টের মধ্যে জীবন ত্যাগ করলো ৯৮। নিশ্বাস নেই ৯৯। পদ্মার পাতে ১০০। শরল গাছের পাতায় ১০১। গাঁজার গাছ দ্বারা নির্মিত কুঁড়ে ঘর ১০২। দাও না ১০৩। ফকিরকে বিলিয়ে দাও ১০৪। এমন বুড়া গরু যে একেবারে হাঁটতে পারে না শুয়ে থাকে ১০৫। শকুনকে বিলিয়ে দাও ১০৬। বেশী চালাক ১০৭। ধার বিহীন ১০৮। নড়তে না নড়তে ১০৯। দরজা বেঁধে ১১০। পাকুড় গাছের পাতা ১১১। ছোট আঙ্গুলে ১১২। এই লেখা লেখে ১১৩। সত্যের কাক ১১৪। ঠোঁঠ বাঁধবো ১১৫। বাবা ১১৬! গলায় লাগবে ১১৭। পালঙ্কে শয়ন করবে ১১৮। ঘরের মধ্যে ১১৯। একজন। ১২০। মেয়ের নাম ১২১। এত দুঃখ ১২২। গলি ১২৩। পথ ১২৪। লেখা পড়া জানা পণ্ডিত ১২৫। দক্ষিণের ১২৬। খুঁজতে গেলে ১২৭। মনে মনে নানা চিন্তা করে ১২৮। ধরার কৌশল করতে পারে না ১২৯। কৌশল ১৩০। ধরবে ১৩১। এই কথা চিন্তা করে ১৩২। কাঁধের ১৩৩। কেমন করে দিব ১৩৪। শাশুড়ীর ১৩৫। বড় পুকুরের

ঘাটে ,: ১৩৬। জিজ্ঞেস করলো ১৩৭। আজ ১৩৮। বৃত্যান্ত ১৩৯। কি কষ্টে ১৪০। সাধ মিটিয়ে ১৪১। যোগাড় নাই ১৪২। কিছু ১৪৩। ভাবেন ১৪৪। কি ফ্যাসাদ করলাম ১৪৫। সব ১৪৬। কুমারের (যে মাটি দিয়ে হাঁড়ি পাতিল তৈরী করে) বাড়ি ১৪৭। বাড়ি থেকে ১৪৮। রান্না ১৪৯। লবণ বিক্রেতা ১৫০। বিক্রেতা ১৫১। কাঠ ১৫২। কি দিয়ে ১৫৩। চৌধুরী বাড়ি থেকে আনলো ১৫৪। মুচকি হেসে ১৫৫। ধুয়ে অর্থাৎ পরিষ্কার করে ১৫৬। গামলা ১৫৭ বাটি ১৫৮। শেষ ১৫৯। আরামের ভাব ১৬০। বেড়ায় হেলান দিয়ে ১৬১। বেছে ১৬২। ধুয়ে পরিষ্কার করে ১৬৩। ফেলে ১৬৪। উনুনে ১৬৫। কাঠের আগুন ভাল ভাবে জ্বালিয়ে ১৬৬। সব রকম মশলা ১৬৭। সিদ্ধ হলে ১৬৮। ঝাড়ু ১৬৯। ঢাকনা খুলে {১৭০। পাত্র বিশেষ ১৭১। ফের ঘর ঝাড়ু দিতে গেল ১৭২। ফিরে এসে ১৭৩। এই ভাবে ১৭৪। সবটুকু ১৭৫। শেষ ১৭৬। জিভ দিয়ে তালুতে শব্দ করা ১৭৭। মুখ (পাতিলের মুখ) ১৭৮। মাথা ঘুরে গেল ১৭৯। অনেক কষ্টে ১৮০। দুশ্চিন্তা ১৮১। চিন্তা করেন ১৮২। শুনিয়ে শুনিয়ে ১৮৩। বিড়াল ১৮৪। এনেছিল ১৮৫। রেখেছিলাম ১৮৬। শাশুড়ীর ঐ ধরণের কথাবার্তা ১৮৭। চুপচাপ ১৮৮। অন্ধকারে ১৮৯। খুঁজে নিয়ে ১৯০। চুপ-চাপ ১৯১। জানতে পারল না ১৯২। খোঁজ ১৯৩। এদিক দিয়ে ১৯৪। সমস্ত রাত শেষ করে ১৯৫। তার ১৯৬। হেসে ১৯৭। সেই সময়ে ১৯৮। প্রচারিত হলো ১৯৯। মণিরাজ অর্থে এখানে একটি সুন্দর মেয়েকে বোঝানো হয়েছে ২০০। বিয়ে অর্থে ২০১। ছেলে ২০২। মাদুর ২০৩। নারিকেলের হুকা।

বর-কনে সাজানোর গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে 'বর কনে সাজানো' সম্পর্কিত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ও ৫৮ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে 'বর কনে সাজানো' সম্পর্কিত ৫৭ ও ৫৯ নং গীত দু'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

নোয়াখালী জেলা থেকে 'বর কনে সাজানো' সম্পর্কিত ৪৮, ৪৯ ৫০ ও ৫৫ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

৪৮

অকি দামান্‌দে আইলেন ত বইলেন ন
আঁর মন্দির দে রইছে খালি
আর পালং দে রইছে খালি
অকি দামান্‌দে আঁর রূপ দেহি
মারকি[১] আনছেন কিনি।

অকি দামান্‌দে, আইলেন ত বইলেন ন
আঁর পায়ের রূপ দেহি
জুতা আনছেন কিনি।

অকি দামান্‌দে আইলেন ত বইলেন ন
আঁর হাতর রূপ দেহি
আংডি[২] আনছেন কিনি।

৪৯

কালা না গাছের ধলা না বাইগুনা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে[৩] লাহরে

বিবির মায়েরে ব্যবার[৪] কইরতে
আইন্‌ল পাটের শাড়ী রে মনোরা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে লাহরে।

বিবির চাচীরে ব্যবার কইরতে
আইন্‌ল পাটের শাড়ী রে মনোরা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে লাহরে।

বিবির জেডীরে ব্যবার কইরতে
আইন্‌ল পাটের শাড়ী রে মনোরা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে লাহরে।

বিবির হুপুরে ব্যবার কইরতে
আইন্ল পাটের শাড়ী রে মনোরা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে লাহরে।

কালা না গাছের ধলা না বাইগুনা
তুল রে মনোরা জমকে জমকে
তুল রে মনোরা লাহরে লাহরে।

৫০

কে তোঁয়ারে মাথা ছাটাইছে ?
বাড়ির কাছে নাপিত না ধোপা
তাইন আঁরে মাথা ছাটাইছে।

কে তোঁয়ারে তেল পাইন লইয়াছে ?
ঘর না আছে আম্মাজান
তাইন আঁরে তেল পাইন লইয়াছে।

কে তোঁয়ারে উটকন পইরাইছে ?
ঘর না আছে বড় না ভাবী
তাইন আঁরে উটকন পইরাইছে,
তাইন আঁরে সুগন্ধি পইরাইছে।

কে তোঁয়ারে গোছল কইরাইছে ?
ঘর না আছে মাইযুম[৫] ভাউজান
তাইন আঁরে গোছল কইরাইছে।

কে তোঁয়ারে ঘরে নিছৈ ?
বাড়ীর কাছে বড় না বৈনজামাই
তাইন আঁরে ঘর নিছে।

কে তোঁয়ারে আচকান পইরাইছে ?
ঘর না আছে বড় না ভাই ধন
তাইন আঁরে আচকান পইরাইছে।

কে তোঁয়ারে পায়জামা পইরাইছে ?
ঘর না আছে মায়মুম ভাউজান
তাইন আঁরে পায়জামা পইরাইছে।

কে তোঁয়ার জুতা পইরাইছে ?
ঘর না আছে ছোড না ভাই ধন
তাইন আঁরে জুতা পইরাছে।

কে তোঁয়ারে শ্যামলা[৬] পইরাইছে ?
বাড়ির বড় না বৈন জামাই
তাইন আঁরে শ্যামলা পইরাইছে।

৫১

গাবরু হামার অসিয়া[৭]
সেঁদুর কেনে বাচিয়া বাচিয়া,
কইনা হামার ছকিনা
সেঁদুর ফ্যালায় তাঁই মুচিয়া মুচিয়া ॥

পালকী উড়ায় বাতাসে
হাওযালে[৮] উড়িয়া উড়িয়া পড়ে
সোনারের দোকানে ॥

গাবরু হামার অসিয়া
মালা কেনে তাঁই বাচিয়া বাচিয়া,
কইনা হামার ছকিনা
মালা ফ্যালায় তাঁই ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ॥

৫২

ঘুনি ঘুনি মাড়োয়া,[৯]
খুলি[১০] দিয়া দেওয়ানী সাইকল মারিয়া যায়
খুলি দিয়া দেওয়ানী মটোর মারিয়া যায়।
সেই না মটোরত বুবুক তুলিয়া চায়
ট্যাকা দেঁমো, পইসা দেঁমো বুবুক ছাড়িয়া যাও।

বাবার খুলি দিয়া ছাইকোলের বাগোয়ান যায়
নজর পইল টাইটি[১১] সেঁদুরের ওপোর হায়,
বলি এনা সেঁদুর কেনা পরাইচে হায় ?
সাদু এনা সেঁদুর ভাবী পরাইচে হায়,
বলি এবার গেইলে ভাবীক আনেন সাতে হায়
সাদু ভাবীক আন্‌লে ভাইএর মদিনা[১২] আঁদার হয়।

বলি এনা সোনা কেটা পরাইচে হায়-?
সাদু এনা সোনা বইনে পরাইচে হায়,
এবার গেইলে বইনোক আনেন সাতে হায়
বইনোক আন্‌লে বাওনাইর মদিনা আঁদার হয়।

বলি এনা শাড়ী কেটা পরাইচে হায় ?
সাদু এনা শাড়ী চাচী পরাইচে হায়
এবার গেইলে চাচীক আনেন সাতে হায়
চাচীক আন্‌লে চাচার মদিনা আঁদার হয়।

বলি এনা বেলাউজ কেটা পরাইচে হায় ?
সাদু এনা বেলাউজ নানী পরাইচে হায়,
এবার গেইলে নানীক সাতে আনেন হায়
নানীক আন্‌লে নানার মদিনা আঁদার হয়।

৫৩

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলালু[১৩] ওরে টিয়া
খোজনা[১৪] সেঁদুর দিয়া।।

নিয়া যা তোর
খোজনা সেঁদুর[১৫]
বইনোক কন্না বিয়া।

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলাল্ ওরে টিয়া
খোঁজনা সোনা দিয়া।

কি করিস তোর
খোজনা সোনা
তোর ভাবীক কন্না বিয়া॥

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলাল্ ওরে টিয়া
খোজনা আয়না দিয়া।

কি করিস তোর
খোজনা আয়না,
তোর নানীক কন্না বিয়া॥

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলাল্ ওরে টিয়া
খোজনা কাকই[১৬] দিয়া।

নিয়া যা তোর
খোজনা কাঁকই
তোর বড়োমাক্ কন্না বিয়া॥

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলাল্ ওরে টিয়া
খোজনা কাপোড় দিয়া॥

কি করিস তোর
খোজনা কাপোড়
তোর চাচীক কন্না বিয়া॥

ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে
শ্বশুর দ্যাশের টিয়া,
মোন ভোলাল্ ওরে টিয়া
খোজনা বেলাউজ দিয়া।

কি করিস তোর
খোজনা বেলাউজ,
তোর জেটেইক[১৭] কন্না বিয়া !

৫৪

দামান্ রে দামান্
তোর বাবা আইচ্চে[১৮] নি ?
তোর মাও আইচ্চে নি ?
তোর ভাইয়া আইচ্চে নি ?
কি কইরবার বুলি আইচ্চে গো দামান্
সংগে আইন্চেন কি ?

ফুলতোলা নেশ্বা[১৯] শাড়ি
আয়না আর কাঁকই
আনো রে সেন্দুরের কটুয়া[২০]
কইনার কেপিলোত্[২১] দেই।
কইনা হামার ওপোসী[২২]
খোপা[২৩] সুন্দায় দেগোল কেশী,
মোনের নাহান জিনিস না হইলে
কইরবে রে ছিঃ ছিঃ।

৫৫

বর সাজে রে সোনার খাড বই
বরের মায়ে দাঁড়াইয়া রইছে
দুগ্ধ ভাত লই
বর সাজে রে।।

নানা রঙ্গে সাজে আসকান পইরা
জুতা মোজা পায় দি
বর শ্বশুর বাড়ি যায় চইল্যা।

বর সাজে রে সোনার খাড বই
বরের মায় দাঁড়াইয়া রইছে
দুধ্ব ভাত লই
বর সাজে রে।।

কাচারিতে বইস্‌ল বর সামলা মাথায় দি
কইন্যার পিতায় চিন্তা করে কি করি উপায়,
কন্যাকে গোছল করায়
হল্‌দি পাউডার দি।

বর সাজে রে সোনার খাড বই
বরের মায় বইয়া রইছে
দুগ্ধ ভাত লই
বর সাজে রে।।

কইন্যার বাপে চিন্তা করে
বারান্দায় বই
কইন্যাকে গোসল করাই দি
আপন ঘরে
নুতন শাড়ি পইরাইয়া কইন্যাদি
পরের হাত।।

খাওয়াইয়া পইরাইয়া কন্যা দিল
পাল্‌কিত তুলি
কইন্যার কান্দনে কাঁদে কইন্যার মায়।।

৫৬

বালি তোর
শিষের মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায়[২৫] রে,
সে'দুর ঝলক
মারে রে মোর সদাগর।

বালি তোর
গালার মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায় রে,
মালা ঝলক
মারে রে মোর সদাগর।

বালি তোর
বুকের মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায় রে,
বুটি কোত্তা[২৬] ঝলক
মারে রে মোর সদাগর।

বালি তোর
ডেনার[২৭] মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায় রে
বাজু[২৮] ঝলক মারে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
কমরের মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায় রে,
শাড়ী ঝলক মারে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
ঠ্যাংগের মাজে কি ?
মেনি সাপ ঢোলে রে
মোর সদাগর।

বালি তোর
মেনি নোঁয়ায় রে,
ছড়ে[২৯] ঝলক মারে রে
মোর সদাগর।

৫৭

শহর দিয়্যা যাইতে
বাজার দিয়্যা যাইতে
নশা তোমার ডোলাতে কি কি খরিদ
হয় নারে কে।

এ্যাক আছে আমার তিষির ফুল
এ্যাক আছে আমার মতিচুর
আরাক আছে গজমতি হার।
মার জন্যতিষিরফুল
বহিনেরজন্য আমার মতিচুর
কামিনীর জন্য আমার গজমতি হার।

উড়্যা গ্যালো আমার তিষির ফুল
উড়্যা গ্যালো আমার মতিচুর
রহিয়া গ্যালো গজমতি হার।

মার ডোলা আমার কাঁচা বাঁশ
বহিনের ডোলা আমার পাকা বাঁশ
কামিনীর ডোলা আমার হেঙ্গুলো
মোড়াবো নারে কে।

মা পরহে আমার আঙ্গিনায়
বহিন পরহে আমার ওসরায়[৩০]
কামিনী পরহে আমার
জোড় বাসর ঘরে।

মা পৈরহ্যা[৩১] আমার ব্যাড়াইতে যায়
বহিন পৈরহ্যা আমার শ্বশুরাল যায়
কামিনী পৈরহ্যা আমার সামনে
দাঁড়ায় নারে কে।

৫৮

মেয়েলী গীত

সাতো চুয়ার পাড়ে কান্‌চোনবালী
শিষ[৩২] বা মাজোন করে,
কি কি জিনিষ আনচেন গো নওশা মিয়া
হাজুর করো দেকি।

সবে জিনিষ আন্‌চি গো কান্‌চোনবালী
সেঁদুর ছাড়চি দ্যাশে।

সেঁদুরের জন্যে গো নওশা মিয়া
বাপ কত বা নড়াই করে।
সেঁদুরের জন্যে গো নওশা মিয়া
জেট[৩৩] বা কত নড়াই করে।

৫৯

সাতো মেহেন্দীর পাতে রে আমরা
সাতি চাল ছাহিলাম
আধো খানি পাত রে আমরা
ওসরা ছাহিলাম।

সেই ওসরার নীচে রে গোরিকে
সিংরাইতে[৩৪] না বসে,
সিংরাইতে না সিংরাইতে গোরিকে
ঘুমো ভালো আসে
আধো ঘুমেরে গোরিকে
ডোলাই[৩৫] তুল্যা লিলে,
আদ্ধেক রাস্তা যায়্যা রে গোরির
ঘুমো যে ভালো ভাঙ্গে।
কি ও যে করিলাম রে আসি
বাপ মাকে ছাড়িলাম।

তোমার মাও গোরি
কারবা ঘরো করে ?
আমার মাও গো নশা
বাবার ঘরো করে।
তবে ক্যানো কান্দছো গো গোরি
আমার সঙ্গে যাইতে
চলো ওগো চলো গোরি
আমার সোতে[৩৬] যাইতে।

১। মাকড়ি (কানের অলংকার বিশেষ) ২। অঙ্গুরীয় ৩। ধীরে ধীরে ৪। ব্যবহার ৫। মেজ ভাউজ ৬। টুপি ৭। রসিক ৮। হাওয়ায় ৯। বিয়ের একটি অনুষ্ঠান ১০। বহির্বাড়ি ১১। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ১২। ঘর ১৩। মন ভুলিয়েছ ১৪। এক প্রকার সিঁদুর ১৫। করনা অর্থাৎ কর ১৬। চিরুনী ১৭। জ্যাঠাশ ১৮। এসেছে কি ১৯। লম্বা শাড়ি ২০। কৌটা ২১। কপালে ২২। রূপসী ২৩। খোঁপার সমস্ত চুল লম্বা ২৪। একটি মেয়ের নাম ২৫। নয় ২৬। পূর্বে মেয়েলোকেরা যে জামা পরতো ২৭। বাহু (কনুই এর উপরের অংশ) ২৮। বাজুবন্দ (গহনা) ২৯। পায়ে পরার রুপোর তৈরী গহনা। সাধারণত গ্রামের মেয়েরা বিয়ের সময়ে পরে ৩০। বারান্দায় ৩১। পরিধান করে ৩২। সিঁথি ৩৩। জ্যাঠা ৩৪। কনের সাজ পরানো ৩৫। ডুলি ৩৬। সঙ্গে।

যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ৬৩ নং 'যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ৬৪ নং 'যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেম উদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ৬৬ নং 'যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী থেকে জেলা ৬১, ৬২ ও ৬৫ নং 'যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত'-গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

ঢাকা জেলা থেকে ৬০ নং 'যৌতুক ও পণ-প্রথার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব আব্দুর রহমান ঠাকুর। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম সিধুনগর, পোঃ—তেরশ্রী জেলা—ঢাকা।

৬০

আকাশে ধুম ধুম কারায় পইল বারি রে মারুয়া
কি হায় রে মারুয়া নিচে ভাল পানি,
সেনা পানি দিয়া রাজার ছেলে দামান রে
উওইর‍্যা[১] গছল ভাল পানি।

নাইয়ানা ধুইয়া, ডাইক্যা জিজ্ঞাস করে রে
জননী মা'জান আছেন ঘরে
কি কি ধন দিবেন আমার সাথে ?
ঘরে আছে কৈইটা ভরা সিন্দুর রে
যাতে না বিবিরে ভাল শোভে রে।

নাইয়ানা ধুইয়া, ডাইক্যা জিজ্ঞাস করে রে
জননী চাচীজান আচেন ঘরে
আমি তো যামু নতুন শ্বশুর বাড়ি রে
কি কি ধন দিবেন আমার সাথে ?
ঘরেতো আছে কুইল্যা[২] ভরা হলুদ রে,
যাতে না বিবিরে ভাল শোভে রে।

নাইয়ানা ধুইয়া ডাইক্যা জিজ্ঞাস করে রে
জননী ফুপুজান আচেন ঘরে,
আমি তো যামু নতুন শ্বশুর বাড়ি রে
কি কি ধন দিবেন আমার সাথে ?
ঘরে তো আছে বাকেস ভরা শাড়ি রে।
যাতে না বিবিরে ভাল শোভে রে।

৬১

দাদা ও দুলা

কাউলকার ছোট্টন দুলা রে
কাইল যাইন যাইবি করতি বিয়া,
কি কি আনছত্ জিনিস রে ?

আইনছি জিনিস বরগইন্যা[৩]
বিবির শইল্যে[৪] লাগত না।
না পাইরতি নায়ে আইনতি
হোনারার[৫] মাউগের পায়ে পইরতি,
তোলা তোলা করি হোনা মাগন কইরতি
রতি রতি করি হোনা মাগন কইরতি।

কাউলকার ছোট্টন দুলা রে
কাইল যাইন যাইবি কইরতি বিয়া
কি কি আন্‌ছত্‌ সারিরে[৬] ?
আনছি সারি বরগইন্যা
বিবির পাছায় লাগত না।
না পাইরতি নায়ে আইনতি
যুইগার[৭] মাউগের পায়ে পইরতি
তেনা তেনা করি সারি মাগন কইরতি
রতি রতি করি সারি মাগন কইরতি।

কাউলকার ছোট্টন দুলা রে
কাইল যাইন যাইবি কইরতি-বিয়া
কি কি আন্‌ছত্‌ মাতার[৮] যাত রে ?
আনছি নানান যাত বরগইন্যা
বিবির খোপায় লাগত না।
না পাইরতি নায়ে আইনতি
বাইন্যা[৯] দোহাইন্যার[১০] মাউগের পায়ে পইরতি,
কান্দি কান্দি যাত মাগন কইরতি
লুটি লুটি যাত মাগন কইরতি।

কাউলকার ছোট্টন দুলা রে
কাইল যাইন যাইবি কইরতি বিয়া
কি কি আন্‌ছত্‌ পায়ের জিনিস রে ?
আনছি জোতা[১১] খারু[১২] বরগইন্যা
বিবির পায়ে লাগত না।
না পাইরতি নায়ে আইনতি

মুইচ্ছ্যাইরার[১৩] মাউগের পায়ে পইরতি,
রুপা[১৪] দোহাইন্যার মাউগের পায়ে পইরতি।
এ কখান একখান করি জোতা মাগন কইরতি
রতি রতি করি রুপা মাগন কইরতি।

কাউলকার ছোট্টন দুলা রে
কাইল যাইন যাইবি কইরতি বিয়া
কি কি আন্‌ছত্ কাচ তাগি[১৫] রে ?

আনছি তাগি বরগইন্যা
বিবির হাতে লাগতনা।
না পাইরতি নায়ে আইনতি,
বাইন্যা দোহাইন্যার মাউগের পায়ে পইরতি।
খান খান করি কাচ মাগন কইরতি
লুটি লুটি তাগি মাগন কইরতি।

৬২

কাউয়া করে কা কা
ধুলিয়ে করে শা শা,
দুলার বাবায় জিজ্ঞাস করে
কইন্যার বাবার কাছে,
কি কি দিবেন মাইয়ার লগে
বাহির করেন চাইন[১৬]।

গরু দিয়ুম বাছুর দিয়ুম
আরঅ[১৭] দিয়ুম কি ?
অতি হাউসের ঝিধন
পাল্‌কীত্ তুইল্যা দিলাম
মাইয়া বড় ঘুমোর কাতর।

কাউয়া করে কা কা
ধ্বলিয়ে করে শা শা
দ্বলার জেডায় জিজ্ঞাস করে
কইন্যার জেডার কাছে,
কি কি দিবেন মাইয়ার লগে
বাহির করেন চাইন।

সোনা দিয়্বম র্বপা দিয়্বম
আরঅ দিয়্বম কি ?
অতি হাউসের ঝিধন
পাল্‌কীত্‌ তুইল্যা দিলাম
মাইয়া বড় ঘ্বমোর কাতর।

৬৩

কি কি জিনিষ আন্‌চেন গো নওশা মিয়া
হাঁজ্বর[১৮] করো দেকি ?
সবে জিনিষ আন্‌চি গো আকিবালি
সেংদ্বর ছাড়ছি দ্যাশে।
এত্ত নজ্জা[১৯] দিলেন গো, আকিবালি
ভরা সবার মাজে।
এত্ত দাদনী[২০] তুলমোঁ গো, আকিবালি
আপোন দ্যাশে যায়া।
এত্ত দাদনী তুলমোঁ গো, আকিবালি
জোড়া বাসর ঘরে।
কিবা দাদনী তুলবেন গো, নওশা মিয়া
ভাইবা যাইবে সাতে।
তোমার ভাইকে করমোঁ আকিবালি
গর্বর আকোয়াল[২১]।

কি কি জিনিষ আন্‌চেন গো, নওশা মিয়া
হাঁজ্বর করো দেকি।

সবে জিনিষ আন্‌চি গো, আকিবালি
সোনা ছাড়াদি দ্যাশে।
এত্ত নজ্জা দিলেন গো, আকিবালি
ভরা সবার মাজে।

এত্ত দাদনী তুলমোঁ গো, আকিবালি
আপন দ্যাশে যায়া,
এত্ত দাদনী তুলমোঁ গো, আকিবালি
জোড়া বাসর ঘরে।
কিবা দাদনী তুববেন গো, নওশা মিয়া
বাপ-বা যাইবে সাতে।
তোমার বাপোক আঁকমো গো, আকিবালি
বাইরা ঘরের মাজে।

কি কি জিনিষ আন্‌চেন গো, নওশা মিয়া,
হাজির করো দেকি ?
সবে জিনিষ আন্‌চি গো, আকিবালি
শাড়ী ছাড়ছি দ্যাশে।
এত্ত নজ্জা দিলেন গো, আকিবালি
ভরা সবার মাজে,
এত্ত দাদনী তুলমোঁ গো, আকিবালী
আপন দ্যাশে যায়া।
এত্ত দাদনী তুলমোঁ গো, আকিবালি !
জোড়া বাসর ঘরে।।

কি কি দাদনী তুলবেন গো, নওশা মিয়া !
বওনাই বা যাইবে সাতে
তোমার বওনাইওক আকমোঁ গো আকিবালি
চইতরা ঘরের মাজে।
একো হাতে ধরনোঁ গো নওশা মিয়ার,
কেচি কাটা চুল
আর এক হাতে ধরমোঁ গো, নওশা মিয়ার
বাবু পাইড়া ধুতি।

কি কি জিনিষ আন্‌চেন গো নওশা মিয়া
হাজির করো দেকি ।।

৬৪

নদীতে কুন্‌ তুফান বহে
আসতে যাইতে না পারি
বেহালেতে[২২] আইস্যাছি ।

আইন্যাছি আইন্যাছি গলার হার
বুক পকেটে রাইখ্যাছি
বেহালেতে আইস্যাছি ।

ওঠো রানী পরো হারো
চোখ মেল্যা দেখ্যা লি
ঢাকারো ছ্যাকর্যা[২৩] আমি
মেল [২৪] হৈয়্যা আইস্যাছি
বেহালেতে আইস্যাছি।

আইন্যাছি আইন্যাছি সিঁথ্যার সিন্দুর
নীচ পকেটে রাইখ্যাছি
ওঠো রানী পরহ সুন্দরী
চোখ মেল্যা দেখ্যা লি
বেহালেতে আইস্যাছি ।।

৬৫

পাল্‌কীর উপ্‌রে সোয়ার দামান
উন্নি[২৫] উড়ে বায়
বাবার দুলা সাহেব দুলা
বিয়া কইর্‌তে যায় ।
তোমড়া[২৬] নাচগ তোমড়া গাওগ । ঐ

বাবায় যদি ন আইয়েরে
অমল চদরি গিরির ঠমকেরে[২৭]
আউসের বিবির পনের[২৮] টেঁয়া
কে দিব বুঝাই রে। ঐ

ভাইয়ে যদি ন আইয়ে রে
অমল চদরি গিরির ঠমকেরে
আউসের বিবির পণের টেঁয়া
কে দিব বুঝাই রে। ঐ

মুন্সী যদি ন আইয়ে রে
অমল চদরি গিরির ঠমকে রে
আউসের বিবির পণের টেঁয়া
কে দিব বুঝাই রে। ঐ

চাচায় যদি ন আইয়ে রে
অমল চদরি গিরির ঠমকে রে
আউসের বিবির পণের টেঁয়া
কে দিব বুঝাই রে। ঐ

৬৬

সিনান করি খেড়ুল[২৯] ঝিয়াই
উঠে বৈসে শীতল পাটীত্ নারে।
দুধ লানি খাইয়া ঝিয়াই
হুতে শীতল পাটীত্ নারে।

আধারাইতে ঝিয়াইর
জামাইর গুরো[৩০] আইন্[৩১] না-রে,
মাই চাচী মিলিয়া হাইং
ঘরো তুলৈন্ না-রে।

এক্ এক্ করি চাইন[৩২] বিচারী
কি ধন্ আন্ছে না-রে।

মাই চাচীয়ে চাইয়া দেখেন
হাংগির ঝাপি হুদা না-রে।

খালি ঝাপি দেখি মাই চাচী
ঝাপি পালায়[৩৩] দূরে নারে।
গর্জিয়া তর্জিয়া মাই চাচী
দামান্দের বাপ্‌রে ডাকে না-রে।

কি চিজ আনিলা কউকা[৩৪]
আসিয়া উরুরে[৩৫] না-রে।

তলব্‌ হুনি দামান্দর বাপ্‌
আগে না আউগায় না-রে।
গর্জন হুনি দামান্দর চাচায়
ভালুকা তাপে ধরে না-রে।
এরে দেখি ঝিয়াইর মায়
গুর্‌কী[৩৬] কাড়ে রাও না-রে।

বাউ[৩৭] আথ্‌দি ধর্‌মু দামান্দর বাপের
কানে চাপি না-রে।
বাউ আথ্‌দি ধর্‌মু দামান্দর চাচার
কানে চাপি না-রে।
আদায় করিমু ঝিয়াইর
অগ্নিপাটের শাড়ী না-রে।
আদায় করিমু ঝিয়াইর
আছমান তেরা গরদ্‌ না-রে।
আদায় করিমু ঝিয়াইর
বত্তিশ অলংকার না-রে।
আদায় করিয়া লইমু
পান সন্দেশ বেতসা[৩৮] না-রে।
আদায় করিয়া লইমু
বান্দীর বথ্‌শিশ না-রে।

১। করে ২। কুলা ৩। বাকী ৪। শরীরে ৫। স্বর্ণকারের ৬। শাড়ী ৭। যুগীর অর্থাৎ তাঁতীর ৮। খোপায় পরার নানা অলংকার ৯। যে স্বর্ণের অলংকার তৈরী করে ১০। দোকানদার ১১। জুতা ১২। খাড়ু (পায়ে পরার অলংকার) ১৩। চরিত্রহীণ ১৪। যে দোকানদার রূপার অলংকার তৈরী করে ১৫। তাগা (বাজুতে ব্যবহৃত অলংকার) ১৬। বের করেন দেখি ১৭। আরও ১৮। উপস্থিত করো ১৯। লজ্জা ২০। প্রতিশোধ ২১। রাখাল ২২। বিশেষ অসুবিধাতে ২৩। ঢাকার স্বর্ণকার ২৪। এখানে দ্রুত অর্থে ২৫। পালকীর উপরের ঢাকনা ২৬। তোমরা ২৭। ঠাঁঠে ২৮। পনের টাকা ২৯। বিয়ের কন্যে ৩০। ঘরে ৩১। আসে ৩২। খুঁজে ফেলে দেয় ৩৪। বল ৩৫। কনের জন্যে ৩৬। রাগ করে কথা বলে না ৩৭। বাঁ হাথ ৩৮। বাতাশা।

কৌতুকের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ৬৮, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৪ ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৭, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১ ০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭ ও ১০৮ নং 'কৌতুকের গীত' গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ৬৭, ৭২, ও ৮৫ নং 'কৌতুকের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেম উদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ৬৯, ৮০, ৮৮, ও ৯৩ নং 'কৌতুকের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী জেলা থেকে ৭১, ৮৩, ৮৭, ৯৬, ও ১০৩ নং 'কৌতুকের গীত' গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী

বরিশাল জেলা থেকে ৮১ নং 'কৌতুকের গীত' টি সংগ্রহ করেছেন জনাব রফিক উল ইসলাম।

৬৭

আইব্যারির[১] মুখে নাই পান
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়,
কান্টায় আছে বৈরের[২] পাত
আইব্যারি পান বল্যা খায়।

আইব্যারির মুখে নাই চুন
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়,
কান্টায় আছে পেখের[৩] গু
আইব্যারি চুন বল্যা খায়।

আইব্যারির মুখে নাই খর
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়,
কান্টায় আছে আইঠ্যাল[৪] মাটি
আইব্যারি খর বল্যা খায়।

আইব্যারির মুখে নাই শুফারি[৫]
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়,
গোল্‌তে আছে খেজুরের আঁঠি
আইব্যারি শুফারি বল্যা খায়।

আইব্যারির মুখে নাই জর্দা
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়,
সোল্‌তে আছে ঝন্‌ঝেন্যার বিচি[৬]
আইব্যারি জর্দা বল্যা খায়।

৬৮

আইলচে কইনার ভাইয়া
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
গাচ কালাই মটরের ডাইল
শিয়াল ভাজা[৭] ভাত।

শিয়াল ভাজা ভাত রে
দাতোত্ নাগিল আসি,
শিয়ালের এ্যাকখ্যান ঠ্যাং নিয়া যায়া
পুজের[৮] তলোত্ বসিল।

কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল।।

আইলচে কইনার বাপ
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
গাচ কালাই মটরের ডাইল
কুত্তা[৯] ভাজা ভাত।

কুত্তা ভাজা ভাত রে
দাতোত্ নাগিল আসি,
কুত্তার এ্যাকখ্যান ঠ্যাং নিয়া যায়া
ঝোপের দুয়ারোত্ বসিল।

কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল।।

আইলচে কইনার চাচা
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
হড়হড়া[১০] খেশারীর ডাইল
বিলাই ভাজা ভাত।

বিলাই ভাজা ভাত রে
দাতোত্ নাগিল আসি
বিলাইর এ্যাক খ্যান গোস্ত নিয়া যায়া
খুলির[১১] মাতাত্ বসিল।

কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল।।

আইল্‌চে কইনার জ্যাটো
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
বুট কালাই মুশরির ডাইল
ব্যাঙ ভাজা ভাত।

ব্যাঙ ভাজা ভাত রে
দাতোত্‌ নাগিল আসি
ব্যাঙের একটা মাতা নিয়া যায়া
কউড়ের তলোত্‌[১২] বসিল।

কি ছিকো রে
জিবার পানি টপাস্‌ টপস্‌ পড়িল॥

আইল্‌চে কইনার ফুপা
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
জগোন্‌ নাত[১৩] ছিমার বিচির ডাইল
ডুরা[১৪] ভাজা ভাত।

ডুরা ভাজা ভাত রে
দাঁতোত্‌ নাগিল আসি,
ডুবার এ্যাকখ্যান খাপরি নিয়া যায়া
মাচার তলোত্‌ বসিল।
কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্‌ টপাস্‌ পড়িল॥

আইল্‌চে কইনার নানা
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
মুক চুল্‌কা শোরোংগের[১৫] ডাইল
গুইসাপ ভাজা ভাত।

গুইসাপ ভাজা ভাত রে
দাঁতোত্‌ নাগিল আসি,
গুইসাপের নাড়নড়ি[১৬] নিয়া যায়া
কাইন্‌চার[১৭] আউটালোত্‌ বসিল।

কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল ॥

৬৯

আধ্খান গুয়া
আধ্খান পান
বাটায় ভরিয়া গো
সেই না বাটা পাঠায় বেয়াইর বাড়ি। ধুয়া

সেই না বাটা
দেখিয়া গো
কন্যার না 'মাইজী,'
গোস্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... ...।

সেইনা বাটা
দেখিয়া গো
কন্যার না 'চাচীজি'
গোস্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... ...।

সেই না বাটা
দেখিয়া গো
কন্যার না 'মামীজি' গো
গোস্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... . ।

সেই না বাটা
দেখিয়া গো

কন্যার না "দাদী" গো
গোম্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... ...।

সেই না বাটা
দেখিয়া গো
কন্যার না 'নানী' গো,
গোম্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... ...।

সেই না বাটা
দেখিয়া গো
কন্যার না 'মই' গো,
গোম্বায় জ্বলিয়া বাটা
উষ্ঠায় ঘিরায় গো
আধ্খান ... ...।

৭০

ইকড়ারে[১৮] ঢেঁকি পিকড়ারে ঢেঁকি
খইলসা[১৯] মুঠি তিন পোয়া ধান
কি আলো ভাই রে !

সেই না বারা বানিতে
উটিয়া গ্যালো মাতার বিষ
কি আলো ভাই রে !

শ্বশুর হামার ওজা
ভাসুর হামার ওজা
দোওরা[২০] হামার ধরমের সাতি
কি আলো ভাই রে !

তাই সেন ঝাড়িয়া নামায়
হামার মাতার বিষ
কি আলো ভাই রে !

৫১

উঠান যাইন বইচে উঠান শোভা গাইনেরা
উঠান কি শোভা লাগে অ ধন বালিগ
উঠান শোভা লাগে—

জিংগাইয়া[২১] চাওচাইন দ্দুলার বাবার টাইন[২২]
ঢেলেনি বাজাইত জানে অধম বালিগ
হেই না কথা হুনি দুলার বাবায় গ
ঢোল যে তুলি নিল হাতে
অধন বালিগ—

উঠান[২৩] যাইন বইচে উঠান শোভা গাইনেরা[২৪]
উঠান কি শোভা লাগে অধন বালিগ।
উঠান শোভা লাগে—

জিংগাইয়া চাও চাইন দুলার জেডার টাইন
নাগারচিনি[২৫] বাজাইত জানে অধন বালিগ।
হেই না কথা হুনি দুলার জেডায় গ
ঐ যে নাগারচি তুলি নিল হাতে
অধন বালিগ—

উঠান যাইন বইচে উঠান শোভা গাইনেরা
উঠান কি শোভা লাগে অধন বালিগ
উঠান কি শোভা লাগে—

জিংগাইয়া চাওচাইন দুলার চাচার টাইন
বাঁশী নি বাজাইত পারে অধন বালিগ
হেই না কথা হুনি দুলার চাচায়
ঐ যে বাঁশী তুলি নিল হাতে
অধন বালিগ—

উঠান যাইন বইচে উঠান শোভা গাইনেরা
উঠান কি শোভা লাগে অধন বালিগ।
উঠান শোভা লাগে—

জিংগাইয়া চাওচাইন দ্দলার ভাইএর টাইন
বাতিনি[২৬] বাজাইত জানে অধন বালিগ
হেই না কথা হ্দনি দ্দলার ভাইয়ে
সোনার বাতি তুলি নিল হাতে
অধন বালিগ—

উঠান কি শোভা লাগে অধন বালিগ
উঠান শোভা লাগে।

৭২

উত্তর‍্যা ম্যাঘে ডাকেরে হাঁকে
পশ্চিম‍্যা ম্যাঘে রে পানি
কাহার ভিজিল জামা রে জোড়া
কাহার ভিজিল শাড়ী ?

হাসানের ভিজিল জামারে জোড়া
হাসিনার ভিজিল শাড়ী।
কিসে শ্দখাভো[২৭] জামা রে জোড়া
কিসে শ্দখাভো শাড়ী ?

রৈদে শ্দখাভো জামা রে জোড়া
বাঐ রে শ্দখাভো শাড়ী।

কিসে সাটাবো[২৮] জামা রে জোড়া
কিসে সাটাবো শাড়ী ?
বাক্সোতে সাটাবো জামা রে জোড়া
পেট্ম্যানে[২৯] সাটাবো শাড়ী।

৯—

৭৩

উলিপুর শওরে দামানদের
দমে[৩০] বাজিছে,
কয়া[৩১] প্যাটান তোমার
দয়ার শউড়িকে।

দেমো[৩২] দেমো টুপি
তইয়ার হইয়াছে,
গাইবান্দা শওরে তার
খইলপা[৩৩] বসিছে।

হাইজের চোটে
দামানদের আংগা[৩৪] ছিঁড়িছে,
কয়া প্যাটান তোমার
নিজা[৩৫] শউড়িকে।

তোমার গরাইলা[৩৬] দামানদে
আংগা ছিঁড়িছে,
অমপুর শওরের মইদে
খইল্পা বসিছে।

৭৪

এক মাইলান সাত ছাওয়ার মাও
মাইলেনী সই।
তবু মাইলান দোকিতে সোন্দোর
মাইলেনী সই।
তবু মাইলান ভরা যুয়ান
মাইলেনী সই।
চলিয়া আইসো দুলুচার[৩৭] ওপোর
মাইলেনী সই।

চলিয়া আইসো তোষগের ওপোর
মাইলেনী সই।

মাইলেনীর নাচ দেকিয়া জালুয়া জাল ছাড়ে
মাইলেনী সই।

৭৫

ও অহিম[৩৮] ভাইয়া রে
নাও নিয়া গ্যাল চোরে রে।
এ্যাকে তো শিমুল খুটার নাও
কাশিয়া[৩৯] বাড়ীত্ ঠাসিয়া থুনু[৪০] নাও,
কাশিয়ার মুড়ায় ভাসেয়া তুল্লে নাও,
ও অহিম ভাইয়া রে
নাও নিয়া গ্যাল চোরে রে। (২)

হ্যাংডা বাড়ীত্ ঘুসিয়া[৪১] থুনু নাও,
হ্যাংডার মুড়ায় ঘুতিয়া তুল্লে নাও,
ও অহিম ভাইয়া রে
নাও নিয়া গ্যাল চোরে রে। (২)

পানির তলোত্ ঘুসিয়া থুনু নাও
টেংনা মাচে ঘুতিয়া তুল্লে নাও,
ও অহিম ভাইয়া রে—
নাও নিয়া গ্যাল চোরে রে। (২)

৭৬

কইনার মাও রই বইতালী[৪২]
তাকে ব্যাচেয়া কিনচি নউকাটি[৪৩]।
সেনা নউকার শব্দে
চোরা আইলচে কাইনচাতে।।

সে না চোরার ভয়োতে
নউকা থুনু[৪৪] মুই বজরাতে।

বজরা নদীত্ হোলারে ব্যাঙ
কাটিয়া নিচে নউকার তলাখেন।

পচা মিস্তিরিক[৪৫] ডাকেয়া আন
জোড়েয়া[৪৬] দেউক তার তলা খেন।

৭৭

কনটই থাকি আইলেন রে জাইলানী
মাতায় কিসের খারি[৪৭] !
হামার মাতায় আচে রে সদাগর
ইচলা[৪৮] মাচের খারি।

উতি[৪৯] সারিয়া বইসো রে জাইলানী
আইষ্টা গোদায়[৫০] গাও,
উতি সারিয়া বইসো রে জাইলানী
সড়া[৫১] গোঁদায় গাও।

হামার বাসায় আচে রে জাইলানী
বাসনা করা ত্যাল,
হামার বাসায় আচে রে জাইলানী
বাসনা[৫২] করা ছাপোন[৫৩]।

তোমার বাসনা করা ত্যাল মাকলে রে সদাগর
বাবা হইবে রে গোসা,
তোমার বাসনা করা ছাপোন মাকলে রে সদাগর
ভাই বা হইবে গোসা।

৭৮

কালায়[৫৪] পাতাইচে ফাঁদ কালা
সিধুয়া পাতারে[৫৫] রে,
কালা যাইও না। (২)

সে না ফান্দে পরি গেইচে কালা
শালি গুয়া পাকী রে,
কালা যাইও না। (২)
ফান্দোতে পড়িয়া পাকী
করে দউড়া দউড়ি রে,
কালা যাইও না। (২)

সে না পাকী ধরি নিয়া গ্যালো
মজুমদারের পাইকে রে,
কালা যাইও না। (২)

গালার হার বাদা[৫৬] থুইয়া কালা
পাকী উদ্ধার করো না রে,
কালা যাইও না। (২)

শীষের সেদুর বাদা থুইয়া কালা
পাকী উদ্ধার করো না রে,
কালা যাইও না। (২)

হাতের বাজু বাদা থুইয়া কালা
পাকী উদ্ধার করো না রে,
কালা যাইও না। (২)

হাতের পংচি[৫৭] বাদা থুইয়া কালা
পাকী উদ্ধার করো না রে,
কালা যাইও না। (২)

৭৯

কি ছিকো[৫৮] রে ছিকো
পাত্তোরের ভাইয়ার ভ্যালকা[৫৯] খাওয়া দাত্
কি ছিকো রে ছিকো,
কুত্তার ভুরি বাজিয়া আছে তাত।

কি ছিকো রে ছিকো,
চেইচ[৬০] কোদালে চেচিয়া ফ্যালান দাত্
কি ছিকো রে ছিকো,
পাওরের দাদার বেজি খাওয়া দাত্
কি ছিকো রে ছিকো,
হাত্তির ভ্নড়ি বাজিয়া আছে তাত্
কি ছিকো রে ছিকো,
ন্যাত্রের[৬১] কোদালে চেচিয়া ফ্যালান দাত্।

৮০

কি পান আনিলো বেয়াই
তিন জনার[৬২] না পোষে,
এর্ লাগে মাইয়া লোকে
মোরে খালি দোষে।
কি পান আনিলো বেয়াই।।

আরি আইছৈইন পারি আইছৈইন
পান তামাউক তো দেওয়া,
পান তামাউক দেওয়া লাগে
নায় আর কুন্ মেওয়া।
কি পান আনিলো বেয়াই।।

আরি[৬৩] পরির মাঝে দেওয়া
পান আর চ্নন,
তেগি জাইরা[৬৪] অইতো
নয়া বেয়াইর গ্নণ।
কি পান.............।।

পান স্নপারী কম দিয়া
লাভ করিল কি,
মনে লয় কান মলি দিতাম
কানো লাগাই ঘি।
কি পান.............।।

পান তামাউক কম আঁনি
সভাত্ মাইলো মান্
কইনার ভাংগা কান্দা দিয়া
মলিয়া দিতাম কান।
কি পান.......... ॥

পান তামাউক কম আনি
কি কান্তাল[৬৫] ঘটায়,
হিল্দি[৬৬] মারি দাত ভাংতাম
চায় মোর মনটায়।
কি পান.......... ॥

ঠেংগোর তলে মাথা হারাই
দিতাম মনে কয় লাথ্,
কিয়ানোর[৬৭] উমানী[৬৮] বইতল
কয় ভাল্ মান্ষর জাত্।
কি পান.......... ॥

না পার্ছিন কইতো যদি
কইয়া নিতো কড়ি,
সভার মাঝে অনে কেনে[৬৯]
সর্মায় অউ[৭০] ঘড়ি।
কি পান.......... ॥

৮১

কুলা[৭১] ওড়ে, কটুয়া[৭২] ওড়ে আল্লা দুলফা[৭৩] ওড়ে
নসার গায় (২)

নসার চান্দের মায়রে লইয়া যায়
এসমাইল সদাগরের নায়। (২)

কুলা ওড়ে, কটুয়া ওড়ে আল্লা দুলফা ওড়ে
নসার গায়

নসার চান্দের মায়রে লইয়া যায়
সুলতান দারগার নায়। (২)

কুলা ওড়ে, কটুয়া ওড়ে আল্লা দুলফা ওড়ে
নসার গায় (২)
নসার চান্দের মায়রে লইয়া যায়
এসমাইল দারোগার নায়। (২)

৮২

গইল ঘর আটো ছোট, ঢেঁকির পাড় ছাপোড়,[৭৪]
কইনার মায় বাড়া বানা তুলিয়া পাচার[৭৫] কাপোড়।

বাড়া বান্‌মো নাতে কি
বাড়া ঝাড়মো নাতে কি
আশে পাশে দুইটা পার দেমোঁ নাতে কি !

গইল ঘর আটো ছোট, ঢেঁকির পাড় ছাপোড়,
কইনার ভাবী বাড়া বানে তুলিয়া হাঁটুর কাপোড়।

বাড়া বানমোঁ নাতে কি
বাড়া ঝাড়মোঁ নাতে কি
আশে পাশে দুইটা পাড় দেমোঁ নাতে কি।

গইল ঘর আটো ছোট, ঢেঁকির পাড় ছাপোড়,
কইনার চাচি বাড়া বানে ফেলিয়া বুকের কাপোড়।

বাড়া বান্‌মো নাতে কি
বাড়া ঝাড়মো নাতে কি
আশে পাশে দুইটা পাড় দেমোঁ নাতে কি।

গইল ঘর আটো ছোট, ঢেঁকির পাড় ছাপোড়,
কইনার বইনে বাড়া বানে ফেলিয়া মাতার কাপোড়।

বাড়া বানমো নাতে কি
বাড়া ঝাড়মো নাতে কি
আশে পাশে দুইটা পাড় দেমোঁ নাতে কি॥

৮৩

গাংগের না কূলে রুই[৭৬] আইলাম
হোনাইলা[৭৭] কুমড়ার চারা
অকি মাইল।

হুলের[৭৮] না আগায় ঢুলু মুলু করে
অকি মাইল, গোড়ায় কি ঝরে রওন
দুলার মারে দেই আইলাম
তাঁতিয়ার মালার গলা,
অমাইল তাঁতিয়ার মালার গলা,
গাংগেরঅনা কূলে রুই আইলাম
হোনাইলা কুমড়ার চারা
অকি মাইল।
হুলের না আগায় ঢুলু মুলু করে
অকি মাইল গোড়ায় কি ঝরে রওন।

দুলার জেডীরে[৭৯] দেই আইলাম
বারুইয়ার[৮০] পায় ঢুলে
অকি মাইল।
গাংগের অনা কূলে রুই আইলাম
হোনাইলা কুমড়ার চারা
অকি মাইল।

হুলের না আগায় ঢুলু মুলু করে
অকি মাইল গোড়ায় কি ঝরে রওন।

দুলার চাচীরে দেই[৮১] আইলাম
হোনাইরার[৮২] পায়ে ঢুলে
অকি মাইল।
গাংগের না কূলে রুই আইলাম
হোনাইলা কুমড়ার চারা
অকি মাইল।

হুলের না আগায় ঢুলু মুলু করে
অকি মাইল গোড়ায় কি ঝরে রওন।

দুলার ভাবীরে দেই আইলাম
দরজিয়ার[৮৩] পায়ে চুলে
অকি মাইল।

৮৪

চড়ইটা দেওনা ক্যান রে
কইনার ভাইয়ার আগে,
তাঁই সেন জানিবে জবো করিতে।

চড়ইটা দেওনা ক্যান রে
কইনার ভাবীর আগে
তাঁই সেন জানিবে কুটিতে।

খ্যাল[৮৪] খ্যান দেওনা ক্যান রে
কইনার বওনাইয়ের আগে
তাঁই সেন জানিবে কড়কা [৮৫] বানাইতে।

নার[৮৬] খ্যান দেওনা ক্যান রে
কইনার নানার আগে
তাঁই সেন জানিবে পাগড়ী বান্ধিতে।

গিলাটা দেওনা ক্যান রে
কইনার মামার আগে
তাঁই সেন জানিবে দোয়াত বানাইতে।
ঠ্যাং খ্যান দেওনা ক্যান রে
কইনার চাচার আগে
তাঁই সেন জানিবে কলোম বানাইতে।।

৮৫

চাকল চিকল পৈখর[৮৭] রে খানি
রুনু রেশম বান্দাও রে ঘাটে
নবগঞ্জ শহরে চাকরি কৈর‍্যা রে রুনু
বাঁশি পাইয়াছো দানে।

উপর পাটালে[৮৮] বাঁশি থ্ইয়্যা র্ন্,
নামো পাটালে বসে
এমন সময় র্ন্ তোমার
বাঁশি গ্যালো রে চোরে।

আপন ভালায় চাহ শিরি তুমি
বাঁশি ফেলিয়া দাও
নিজ ভালায় চাহ তুমি
বাঁশি ফেলিয়া দাও।

৮৬

চালে ধরে চাল কুমড়া
পাড়িয়া দিবে কে ?
কইনার মাও হইচে গোসা
অল্প কতাতে।

হাত ধরোঁ তোর পাও ধরোঁ
আইস্যেক বাড়িতে
মই জোড়া দিয়া পাড়ন্ কুমড়া
আঁদিয়া দিবে কে ?

চালে ধরে চাল কুমড়া
পাড়িয়া দিবে কে ?
কইনার বইন হইচে গোসা
অল্প কতাতে।

হাত ধরোঁ তোর পাও ধরোঁ
আইসেক বাড়িতে
মান্ষের[৮৯] হাতায় পাড়ন্ কুমড়া
আঁদিয়া দিবে কে ?

৮৭

চূন খাই ছিপাইয়া দাম্‌দে
নাচনা লই বইল
দামান বানা রশি রে।

হাপ্‌রী পিডা দেই দাম্‌ দে
জাবরী দি বইল
দামান বানা রশি রে।

পান খাই ছিপাইয়া দাম্‌দে
নাচনা লই বইল
দামান বানা রশি রে।

তেলের পিডা দেই দাম্‌দে
গাল ফুলাই রইল
দামান বানা রশি রে।

রাতা ছালন দেই দাম্‌দে
যাতা দি বইল
দামান বানা রশি রে।

ডাইল ভাত দেই দাম্‌দে
লেংডি ছাড়ি বইল
দামান বানা রশি রে।

৮৮

ঝাড়বাত্তির পশ রে
ঝিয়াইর রূপোর ঝলকে
ছাবাল[৯০] দামান্ধ মিয়ার
মাথায় চক্কর মারে না রে।

আবের না পাংখা দিয়া
বাও বাতাস কর রে
ছাবাল দামান মিয়ার
উষ্[৯১] ফিরি আউকো নারে।

বেতের না পাংখা দিয়া
বাও বাতাস কর রে,
ছাবাল দামান মিয়ার
উষ্ ফিরি আউলো নারে।

শাড়ীর আঞ্চল দিয়া
বাও বাতাস কর রে,
ছাবাল দামান মিয়ার
উষ্ ফিরি আউকো না রে।

পেসার[৯২] তলোর পানি দিয়া
দামানোর মাথা ধলাও[৯৩] রে
ছাবাল দামান মিয়ার
মাথা ঠান্ডা আউকো[৯৪] না রে।

তেতোই নরোম করি হারি
মাথাত্ ভরন দেও রে
ছাবাল দামান মিয়ার
মাথা ঠান্ডা অউকো না রে।

মেন্দি পাতা পিষি রে
মাথাত লেপি দেও রে
ছাবাল দামান মিয়ার
মাথা ঠান্ডা অউকো না রে।

শীঘ্রী না করি রে
ঠান্ডার যোগাড় কর রে
ছাবাল দামান মিয়ার
মাথা ঠান্ডা অউকো না রে।

৮৯

ঢাল খাইবে কাঁই রে বড়,
চেরোল খাইবে কে ?
অমপুর হাতে নাল[৯৫] চকি খ্যান,
সাইবে পটাইচে[৯৬]।

তাতে বসিবে কাঁই রে রজ,
তাত বসিবে কে ?
কইনার বাবায় বরের বাবায়
মিচিল[৯৭] খাইয়াচে॥

নেদেই[৯৮] চাটা বড়োই রে তুই
নেদাই খোর,
আইয়োরা[৯৯] সগলে কি তোর
বাবার চাকোর॥

ত্যাল দিয়া খারে বড়,
সেদুর দিয়া খা,
সেদুরের বদোলে তোর
মাক থুইয়া খা॥

হামার মাও বালি
দেইক্তে সোন্দোর
ক্যামোন করি থুইয়া খামোঁ
বাহার বান্দোত[১০০]॥

৯০

দামাদ সড়ক বান্দিয়া দেও রে
গড়াইলা[১০১] দামাদ রে
দামাদ দউড়া দউড়ি করমোঁ রে
গড়াইলা দামাদ রে॥

দামাদ খোলান[102] চেচিয়া দেও রে
গড়াইলা দামাদ রে ।।
দামাদ চেংগি[103] পেলিট খেলমো রে
গড়াইলা দামাদ রে ।।
দামাদ ডিগি[104] খুড়িয়া দেও রে
গড়াইলা দামাদ রে ।।
দামাদ ডুবা ডুবি করিমোঁ রে
দামাদ সতরা সতরি করিমোঁ রে
গড়াইলা দামাদ রে ।।
দামাদ গাও কচলা কচলি করিমোঁ রে
গড়াইলা দামাদ রে ।।

৯১

দুলাইর বাপের
নম্বা নম্বা বাওরি[105]
কি দুলাই রে
তাক দিয়া গইল শামটা যায় ।

কোন কাম কন্নু মুই
দুলেইক বিয়া দিয়া,
হাওসের বাওরি মোর
গইল শামটা হইলো ।

দুলাইর জ্যাটোর
পাইসনের[106] নাহান দাঁত,
তাক দিয়া কচু খোড়া যায়
কি দুলাই রে ।

কোন কাম[১০৭] কনু মুই
দুলেইক বিয়া দিনু
হাওসের দাঁত মোর
কচু খোড়া হইলো।

নিশির[১০৮] দাঁত মোর
কচু খোড়া হইলো।

দুলাইর ভাইয়ের
নম্বা নম্বা দাড়ি
তাক দিয়া কাইন্‌চা[১০৯] শামটা যায়
কি দুলাই রে।

কোন কাম কনু মুই
বইনোক্‌ বিয়া দিয়া,
হাওসের দাড়ি মোর
কাইন্‌চা শামটা হইলো।

দুলাইর চাচার
কোদালের নাহান দাঁত,
তাক দিয়া মাটি খোড়া যায়
কি দুলাই রে।

কোন কাম কনু মুই
ভাতিজিক বিয়া দিনু
হাউসের দাঁত মোর
মাটি খোড়া হইলো।

৯২

নবগাজিয়া[১১০] বাইগোন রে মোর
চটিত্‌ নাই ধার
বাইগোন গোন্দাইলো রে।

কইনার মায় আঁদে[112] বাগোন
পোয়ায় ঢালে ত্যাল্
বাইগোন গোঁন্দাইলো রে।

কইনার বাপে চাকে বাইগোন
দাড়িত্ ভরে ত্যাল
বাইগোন গোঁন্দাইলো রে।

৯৩

নয়া না দামান্ বা
শ্বশুড় বাড়ি গেলা বা
খাড়া অইলা পরোর ঘরোর পিছে রে
নয়া না দামান্ রে।

অনো থাকি দামান্ বা
নজর করি দেখেন্ বা
তান্ হুড়িয়ে উঠান হুরিয়া রে

নয়া না দামান্ রে।

খর্খরা[114] লইয়া বা
কোমর নয়াইয়া[115] বা
উন্দা[116] অইয়া উঠান হুরিয়া রে
নয়া না দামান্ রে।

উন্দা অইতে বা
বাজুর না কাপড় বা
হরিয়া[117] তান বুনি[118] বারৈ গেছে রে
নয়া না দামান্ রে।

এমোন লট্কিছে বা
যেমোন গাইয়া কদু বা
দেখি দামান্ গলা খাকি দিলো রে
নয়া না দামান্ রে।

দামান্দোর গলা থাকি বা
হড়ির কানো না পয়টে[১১৯] বা
লাজে দামান্ লোয়া কুকড় অইয়া রে
নয়া না দামান্ রে।

পুবোর ঘরোর পিছে বা
খাড়া অইয়া রইলা বা
হড়িয়ে উঠান হুরি হুরি রে
নয়া না দামান্ রে।

হুরি হুরি উঠান বা
কিনা কামো কইলা বা
বস্নাৎ করি পাদ মারি দিলা রে
নয়া না দামান্ রে।

পাদ মারে বাদে বা
উঠানো হুরা বা
আঞ্জম করি মাথা চুলা দিয়া রে
নয়া না দামান্ রে।

চাইয়া হড়ি দেখৈন বা
দামান্ উবাই[১২০] রইছৈন বা
দেখি টান্দি বাজু ঘুরি লাইলা রে
নয়া না দামান্ রে।

বাজু মুড়ি হড়ি বা
ঘোম্টা ঘাম্টা দিয়া বা
জিকাইন্ দামান্ আইলায় কোন সময় রে
নয়া না দামান্ রে।

দামান্দে হুনিয়া বা
হড়িরে কইলা বা
আইছি তোমার বস্নাতোর আগে রে
নয়া না দামান্ রে।

নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে গেন্‌,
নওশা মিয়ার আগে,
বাইর করি দেও আচ্‌লা[১২১] ঝোলা
নাচনী বিদ্যায় হউক।

কি করিস তোর আঁচলা ঝোলা
ঘরোত্‌ তুলিয়া থো,
কি করিস তোর আচলা ঝোলা
চাংগোত[১২২] তুলিয়া থো।

নাচে বেহুলা নাচে ভাল সোন্‌দোর রে।

নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে গেনু
নওশা মিয়ার আগে,
বাইর করি দেও শীষের সে'দুর
নাচনী বিদ্যায় হউক।
কি করিস তোর শীষের সে'দুর
উড়িয়ায় ভালা যাইবে রে।

নাচে বেহুলা নাচে ডাল সোন্‌দোর রে।

নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে গেনু
নওশা মিয়ার আগে,
বাইর করি দেও কানের কড়িয়া
নাচনী বিদ্যায় হউক।

কি করিস তোর কানের কড়িয়া
ভাংগিয়া ভালা যাইবে,
কইনার চাচীক পাইলে কাচে
দ্যাশে বা চলিয়া যাঁও রে।

নাচে বেহুলা নাচে ভাল সোন্‌দোর রে।

নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে গেন,
নওশা মিয়ার আগে
বাইর করি দেও গইলের গরু
নাচনী বিদ্যায় হউক।

কি করিস তোর গইলের গরু,
মরিয়া ভালা যাইবে,
কইনার মাক[124] পাইলে বা সাতে
দ্যাশে চলিয়া যাঁও রে।

নাচে বেহুলা নাচে ভাল সোন্‌দোর রে।

৯৫

ফ্যালাও গাবুর মুকের মল মল[126]
দেকুক সবার নোকে,
সালার [127] মাউগ হইচে রে গোসা
নাল সোনা না পায়
ক্যামোন করি দেমোঁ রে সোনা
দেইক্‌পে[128] সবার নোকে।। [129]

ফ্যালাও রে গাবুর মুকের মল মল
দেকুক সবার নোকে,
জ্যাস্তা[130] শউড়ি হইচে রে গোসা
মাল ছাপোন না পায়া।

ক্যামোন করি দেমোঁ রে ছাপোন
দেইক্‌পে সবার নোকে।।

ফ্যালাও রে গাবুর মুকের মল মল
দেকুক সবার নোকে

চাচী শউড়ি হইচে রে গোসা
ছাপোন দানী না পায়া
ক্যামোন করি দেমোঁ রে ছাপোন দানী
দেইক্‌পে সবার নোকে ।।

ফ্যালাও রে গাবুর মুকের মল মল
দেকুক্‌ সবার নোকে,
দাদী শউড়ি হইচে রে গোসা
মাতার ফাইল[১৩১] না পায়া ।।
ক্যামোন করি দেমোঁ রে মাতার ফাইল
দেইক্‌পে সবার নোকে ।
ফ্যালাও রে গাবুর মুকের মল মল
দেকুক্‌ সবার নোকে ।।

নানী শউড়ি হইচে রে গোসা
মজা গুয়া[১৩২] না পায়া
ক্যামোন করি দেমোঁ রে মজা গুয়া
দেইক্‌পে সবার নোকে ।।

ফ্যালাও রে গাবুর মুকের মল মল
দেকুক্‌ সবার নোকে,
মাইজলা শালী হইচে রে গোসা
মাতার ঘুমচি[১৩৩] না পায়া ।।

ক্যামোন করি দেমোঁ রে মাতার ঘুমচি
দেইক্‌পে সবার নোকে ।।

৯৬

ফুলবনে থাহ রে চিপাইয়া দামান
লেম্বু তলে রে কেন বে থালা,
ফুলবনে থাহ রে চিপাইয়া দামান
লেম্বু তলে রে কেন রে থালা,
পাঁকা লেম্বু থুইয়া রে ছিপাইয়া দামান
কড়া লেম্বু রে কেন ছিঁড় অ ।

তোমার বাবায় করছিল বড়াই গ বিবি
আঁর ভাই যাইছ্যা না দিত তরে বিয়া,
বাকস্ ভরা শাড়ী না পাই গ বিবি
হাইদ্যা দিল তরে বিয়া
যাইছ্যা দিল গ তরে বিয়া।।

বাটা ভরা টেঁয়া না পাই গ বিবি
হাইদ্যা দিল বিয়া
যাইছ্যা দিল বিয়া।।

অহন কেনে কান্দ গ বিবি
আঁরা সামনে বসি,
আঁরা বড় ঘরে বসি,
হক্কল বড়াই ভাঙ্গাইউম[১৩৪] গ আঁই
মায়ের হাতে দি।।

৯৭

বরের বাড়ির বইরেতি
এ্যাত্তো[১৩৫] ক্যানে আতি ?
কি করেন গাবরুর গোড়োত্[১৩৬]
আইসো[১৩৭] এ্যাক না এত্তি।

বরের তোমার ঠ্যাং দেগোল
মানান এ্যাকনাও নাই,
ছিক্কো গো কইনার মাও
নইজ্জায় মরি যাই।

এ্যামোন জামাই মিলাইছে[১৩৯] বাবা
সংগই[১৪০] ঘিন্ ঘিন্ করে,
গাটুম[১৪১] পুটুম জামাই তোমার
হাইট্তে উল্‌টি পড়ে।

ছিক্কো কি কইনার মাও,
ছিক্কো কি কইনার বাপ,
নইজ্জায় মরি যাই।

৯৮

বড়[১৪২] তোর
মোনে নাই রে,
আইয়ো[১৪৩] মিলেনী খরোচ
করিস্ নাই রে।

আর পসইরা[১৪৪] ভাতারীর ব্যাটার
মোনে নাইরে রে,
আইয়ো মিলেনী ত্যাল
আনিস্ নাই রে।

আর ত্যালী[১৪৫] ভাতারীর ব্যাটার
মোনে নাই রে,
আইয়ো মিলেনী কাপোড়
আনিস্ নাই রে।

আর খোট্টা[১৪৬] ভাতারীর ব্যাটার
মোনে নাই রে,
আইয়ো মিলেনী ছাপোন
আনিস্ নাই রে।

আর চন্দলি[১৪৭] ভাতারীর ব্যাটার
মোনে নাই রে,
আইয়ো মিলেনী উমাল[১৪৮]
আনিস্ নাই রে।

আর ন্যাতোর[১৪৯] ভাতারীর ব্যাটার
মোনে নাই রে,
আইয়ো[১৫০] ভোল্লানী জিনিস
আনিস্ নাই রে।

৯৯

বিনি বায় বাতাসে রে
ফুলের এ গোন্দ[১৫১] ছুটিচে
হামি আরো থাকিতে রে
তোর ভাবী মোচে[১৫২] গাও,
ভাবীর আচোল দিয়া রে
গাবরুর এ ঘাম মোচাইলো ।।

বিনি বায় বাতাসে রে
ফুলের এ গোন্দ ছুটিচে
হামি আরো থাকিতে রে
তোর বইনে ধোওয়ায় গাও
বইনের আচোল দিয়া রে
গাবরুর ভিজা গাও মোচাইলো ।।

হামি আরো থাকিতে রে
তোর নানী খোয়ায়[১৫৩] ভাতো
নানীর আচোল দিয়া রে
গাবরুর ও মুক মোচাইলো ।।

১০০

বিয়াই হামার
কি দিয়া খাইবে ভাত,
মুরুগ দিয়া খাইবে ভাত,
টোর টোরেয়া যাইবে তাত ।

বিয়াই হামার
কি দিয়া খাইবে ভাত
মাচ দিয়া খাইবে ভাত,
ডুবুয়া হয়া খাইবে তাত
বিয়াইনী হামার
কি দিয়া খাইবে ভাত ।

খাসি দিয়া খাইবে ভাত
ভ্যাত্ ভ্যাত্ করিবে তাত।
বিয়াইনী হামার
কি দিয়া খাইবে ভাত।

গরু দিয়া খাইবে ভাত্
চামড়া শুকি যাইবে তাত,
বিয়াইনী হামার
কি দিয়া খাইবে ভাত।

১০১

ভোমরি খুটার[১৫৪]
ভোমেরিয়া নাও
সোনা রে। (২)

আর বজরা নদীত্
থুইয়া [১৫৫] আনু নাও
সোনা রে। (২)

আর তাতে তো
সুবালী [১৫৬] বাও,
সোনা রে। (২)

আর এ্যাকে পাকে
ডুবি গ্যালো নাও,
সোনা রে। (২)

আর খাইক্‌লা মাচে
চিরি[১৫৭] দিলে নাও,
সোনা রে।

আর টেপা মাচে
গ্নুতি তোলে[১৫৮] নাও,
সোনা রে। (২)

১০২

ম্নুই কি জানো, ওটা কইনার বাবা হয়
ব্নুড়া কোদাল খ্যান হাতে দিন্ হয়
যাওয়া আইসা ঘাটা [১৫৯] খ্যান ছিলিয়া[১৬০] নিন্ হয়,
আলো চাউল ড্নুবার আণ্ডা[১৬১] সিদা দিন্ হয়।

ম্নুই কি জানো, ওটা কইনার ভাই হয়
ব্নুড়া ঝাঁটা খ্যান হাতে দিন্ হয়
যাওয়া আসা ঘাটা খ্যান শামটি[১৬২] নিন্ হয়,
আলো চাউল কুত্তার বাচ্চা সিদা দিন্ হয়।

ম্নুই কি জানো ওটা কইনার চাচা হয়
ছ্নুয়া ছালা[১৬৩] আইগনা[১৬৪] খ্যান শামটি নিন্ হয়,
আলো চাউল বেজির বাচ্চা সিদ্ দিন্ হয়।

ম্নুই কি জানো ওটা কইনার মামা হয়
ব্নুড়া ডালিটা হাতে দিন্ হয়
বাড়ীর পাচের পায়খানাটা ভালো কল্লে হয়,
ভ্যামো চাউল শিয়ালের বাচ্চা সিদা দিন্ হয়।

১০৩

রাস্তা দি আইব কইন্যাবই ভাই
পন্থে দি আইব দ্নুলারই ভাই
জাঙ্গাল দি আইব আঁর:
অবল চান্দের জামাই রে না।

কি দি দিব সরবত কইন্যারই ভাই
কি দি দিব সরবত দুলারই ভাই
কি দি দিব সরবত আর
অবল চান্দের জামাই রে না।

কি দি খাওয়াইব দুলারই ভাই
কি দি খাওয়াইব কইন্যারই ভাই
কি দি খাওয়াইব আঁর
অবল চান্দের জামাই রে না।

মুরগ দি খাওয়াইব কইন্যারই ভাই
গরু দি খাওয়াইব দুলারই ভাই
খাসি দি খাওয়াইব আঁর
অবল চান্দের জামাই রে না।

কোন ঘরঅ বইভাইব[১৬৫] কইন্যারই ভাই
কোন ঘরঅ বইভাইব দুলারই ভাই
কোন ঘরঅ বইভাইব আঁর
অবল চান্দের জামাই রে না।

চৌচালা ঘরঅ বইভাইব
কইন্যারই ভাই
আর চালা ঘরঅ বইভাইব
দুলারই ভাই
চৌমাল্যাতে বই ভাইব আঁর
অবল চান্দের জামাই রে না।

১০৪

শউড়ি[১৬৬] আউগিয়া দ্যায়
শিষ বালি[১৬৭] কান্চোন :
পেঁদো[১৬৮] শউড়ি সেঁদুর কোনা;
কাইল্কা বিয়ানা[১৬৯] আইস্পে[১৭০]
তোমার ঘটোক কোনা।

খাটোত্ যদি না চড়েন
সস্তা[171] পদুড়িয়া দেমোঁ দাগকোনা।
জামাই আইন্চে সোনা কোনা,
শউড়ি আউগিয়া দিচে নামকোনা,
পে'দো শউড়ি সোনা কোনা,
কাইল্কা বিয়ানা আইস্পে
তোমার ঘটোক কোনা।

খাটোত্ যদি না চড়েন
কাইদা[172] পড়িয়া দেমোঁ দাগকোনা।

জামাই আইন্চে মালা কোনা,
শউড়ি আউগিয়া দিচে গালা কোনা,[173]
পে'দো শউড়ি মালা কোনা,
কাইল্কা বিয়ানা আইস্পে
তোমার ঘটোক কোনা।

খাটোত্ যদি না চড়েন
পাস্তন[174] পদুড়িয়া দেমোঁ দাগ কোনা।
জামাই আইন্চে কাপোড় কোনা,
শউড়ি আউগিয়া দিচে কমোঙ্গ কোনা,
পে'দো শউড়ি কাপোড় কোনা,
কাইল্কা বিয়ানা আইস্পে
তোমার ঘঠোক কোনা।

খাটোত্ যদি না চড়েন
দাও পদুড়িয়া দেমোঁ দাগকোনা।।

১০৫

সোনা[175] মোর বরই রে।
নেও রে সেন ঝাপোর ঝাপোর
আরাজি[176] কাটিলে গাও,
সোনা মোর বরই রে।।

কালি ফজরে দিবেন
ভাড়ুয়ার[১৭৭] হাতে দাও
সোনা মোর বরই রে ।।

জাংগুলিয়া[১৭৮] ঘাটা খ্যান
ঝুড়িয়া ভালা দাও
সোনা মোর বরই রে ।।

দই দিনো[১৮০] খই দিনো
গামচায় বান্দিয়া নেও
সোনা মোর বরই রে ।।

না যান সোনার কানাই
বাগে[১৮১] বা ধরিয়া খায়
সোনা মোর বরই রে ।।

না যান সোনার কানাই
সাপে বা ধরিয়া খায়
সোনা মোর বরই রে ।।

তিস্তা নদীর বাতায়[১৮২] যায়া
হাচ্‌লায়[১৮৩] হাচ্‌লায় খাও
সোনা মোর বরই রে ।।

০৬

হাউসের বরু, মোর বিয়ায় সাজে রে
বরু তোর ভাবী সাজে আগে রে
হাউসের বরু, বিয়ায় সাজে রে ।।

শ্বশুর দ্যাশের নোকে[১৮৪] কইবে,
বরু তুই ছুক্‌রি আনছিস সাতে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ার সাজে রে ।।

ছুকরি আনছিস, ভালোই করছিস
বরু, তুই বসাও সবার মাজে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

থান চারি উমাল হইলে
বরু তোর ছুকরি বিদায় হইবে রে
হাউসের বর মোর, বিয়ার সাজে রে ।।

বরু, তোর নানী সাজে আগে রে ।।
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

শ্বশুর দ্যাশের নোকে কইবে
বরু তুই নটি[১৮৫] আনছিস সাতে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

নটি আনছিস, ভালয় করছিস
বরু তুই বসাও সবার কানিতু রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।

আনা চারিক পইসা হইলে,
বরু তোর নটি বিদায় হইবে রে,
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

বরু তোর ফুপু সাজে আগে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

শ্বশুর দ্যাশের নোকে কইবে,
বরু তুই নাচনি[১৮৬] আনচিস সাতে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।

নাচনি আনচিস ভালয় করচিস
বরু তুই নাচাও সবার মাজে রে
হাউসের বরু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

এক ট্যাকার নোট হইলে
বর‍ু তোর নাচনি বিদায় হইবে রে
হাউসের বর‍ু মোর, বিয়ায় সাজে রে ।।

১০৭

হাতে ধন‍ু কমরে চুরি[১৮৭]
পাকি মারা দামাদ রে
হামার দামাদে পাকি মারে
শওরে[১৮৮] বন্দোরে রে।

আনান[১৮৯] দিন দামাদে পাকি মারে
শওরে বন্দোরে রে
আইজ দামাদে পাকি মারে
নিজা শাউড়ীর আগে রে।

বন্দ‍ুকের আওয়াজে শাউড়ী
হালিয়া ঢ‍ুলিয়া পড়ে রে
আইজকা[১৯০] সিননিয়া দেকলাম আমি
নিজা শাউড়ীর নাচোন রে।

হাতে ধন‍ু কমরে চ‍ুরি
পাকি মারা দামাদ রে।

১০৮

হাত্তি যায় মোর আগে আগে
ঘোড়া যায় মোর পাচে রে,
হাত্তির উপর থাকিয়া দামান্দে
এ বন্দ‍ুক ছোঁড়াইল[১৯১] রে।

সে না বন্দ‍ুক যায়া পইলো[১৯২]
নিজা শউড়ীর আগে রে,
নিজা শউড়ী উঠিয়া বলে
কি হইল মোর কপালে রে।

থালি দিচি খোয়া[113] দিচি
বেটিক দিচি দানে রে,
তাতো দামান্দে আকুট[114] করে
হামারে[115] কারোনে রে।

হাত্তি যায় মোর আগে আগে
ঘোড়া যায় মোর পাচে রে,
হাত্তির উপর থাকিয়া দামান্দে
এ বন্দুক ছোঁড়াইল রে।।

সেনা বন্দুক যায়া পইলো
চাচী শউড়ীর আগে রে,
চাচী শউড়ী উঠিয়া বলে
কি হইল মোর কপালে রে।

সোনা দিচি, বালা দিচি
ভাস্তিক[116] দিচি দানে রে,
তাতো দামান্দে আকুট করে
হামারে কারোনে রে।

হাত্তি যায় মোর আগে আগে
ঘোড়া যায় মোর পাচে রে,
হাত্তির উপর থাকিয়া দামান্দে
এ বন্দুক ছোঁড়াইল রে।

সে না বন্দুক যায়া পইলো
দাদী শউড়ীর আগে রে
দাদী শউড়ী উঠিয়া বলে
কি হইল মোর কপালে রে।

বুতি[117] দিচি চাদর দিচি
নাত্নীক দিচি দানে রে,
তাতো দামান্দে আকুট করে
হামারে কারোনে রে।।

১। ঘটক ২। বরই (কুল) এর পাতা ৩। পাখীর মল ৪। এঁটেল মাটি ৫। শুপারি ৬। এক প্রকার জংলী শিমের বিচি যা পরিপক্ক হলে সামান্য বাতাসে ঝন ঝন শব্দ করে ৭। শিয়ালের মাংস ৮। পানের ঢিপির নীচে বসলো ৯। কুকুরের মাংস ১০। পাতলা ১১। বাড়ীর বাইরের অংশ ১২। দরজার নীচে ১৩। এক প্রকার লাল শিম ১৪। কচ্ছপ ১৫। এক প্রকার ডাল ১৬। নাড়ি-ভুড়ি ১৭। বাড়ির পিছনের আড়ালে ১৮। ঢেঁকি সাধারণত খুব ভারী, কিন্তু এখানে রসিকতা করে ঢেঁকিকে হাল্কা করা হয়েছে ১৯। ছোট মুঠি ২০। দেবর আমার ধর্মের সাথী ২১। জিজ্ঞেস করে ২২। নিকটে ২৩। উঠানে বসেছে ২৪। গায়কেরা ২৫। এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ২৬। এক রকম বাদ্যযন্ত্র ২৭। শুকাবো ২৮। ঢুকাবো ২৯। বড় বাক্স ৩০। অস্থিরতা প্রকাশ অর্থে ৩১। বলে পাঠাও ৩২। দেব দেব ৩৩। দর্জি ৩৪। জামা ৩৫। আপন ৩৬। তোমার উপযুক্ত জামাই জামা ছিঁড়েছে ৩৭। তক্তপোষ ৩৮। রহিম ৩৯। কাশফুলের জঙ্গল ৪০। ঠেসে লুকিয়ে রাখলাম ৪১। লুকিয়ে রাখলাম ৪২। চরিত্রহীনা ৪৩। নৌকা ৪৪। রাখলাম ৪৫। মিস্ত্রির নাম ৪৬। জোড়া লাগিয়ে দিক ৪৭। মাছ রাখার ঝুড়ি ৪৮। চিংড়ি মাছ ৪৯। ওদিকে ৫০। গন্ধ হয় ৫১। মাছ মারার সময়ে সমস্ত শরীরে মাছের মতই গন্ধ হয় ৫২। সুগন্ধি ৫৩। সাবান ৫৪। প্রেমিক ৫৫। নির্জন প্রান্তরে ৫৬। বাঁধা ৫৭। হাতের এক রকম গয়না ৫৮। ছি ছি ৫৯। বিশ্রী দাঁত ৬০। বাঁশের উপরের আবরণ অত্যন্ত ধারালো হয় এবং তা দিয়ে অনেক কিছু কাটা হয়, এই আবরণকেই চেইচ বলা হয়েছে ৬১। মেথরের কোদাল ৬২। এর জন্যে ৬৩। লোকজন ৬৪। প্রকাশ হতো ৬৫। কি ঘটনা ৬৬। ঢিল দিয়ে ৬৭। কিসের ৬৮। অহংকার ৬৯। এখন কেন ৭০। এই সময় ৭১। বর বরণ করার সময়ে ধান, দূর্বা, প্রদীপ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত কুলা বরের মুখের সামনে ঘুরিয়ে নেয়াকে এখানে কুলা ওড়ে বলা হয়েছে ৭২। ঐ একই ভাবে কৌটা (সম্ভবত সিঁদুরের কৌটা) ঘুরিয়ে আনাকে কৌটা ওড়ে বলা হয়েছে ৭৩। দূর্বা ঘাস। বর বরণের সময়ে বরের গায়ে দূর্বা ঘাস ছিটিয়ে দেয়াকে দূর্বা ওড়ে বলা হয়েছে। ৭৪। নীচু ৭৫। পাছার ৭৬। রোপণ করে ৭৭। সোনার ৭৮। ফুলের ৭৯। জেঠিরে ৮০। যারা পানের বর করে ৮১। দেখে ৮২। সোনার জিনিস যে বানায় ৮৩। দরজি ৮৪। চামড়া ৮৫। চামড়া দিয়ে তৈরী বাদ্য যন্ত্র ৮৬। নাড়ি-ভুড়ি ৮৭। সুন্দর পুকুর ৮৮। উপরের ঘাটে ৮৯। মানুষের দ্বারা ৯০। ছেলে মানুষ অর্থাৎ অল্প বয়সী ৯১। জ্ঞান ফিরে আসুক ৯২। প্রস্রাবখানার পানি ৯৩। ধোয়াও ৯৪। হোক ৯৫। লাল চকি ৯৬। পাঠিয়েছে ৯৭। মানিয়েছে ৯৮। হাজার তিরস্কারেও যে কিছু মনে করে না ৯৯। যারা বিয়ের সময়ে কন্যাকে সাজায় ১০০। বাড়ীর বাইরে ১০১। যুবক ১০২। ঘরের বহির্ভাগের চতুদিক

১০৩। এক রকম খেলা ১০৪। পুকুর ১০৫। মাথার লম্বা চুল ১০৬। নিড়ানীর মতো দাঁত ১০৭। আমি কি কাজ করলাম ১০৮। নিশি এক প্রকার পাউডার যা যুবতীরা দাঁতে লাগায় ১০৯। বাড়ির পিছন দিক ১১০। নবগঞ্জের বেগুন ১১১। বেগুন গন্ধ করলো ১১২। রাঁধে ১১৩। শ্বশুর বাড়ী ১১৪। ঝাড়ু ১১৫। কোমড় বাঁকিয়ে ১১৬। খালি গায়ে ১১৭। সরে গিয়ে ১১৮। স্তন ১১৯। পৌঁছায়নি ১২০। সামনে দাঁড়িয়ে ১২১। দান সামগ্রী ১২২। ছাদে তুলে রাখ ১২৩। উড়ে যাবে ১২৪। কানের গয়না ১২৫। কনের মাকে ১২৬। আবরণ ১২৭। শ্যালকের স্ত্রী ১২৮। দেখবে ১২৯। সভার লোকে ১৩০। জ্যেঠা শাশুড়ী ১৩১। মাথার ফিতা ১৩২। কাঁচা শুপারী ১৩৩। চুল বাঁধা ফিতা ১৩৪। ভেঙে দেব ১৩৫। এতো রাত কেন ১৩৬। নিকটে ১৩৭। এদিকে একটু এসো ১৩৮। লজ্জায় ১৩৯। মিলেছে ১৪০। সকলে ১৪১। খাট ১৪২। বর ১৪৩। আইয়োদের জন্য খরচ ১৪৪। যার স্বামী মাথায় পসরা সাজিয়ে নানা জিনিস বিক্রি করে ১৪৫। এমন মহিলা যার স্বামী তেলী ১৪৬। এমন মহিলা যার স্বামী মুচি ১৪৭। এমন মহিলা যার স্বামী চুলি ১৪৮। রুমাল ১৪৯। মেথরের স্ত্রীর ১৫০। আইয়োদের ভোলাবার জন্য ১৫১। গন্ধ ১৫২। মোছে ১৫৩। খাওয়ায় ১৫৪। এক প্রকার কাঠ ১৫৫। রেখে এলাম ১৫৬। দক্ষিণা বাতাস ১৫৭। দু টুকরো করে দিল ১৫৮। নীচে ঠেলা দিয়ে তোলে ১৫৯। রাস্তা ১৬০। সমান করে ১৬১। কচ্ছপের ডিম ১৬২। ঝাড়ু দেয়া ১৬৩। অপরিষ্কার ১৬৪। উঠান ১৬৫। বসাব ১৬৬। শাশুড়ী ১৬৭। সিঁদুর ১৬৮। পরিধান কর ১৬৯। সকালে ১৭০। আসবে ১৭১। সরতা গরম করে দাগ দেব ১৭২। ধান কাটার অস্ত্র ১৭৩। গলা ১৭৪। নিড়ানী ১৭৫। বরকে সোনা বলা হয়েছে ১৭৬। এক প্রকার ঘাস (বিন্যা জাতীয়) ১৭৭। স্ত্রীর গোলামী করে যে স্বামী ১৭৮। জংগলে পরিপূর্ণ রাস্তা ১৭৯। পরিষ্কার করে দাও ১৮০। দিলাম ১৮১। বাঘে ১৮২। ধারে ১৮৩। আঁজলা ভরে ১৮৪। লোকে ১৮৫। খারাপ মেয়ে ১৮৬। নর্তকী ১৮৭। ছুরি ১৮৮। শহরে ১৮৯। অন্যান্য দিন ১৯০। আজ মাত্র ১৯১। ছুঁড়িল ১৯২। পড়লো ১৯৩। বাটি ১৯৪। আবদার করে ১৯৫। আমার জন্য ১৯৬। ভাস্তিকে দিয়েছি ১৯৭। ধুতি

কনে বিদায়ের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৫, ও ১২৭ নং 'কনে বিদায়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে ১১০, ১২০ ও ১২৬ নং 'কনে বিদায়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ১১৬ নং 'কনে বিদায়ের গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী জেলা থেকে ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৪ ও ১২৮ নং 'কনে বিদায়ের গীত'গুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তাজা আলী।

ঢাকা জেলা থেকে ১১১ নং 'কনে বিদায়ের গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর।

১০৯

আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল[১] বা শ্যামোল
মাজিয়া[২] দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্‌কী
বাপের[৩] ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
বাপের ময়াল
মার বা কোল খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্‌কী
ভাইয়ের ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
ভাইয়ের ময়াল
ভাবীর বা কোল খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্‌কী
চাচার ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
চাচার ময়াল
চাচীর কোল বা খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্‌কী
জ্যাঠোর ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
জ্যাটোর ময়াল
জেটেইর কোল বা খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলোঁ গো পাল্কী
দাদার ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
দাদার ময়াল
দাদীর কোল বা খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্কী
ফুবার[৪] ময়াল দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
ফুবার ময়াল
ফুব্‌্রে[৫] কোল বা খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি
আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্কী
নানার ময়াল[৬] দ্যাকি।

কিবা দেইকমোঁ
নানার ময়াল
নানীর কোল বা খালি।
আইগ্‌না দ্যাকোঁ
শ্যামোল বা শ্যামোল
মাজিয়া দ্যাকোঁ খালি

আস্তে আস্তে তোলো গো পাল্কী
বওনাইর ময়াল দ্যাকি
কিবা দেইকমোঁ
বওনাইর ময়াল
বইনের কোল বা খালি।

১১০

আওলার বিহ্যা
আওলার বিহ্যা
সাত নদীর পারে রে
ওরে আমার আওলা রে।

আওলার মা কান্দে
আওলার মা কান্দে
ক্ষীর থালি লিয়্যা রে
ওরে আমার আওলা রে।

আওলার বাপ কান্দে
আওলার বাপ কান্দে
হালের মুঠা ধৈর‍্যা রে
ওরে আমার আওলা রে।

আওলার বহিন কান্দে
আওলার বহিন কান্দে
মিষ্টির থালি লিয়্যা রে
ওরে আমার আওলা রে।

আওলার ফুফু কান্দে
আওলার ফুফু কান্দে
পিঠার থালি লিয়্যা রে
ওরে আমার আওলা রে।

১১১

আগে যদি জানতাম লো ময়না তোমারে নিব পরে,
ওকি সুন্দর ময়না লো,
পাটার চন্দন পাটায় থুইয়া তোমারে নইতাম কোলে,
সুন্দর ময়না লো।

আগে যদি জানতাম ময়না তোমারে নিব পরে,
নোটের বারা নোটে থুইয়া তোমারে নইতাম বোকে[৭]
ওকি সুন্দর ময়না লো।

ময়নার মায় ডাকে, ময়না লো ময়না,
ময়না নাই ঘরে
কি সুন্দর ময়না লো।

কোন খানি গোসামের[৮] বেটা ময়নারে করচে পাগল
ওকি সুন্দর ময়না লো
কোন খানি চাকরের বেটা ময়নারে করচে পাগল,
ওকি সুন্দর ময়না লো।

ময়নার বিয়ার পণের টাকা লইয়া কইলজ্যা[৯] কইরলাম কালা,
কি সুন্দর ময়না লো।

১১২

আয়না নাগা পাল্কী
বালি[১০] তুই চড়েক[১১] ধেরে ধেরে
যদি আয়না ভাংগে রে বালি
তুই হইবে গুনাগারো।।

এ্যাকো আইতের জন্নে রে বালি
তোর ভাই বউক থ্ইয়া যাইস বাদা[১২]।
আয়না নাগা পালকী
বালি তুই চড়েক ধেরে ধেরে
যদি আয়না ভাংগে রে বালি
তুই হইবে গ্নাগারো॥

এ্যাকো আইতের জন্নে রে বালি
তোর বইনোক থ্ইয়া যাইস বাদা।
আয়না নাগা পালকী
বালি তুই চড়েক ধেরে ধেরে
যদি আয়না ভাংগে রে বালি
তুই হইবে গ্নাগারো।
এ্যাকো আইতের জন্নে রে বালি
তোর নানীক থ্ইয়া যা বাদা।

আয়না নাগা পাল্কী
বালি তুই চড়েক ধেরে ধেরে
যদি আয়না ভাংগেরে বালি
তুই হইবে গ্নাগারো।
এ্যাকো আইতের জন্নে রে বালি
তোর বড়ো মাওক থ্ইয়া যা বাদা॥

১১৩

ওট্ ওট্[১৩] ঝালের বালি[১৪] ও
ঝাড়িয়া বান্দো ক্যাশো।
পরোদ্যাশে যাবার কালে
সোনাইলা[১৫] দেমোঁ সাতে।

ওট্ ওট্ ঝালের বালি ও
ঝাড়িয়া পেন্দ শাড়ী
পরোদ্যাশে যাবার কালে
কাঁইয়া[১৬] দেমোঁ সাতে।

ওট্ ওট্ ঝালের বালি ও
শীষ বা মান্জোন[১৭] কর
পরোদ্যাশে যাবার কালে
পশইরা[১৮] দেমোঁ সাতে।

ওট্ ওট্ ঝালের বালি ও
খোপা বা হাতে বান্দো
পরোদ্যাশে যাবার কালে
মালি[১৯] দেমোঁ সাতে।

১১৪

কইন্যার বাবার ঘাটায় রে
ফুল বৃক্ষির গাছে রে
বৃক্ষির মেইল্ছে ঠাইল
আকাশে আর পাতালে
হেই না ঠাইল ধরি
কান্দে আরশের আব্বায় রে।

কইন্যার বাবার ঘাটায় রে
ফুল বৃক্ষির গাছ রে
বৃক্ষির মেইল্ছে ঠাইল
আকাশে আর পাতালে
হেই না ঠাইল ধরি
কান্দে আরশের জেডায় রে।

কইন্যার বাবার ঘাটায় রে
ফুল বৃক্ষির গাছ রে
বৃক্ষির মেইল্ছে ঠাইল
আকাশে আর পাতালে
হেই না ঠাইল ধরি
কান্দে আরশের চাচায় রে।

কইন্যার বাবার ঘাটায় রে
ফুল বৃক্ষির গাছ রে
বৃক্ষির মেইল্‌ছে ঠাইল
আকাশে আর পাতালে
হেই না ঠাইল ধরি
কান্দে আরশের নানায় রে।

১১৫

কানচা[২০] বাঁশের চাকোর চাইলোন
ঘিউয়ের পন্‌চো বাতি
ঘর হাতে বারাইতে আইয়ো
করে ঝলমল।

বাঁশির সুরে আইয়োর
আউলাইলো পরান
ঘাটাত্‌ বসি বাজান বাঁশি
তক্‌তোত বসি শুনি।

মাওয়ের কান্‌দোন ওলাঝোলা
বইনের কান্‌দোন সার
ধেরে[২১] ধেরে হাকান গো গাড়ি
তোমার বইনের কান্‌দোন শুনি।

তোমার বইন করুণ[২২] করে কইন্যা
কিসের গুণ[২৩] তুলিয়া ?
হামার বইন করুণা করে
আরাইতের[২৪] গুণ তুলিয়া।

কানচা বাঁশের চাকোর চাইলোন
ঘিউয়ের পন্‌চো বাতি
ঘর হাতে বারাইচে আইয়ো
করে ঝলমল।

বাঁশির সুরে আইয়োর
আউলাইলো পরান
ধেরে ধেরে হাকান গো গাড়ি
তোমার ভাবীর কান্‌দোন শুনি।

তোমার ভাবী করুণা করে কইন্যা
কিসের গুণ তুলিয়া ?
হামার ভাবী করুণা করে
ডাকের গুণ তুলিয়া।

১১৬

খেড়ুল ঝিয়াইর মায়ে গো
ঝিয়াই কোরো[২৫] লইয়া গো
কান্দন করেন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার ঝিয়াই আমার
কেমনে দিমু পরারে সপিয়া।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি ঝিব্‌লা[২৬] ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

খেড়ুল ঝিয়াইর চাচীয়ে গো
ঝিয়াই কুরে লইয়া গো
কান্দন করেন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার ঝিয়াই আমার
কেম্‌নে দিমু পরারে সপিয়া।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি ঝিব্‌লা ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

খেড়্‌ল ঝিয়াইর মইয়ে গো
ঝিয়াই কুরে লইয়া গো
কান্দন করৈন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার ভইন ঝি কেম্‌নে দিম্‌
পরার ঘরে গো।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি যিব্‌লা ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

খেড়্‌ল ঝিয়াইর মামীয়ে গো
ঝিয়াই কুরে লইয়া গো
কান্দন করৈন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার ভাগ্‌নী কেম্‌নে দিম্‌
পরারে সপিয়া গো।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি যিব্‌লা ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

খেড়্‌ল ঝিয়াইর নানী গো
নাতিন কুরে লইয়া গো
কান্দন করৈন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার নাতিন গো কেম্‌নে দিম্‌
পরারে সপিয়া।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি যিব্‌লা ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

খেড়ুল ঝিয়াইর দাদী গো
নাতিন কুরে লইয়া গো
কান্দন করৈন বিলাপ করিয়া,
এত দয়ার নাতিন গো কেম্‌নে দিমু
পরারে সপিয়া।

বেটি অইয়া জনম গো
লইছি যিব্‌লা ভবে গো,
একদিন যাওয়া লাগ্‌বো
পরার ঘরে গো।

১১৭

চইতোর[২৭] পাকে ব্যাতের আড়া
আলিপোন[২৮] জুড়চে খেলা
আলিপোন যাইবে পরোদ্যাশে[২৯]
সংগে যাইবে কেটা।

ভাইয়ের আগে করমৌ গো করুণা
ভাবীক নেমো সাতে
একো আইতের[৩০] জন্নে গো ভাইয়া
ভাবীক দেও সাতে।

নিরবুজ[৩১] বইনো অবুজ কতা
পরদেইশা নোকে গো কইবে
দাসী আনচে সাতে।
দাসী নোঁয়ায় বাঁদী নোঁয়ায়
ভাবীক আনচি সাতে।

চইতোর পাকে ব্যাতের আড়া
আলিপোন জুড়চে খেলা।
আলিপোন যাইবে পরো দ্যাশে
সংগে যাইবে কেটা।

দাদার আগে করমো গো করুণা
দাদীক নেমো সাতে
একো আইতের জন্নে গো দাদা
দাদীক্ দেও সাতে।

নিরবুজ বইনো অবুজ কতা
পর দেইশা নোকে গো কইবে
দাসী আনচে সাতে।
দাসী নোঁয়ায় বাঁদী নোঁয়ায়
দাদীক্ আনচি সাতে।

চইতোর প্যাকে ব্যাতের আড়া
আলিপোন যাইবে পরো দ্যাশে
সংগে যাইবে কেটা।

১১৮

চিক্কন মাঞ্জা চুলি পাড় দুতি গ আঁর
বাতাসে টলনা মলনা করে
বারন ফিরন দুপ্পুর৩২ বালা
বাবাজী য়ে তুইল্ল্যা নৌকায়
বাবাজী য়ে কান্দন করে।

জ্বলন্তি জ্বলন্তি আঁর বাবাজীর দেশ
হোনা না মুক্তা রইছে রে
আঁর সোয়ামীর দেশ।

চিক্কন মাঞ্জা ফুল পাইরা সারিগ আঁর
বাতাসে টলনা মলনা করে
বারন ফিরন দুপ্পুর বালা
চাচাজী য়ে তুইল্ল্যা গ নৌকায়
চাচায় কান্দন করে।

জ্বলন্তি জ্বলন্তি আঁর চাচাজীর দেশ
হোনা না মুক্তা রইছে রে
আঁর সোয়ামীর দেশ।

চিক্কন মাঞ্জা পাতা রঙের গাগ্‌রীগ আঁর
বাতাসে টলনা মলনা করে
বারন ফিরন দুপুর বালা
মায় অ তুইল্ল্যা নৌকায়
মায় রোদন করে।

জ্বলন্তি জ্বলন্তি আঁর মায়ের দেশ
হোনা না মুক্তা রইছে রে
আঁর সোয়ামীর দেশ।

চিক্কন মাঞ্জা কাল রঙের বোরখাগ আঁর
হাওয়ায় টলনা মলনা করে
বারন ফিরন দুপুর বালা
ভাইজ্যানে তুইল্ল্যা গ নৌকায়
ভাইজ্যান কান্দন করে।

জ্বলন্তি জ্বলন্তি আঁর ভাইজ্যানের দেশ
হোনা না মুক্তা রইছে রে
আঁর সোয়ামীর দেশ।

১১৯

চিক্কন মাঞ্জা চুলি পাড় দুতি
বাতাসে টলমল গ করে,
বরণ[৬৩] কিরণ দুপুইর‍্যা বালা
আঁর বাবা পালকীত্ তুলি গ দিল।

জ্বলক[৩৪] জ্বলক জ্বলতি আগুন গ
ঐ গ, জ্বলেকি আঁর আপনা ভাইয়ের দেশে,
হোনা জ্বলে রূপা জ্বলে
ঐ গ, জ্বলেকি সোয়ামীর দেশে।

চিক্‌কন মাঙ্গা চুলি পাড় দুতি
বাতাসে টলমল গ করে,
বরণ কিরণ দুপুইর‍্যা বালা
আঁর জেডাজী পালকীত্‌ তুলি গ দিল।
জ্বলক জ্বলক জ্বলতি আগুন গ
ঐ গ, জ্বলেকি আঁর আপনা ভাইয়ের দেশে,
হোনা জ্বলে রূপা জ্বলে
ঐ গ, জ্বলেকি সোয়ামীর দেশে।

চিক্‌কন মাঙ্গা চুলি পাড় দুতি
বাতাসে টলমল গ করে
বরণ কিরণ দুপুইর‍্যা বালা
আঁর চাচী গ পালকীত্‌ তুলি গ দিল।
জ্বলক জ্বলক জ্বলতি আগুন গ
ঐ গ, জ্বলেকি আঁর আপনা ভাইয়ের দেশে,
হোনা জ্বলে রূপা জ্বলে
ঐ গ, জ্বলেকি সোয়ামীর দেশে।

চিক্‌কন মাঙ্গা চুলি পাড় দুতি
বাতাসে টলমল করে,
বরণ কিরণ দুপুইর‍্যা বালা
আঁর নানী গ পালকীত্‌ তুলি গ দিল।
জ্বলক জ্বলক জ্বলতি আগুন গ
ঐ গ, জ্বলেকি আঁর আপনা ভাইয়ের দেশে,
হোনা জ্বলে রূপা জ্বলে
ঐ গ, জ্বলেকি সোয়ামীর দেশে।

১২০

ঝাইড়্যা না বান্ধো কামিনী গো
ও কামিনী লম্বা মাথার কেশো
যাইতে না হৈবে কামিনী গো
পদ্মা নদীর পারে।

আদ্ধেক রাস্তা যায়্যা কামিনী গো
ও কামিনী গো, ক্ষিধ্যার মালুম হয়
সামনে না আছে কামিনী গো
নবাবগঞ্জ শহর।

সেই শহরের মিষ্টি কামিনী গো
ও কামিনী, তোমারে খাওয়াবো,
ঝাইড়্যা না বান্ধো কামিনী গো
ও কামিনী লম্বা মাথার কেশো
যাইতে না হৈবে কামিনী গো
পাগলা নদীর পারো।

আদ্ধেক রাস্তা যায়্যা কামিনী গো
ও কামিনী, পিপাসার মালুম হয়,
সরস রাস্তা যায়্যা কামিনী গো
ইন্দারা খুঁড়াইবো।
সেই ইন্দারার পানি কামিনী গো
তোমাকে খাওয়াবো।

১২১

বাইচালী খেলে গ কইন্যা
সোনার তীর্থের খাড
নায়ের জলকে বিবি
জ্বলি জ্বলি উডে।

পাল্‌কির জব্‌লকে[৩৫] গ কইন্যা
কান্দি কান্দি উডে
এহন কেনে কান্দ গ বিবি
আঁর পাল্‌কিত বই।

তোঁয়ার বাবায় লইছে টেঁয়া
পাল্লায় তুলি।

লইছে লইছে রে টেঁয়া সাধু
খাইছে তুগ লোকে।
ধান না চাউল না সাধু
তুল্যা রাখিত আঁরে
লোকের গঞ্জনায় বাবায়
পাল্‌কিত তুল্যা দিছে।

এহন কেন কান্দ গ বিবি
আঁর পাল্‌কিত বই
তোঁয়ার ভাইয়ে লইছে গ জিনিস
বাস্‌ক ভরি।

লইছে লইছে রে জিনিস সাধু
দিছে তোঁয়ার বাড়ি
লোকের গঞ্জনায় বাইয়ে
পাল্‌কিত তুইল্যা দিছে।

১২২

মইদান[৩৬] পাথর পাইরে বাবায়
বৃক্ষি লাগায় বইয়া বইয়া,
আঁর কুলের বাছাই যাইতে
বৃক্ষি[৩৭] তোমরা দিও ছায়া।

ছাড় ছাড় গ ঝি ধন
আব্বাজীর কোল,
তুমি ঝি ধন হইছলা গ
আগ্‌নেরি জ্বালা গ।

তুমি ঝি ধন হইছলা গ
কলংকেরি ডালা গ,
তুমি ঝি ধন যাইবা গ
পরের ঘরে।

মইদান পাথর পাইয়ারে জেডায়
বৃক্ষি লাগায় বইয়া বইয়া
আঁর কুলের বাছাই গ যাইতে
বৃক্ষি তোমরা দিও ছায়া।

ছাড় ছাড় গ ঝি ধন
জেডাজীর কোল,
তুমি ঝি ধন হইছলা গ
আগ্‌নেরি জ্বালা গ।
তুমি ঝি ধন হইছলা গ
কলংকেরি ডালা গ।
তুমি ঝি ধন যাইবা
পরের ঘরে।

১২৩

মতিহার মরিচের গাচে
হ্যালানি দিয়া
মতিহার তোর মায়ের কান্দোনে
টুপি ছাড়চি আলোমে৬৮,
মতি হে খবোর দ্যাও তোর বাপোকে
টুপি দিয়া যাউক আমাকে॥

মতি হে তোর জ্যাটোর কান্দোনে
আংগা[৩৯] ছাড়চি আলোমে,
মতি হে খবোর দ্যাও তোর জ্যাটোকে
আংগা দিয়া যাউক আমাকে ।।

মতি হে তোর চাচার কান্দোনে
গুন্ধি[৪০] ছাড়চি আলোমে,
মতি হে খবোর দ্যাও তোর চাচাকে
গুন্ধি দিয়া যাউক আমাকে ।।

মতি হে তোর ভাবীর কান্দোনে
উমাল ছাড়চি আলোমে,
মতি হে খবোর দ্যাও তোর ভাইয়াকে
উমাল দিয়া যাউক আমাকে ।।

মতি হে তোর বইনের কান্দোনে
জুতা ছাড়চি আলোমে,
মতি হে খবোর দ্যাও তোর বওনাইকে
জুতা দিয়া যাউক আমাকে ।।

১২৪

মাকুল গাছে ধরে গ কমলা
আহা করফুল[৪১] গ ঠাইলে কি ধরে লেমু,
কিসের দুঃখে কান্দ গ করফুল
আহা করফুল গ ভাইঙ্গা গ কও না হুনি।

কিচ্ছুর দুঃখে কান্দি না বাবা অ
আহা বাবা মায়েরে নিতাম লগে।

কোন্ দেশে হুন্ছ গ করফুল
কোন্ দেশে দেখ্ছ গ করফুল
মায়েরে নিতে লগে,
পরের মায়ে বলবে গ করফুল

আহা করফুল গ দাসী নি আনছে লগে,
বান্দী নি আনছে গ লগে ?

মাকুল গাছে ধরে গ কমলা
আহা করফুল গ ঠাইলে কি ধরে লেমু,
কিসের দুঃখে কান্দ গ করফুল
ভাইঙ্গা গ কও না হুনি।

কিচ্ছুর দুঃখে কান্দি না জেডায় অ
আহা জেডা জেডীরে নিতাম লগে।

কোন্ দেশে হুন্‌ছ গ করফুল
কোন্ দেশে দেখ্‌ছ গ করফুল
জেডীরে নিতে লগে,
পরের জেডীয়ে বলবে গ করফুল
দাসী নি আন্‌ছ লগে
বান্দী নি আন্‌ছ লগে ?

মাকুল গাছে ধরে গ কমলা
আহা করফুল গ ঠাইলে কি ধরে লেমু
কিসের দুঃখে কান্দ গ করফুল
আহা করফুল গ ভাইঙ্গা গ কও না হুনি।

কিচ্ছুর দুঃখে কান্দি না চাচায় অ
আহা চাচা চাচীরে নিতাম লগে।

কোন্ দেশে হুন্‌ছ গ করফুল
কোন্ দেশে দেখছ্ গ করফুল
আহা করফুল চাচীরে নিতে লগে,
পরের চাচীয়ে বলবে গ করফুল
আহা করফুল দাসী নি আনছ লগে,
বান্দী নি আনছ লগে ?

১২৫

মেথির গাচ মোর
করে হল্‌পল্‌
মেন্দার গাচ মোর
ছ্যাত্‌বেয়া[৪২] না পড়ে
বচোন মোর কান্‌দে রে।

বচোনর মাও কান্‌দে
পাষাণে ভাংগিম মাতা রে
বচোন মোর কান্‌দে রে।

বচোন গেইলে মোর
কোল বা হইবে খালি রে
বচোন মোর কান্‌দে রে।

ঘুরাও ঘুরাও সোয়ারী
মোর বাওয়ার দুয়ারের আগে রে
বচোন মোর কান্‌দে রে।

বাওয়ার ময়াল মোর
ধুলায় অন্দি[৪৩] হারো রে
বচোন মোর কান্‌দে রে।।

মেথির গাচ মোর
করে হল্‌পল্‌
মেন্দার গাচ মোর
ছ্যাতবেয়া না পড়ে
বচোন মোর কান্দে রে।।

বচোনের চাচী কান্‌দে
ঢেঁকিত্‌[৪৪] আচড়ে মাতা রে
বচোন গেইলে মাও মোর
পাঁজরা হইবে খালি রে
বচোন মোর কান্‌দে রে।

১২৬

লিল্যা[৪৫] দুধের খিরস্যা গো আয়েদা
বাসি হোয়্যা[৪৬] গ্যালো
আয়েদা সুন্দরী।

শ্বশুর আইস্যা বকিবে গো আয়েদা
চৈল্যা যাও বাপ-মার বাড়ি
আয়েদা সুন্দরী।

ভাসুর আইস্যা বকিবে গো আয়েদা
চৈল্যা যাও বাপ-মার বাড়ি
আয়েদা সুন্দরী,
চৈল্যা যাও ভাই বাপের বাড়ি
আয়েদা সুন্দরী।

যাইতে নাকিন যাইতে রে আয়েদা
সামনে পড়লো নদী
আয়েদা সুন্দরী।

সবকে পার করিল্যাজি[৪৭] মাঝি ভাই
দিলে আনা আনা
আয়েদা সুন্দরী।

আমাকে পার করিল্যাজি মাঝি ভাই
দিবো কানের সোনা
আয়েদা সুন্দরী,
চৈল্যা যাও বাপ-মার বাড়ি
আয়েদা সুন্দরী।

১২৭

সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে
পাকাইয়া মাতার বেণী, এ খোঁপা বাঁদ রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে।
আইয়ো সোনার সিসায় অইদে ঝলমল করে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে
আইয়ো রে তোর পে'দনের শাড়ী বাতাস পায়া ঢোলে রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে॥

আগে না আইচলেন[৪৮] মাঁইয়া মাও দুলালী রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে॥
এলানা[৪৯] হইচেন মাঁইয়া, শাউড়ী দুলালী রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে॥

আগে না আইচলেন মাঁইয়া, বাপ দুলালী রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে
এলানা হইচেন মাঁইয়া শ্বশুর দুলালী রে
সাজোন সাজে সোনার আইয়ো রে॥

১২৮

হালিয়ে কি রুইলাম সাইরে কি সাইরে গ
অলমাই মুরগে ঘিরিছে বাড়ি
কইন্যার মায় কান্দন করে
অলমাই বড় ঘরের মাইঝুঝাল[৫০] বইয়া
দুলার মায় নাচন করে ফুলের ঝুড়ি লইয়া।

পাড়ানা পরশীয়ে জিংগাসা[৫১] করে
অলমাই কি কি ধন লইয়া যায় চোরে,
ধন রইচে দৌলত রইচেল ঘরে
অলমাই বেটীত লইয়া যায় পরে।

হালিয়ে কি রুইলাম সাইরে কি সাইরে গ
অলমাই মুরগে ঘিরিচে বাড়ি
কইন্যার জেডীয়ে কান্দন করে
অলমাই বড় ঘরের মাইঝ্‌ঝাল বইয়া
দুলার জেডীয়ে নাচন করে ফুলের ঝুড়ি লইয়া।

পাড়ানা পরশীয়ে জিংগাসা করে
অলমাই কি কি ধন লইয়া যায় চোরে
ধন রইছে দৌলত রইছেল ঘরে
অলমাই বেটীত লইয়া যায় পরে।

কন্যার চাচীয়ে রোদন করে
অলমাই পাকের ঘর বইয়া,
দুলার চাচীয়ে নাচন করে পাইলা আত লইয়া।

হালিয়ে কি রুইলাম সাইরে কি সাইরে গ
অলমাই মুরগে ঘিরিচে বাড়ি।
কইন্যার বইনে কান্দন করে
অলমাই উঠান বইয়া
দুলার বইনে নাচন করে সাঁজিয়া পারিয়া।

পাড়ানা পরশীয়ে জিংগাসা করে
অলমাই কি কি ধন লইয়া যায় চোরে
ধন রইছে দৌলত রইছে গ ঘরে
অলমাই বইনের ত লইয়া যায় পরে,
হালিয়ে কি রুইলাম সাইরে কি সাইরেগ
অলমাই মুরগে ঘিরিচে বাড়ি।

১। চুপ চাপ অর্থাৎ নির্জন ২। মেজে ৩। পিতার স্নেহময় মুখ ৪। ফুপা ৫। ফুপু ৬। মায়া ৭। বুকে ৮। গালি বিশেষ ৯। কলজে ১০। কনে ১১। ধীরে ধীরে পালকীতে ওঠ ১২। বন্ধক ১৩। ওঠ ওঠ। ১৪। আদর করে কন্যাকে ঝালের বালি বলা হয়েছে ১৫। সাথী ১৬। মাড়োয়ারীদিগকে ক'াইয়া বলে ১৭। সিঁথিতে সিঁদুর দাও ১৮। দোকানদার ১৯। এখানে কাজের লোক ২০। চিকন লম্বা বাঁশকে কানচা বাঁশ বলা হয়েছে ২১। ধীরে ধীরে ২২। করুণ সুরে ক'াদে ২৩। কি কথা বলে ২৪। ফুট ফরমাস ২৫। কোলে ২৬। যখন ২৭। চতুর্পার্শ্বে ২৮। একটি মেয়ের নাম ২৯। স্বামীর বাড়িতে ৩০। এক রাতের জন্য ৩১। অবুঝ বোনের অবুঝ কথা ৩২। দুপুর বেলা ৩৩। দুপুরের সূর্য কিরণের মত গায়ের রং ৩৪। রূপ তার আগুনের মতো জ্বলে ৩৫। নাড়ায় ৩৬। খোলা মাঠ ৩৭। বটগাছ ৩৮। পৃথিবীতে ৩৯। জামা ৪০। গেঞ্জি ৪১। একটি মেয়ের নাম ৪২। চারদিক ঘিরে ফেলে ৪৩। ধুলায় অন্ধকার ৪৪। ঢেঁকিতে মাথা আছাড় দিয়ে ৪৫। খ'াটি ৪৬। বাসি হয়ে গেলে ৪৭। পার করলে ৪৮। ছিলেন ৪৯। এখন ৫০। মেঝে ৫১। জিজ্ঞাসা।

হাঙ্গড় ধরার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে ১২৯ ও ১৩০ নং 'হাঙ্গড় ধরার গীত'' দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

১২৯

বরের ভাবী—খ্যাতা[১] নাড়ো খ্যাতা চাড়ো
খ্যাতা মল মল করে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

কইনার কোলধন্নী—এ্যাকনা[২] জাগা দ্যাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

বরের ভাবী—তোমরা গইল ঘরোত্ যাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
তোমরা হ্যাণ্ডা[৩] বাড়িত্ যাও রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

কইনার কোলধন্নী—হামাক গবরী পোকায়[৪] খাইলে রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
হামাক হ্যাণ্ডা বাড়ির মশায় খাইলে রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

বরের ভাবী—হামাক বাঙ্কাইল মুরুগ দ্যাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
হামরা আলোয়া পোলাও[৫] খাই গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

কইনার কোলধন্নী—তোমরা কুত্তা পোলাও খাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
তোমরা বেজি পোলাও খাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

বরের ভাবী—হামাক পাঁচটা ট্যাকা দ্যাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
হামাক দুইটা ট্যাকা দ্যাও গো
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

কইনার কোলধমী—একটা পয়সা ন্যাও রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী
হামার দুয়ার খুলিয়া দ্যাও রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাঙালী।

১৩০

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত গেইচলেন[৬] ভাই ধন
বরো দান[৭] পাইচলেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাকদান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই ঃ দুগলার আগুট[৮]
তাকো[৯] নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দিমোঁ[১০] তোমাকে
হাঙর[১১] ঘুচান বাসোর ঘরোত যাই।

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত গেইচ্‌লেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্‌লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাকদান
ভাই ধন আমাকে না দ্যাও।

ভাই ঃ টিনের থালি
তাকে নাই পাঁও দানে
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাঙর ঘুচান বাসোর ঘরোত যাই।

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত গেইচলেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্‌লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাকদান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই ঃ মাটির বদনা
তাকে নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাওর ঘুচান বাসোর ঘরোত্ যাই।

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত্ গেইচ্লেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাক দান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই ঃ ভরোনের[১২] বাটি
তাকো নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাওর ঘুচান বাসোর ঘরোত যাই

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত্ গেইচ্লেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাক দান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই ঃ পেতলের চামুচ
তাকো নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দোমাঁ তোমাকে
হাওর ঘুচান বাসোর ঘরোত যাই।

বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত্ গেইচ্লেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাক দান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই : পে'দনের ধ্বতি
তাকো নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাঙর ঘ্বচান বাসোর ঘরোত যাই।

বইন : শ্বশ্বর দ্যাশোত গেইচ্লেন ভাই ধন
বারো দান পাইচ্লেন দানে
বারো দানের সেও এ্যাক দান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই : এ্যাণ্ডির[১৩] আন্দাই
তাকো নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাঙর ঘ্বচান বাসোর ঘরোত যাই।

বইন : শ্বশ্বর দ্যাশোত গেইচ্লেন ভাই ধন
বারোদান পাইচ্লেন-দানে
বারো দানের সেও এ্যাক দান
ভাই ধন হামাকে না দ্যাও।

ভাই : ঢাগ্বয়ার[১৪] জ্বতা
তাকো নাই পাঁও দানে
কি বইন ধন
কি বেন দেমোঁ তোমাকে
হাঙর ঘ্বচান বাসোর ঘরোত যাই

১। কাঁথা ২। একটু ৩। হ্যাণ্ডা ক্ষেতে, হ্যাণ্ডা এক প্রকার গাছ ৪। গুবরে পোকা। ৫। আতপ চালের পোলাও ৬। গিয়েছিলেন ৭। বারোটি দান সামগ্রী ৮। দূর্বা ঘাস নির্মিত আংটি ৯। তাও পাইনি ১০। তোমাকে কি দেবো ১১। দরজা খুলুন ১২। ভরণ দ্বারা নির্মিত বাটি ১৩। এ্যাণ্ডি পোকার সুতার তৈরী কাপড় ১৪। কলার বাকলের দ্বারা তৈরী জুত।

পাশা খেলার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রাজশাহী জেলা থেকে ১৩২ নং 'পাশা খেলার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ১৩১ নং 'পাশা খেলার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধরী গোলাম আকবর।

১৩১

মাড়োয়ার তলে চান্দয়া টানাইল
তলে শীতল পাটি
সতরঞ্চে বসি খেলইন[১] পাশা
ঝিয়াইর দামান্ বা মাধব
পাশা খেলিও না রে।

রাজা বাশশার খেলা রে পাশা
না খেলো দামান্দে
ঠেকায় ঠেকিবায় দামান্
পড়ি খেলার ধন্দে বা মাধব
পাশা — ... ... — ... ...।

রাজায় আরিলে[২] পাশা
দিবো ছিরি আংটি
বাশশায় আরিলে পাশা
দিবো আস্বারীর আত্তি রে মাধব
পাশা ... ...।

রাজায় আরিলে পাশা
দিবো রাজকন্যা
তুমি আরিলে দিবায়
পরার ঘরোর কন্যা রে মাধব
পাশা ... ...

১৩২

হাতের অঙ্গুরী ফেল্যা রে ফিন্[৩]
গোছন ভালো করে না রে
শিরি মাগী বড় রে ছিনহ্যার
অঙ্গুরী চুরি[৪] কইলে না রে

পায়ো পড়ি হাতো রে ধরি
অঙ্গুরী ফেল্যা[৫] দাও না-রে
ওপর হৈতে নিচে রে আসতে
উমুর ঝুমুর বাজ না-রে।

এ ঘর হৈতে ঐ ঘর যাইতে
বিজলী চমক দ্যায়ো না-রে।।

১। খেলে ২। হেরে গেলে ৩। ব্যক্তি বিশেষের নাম ৪। চুরি করলে
৫। ফেলে দাও।

কনে ও নশার কথোপকথনের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর থেকে 'কনে ও নশার কথোপকথন' সম্পর্কিত ১৩৫ নং গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী থেকে 'কনে ও নশার কথোপকথন' সম্পর্কিত ১৩৪ নং গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

নোয়াখালী থেকে 'কনে ও নশার কথোপকথন সম্পর্কিত ১৩৬ নং গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

ঢাকা থেকে 'কনে ও নশার কথোপকথন' সম্পর্কিত ১৩৩ নং গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর।

১৩৩

আসমান দিয়া যায় রে কাকা খ়ুদার কসম লাগে
মোরে বলে বাতাস দ্যাউ[১]।
কেম্‌নি কইর‍্যা দিমু লো বাতাস ভাসুর ঘরে জাগে
শ্বশুর ঘরে জাগে।

যখনেতে ছিলেন দামান তোমার মায়ের
বুইনের কোলে,
তখনে গুইন্যা আভেবালের[২] পাঙ্খার বাও
কে দিছে তোমারে।

যে সময়েতে ছিলাম লো বিবি আমার মায়ের
বুইনের কোলে,
সে সময়তে গুইন্যা আভেবালের পাঙ্খার বাও
মা জান দিচে আমারে।

যখনেতে ছিলারে দামান তোমার
দাদী ফুফুর কোলে,
সে সময়তে গুইন্যা ময়ুরালী[৩] পাঙ্খার বাও
কে দিচে তোমারে।

যখনেতে ছিলাম গো বিবি দাদী ফুফুর কোলে
সে সময়তে গুইন্যা ময়ুরালী পাঙ্খার বাও
দাদীয়ে দিচে আমারে।

১৩৪

উলার[৪] ছাইনী আর ব্যাতের[৫] বান্ধনী[৬]
তারি নীচে খ্যালে রে পাইস্যার সারী
খেলিতে না খেলিতে পানির পিয়াস লাগে
যাইয়া বলোগা শাশুড়ীর আগে,
আরে তোমার জামাইকে
পানির পিয়াস লাগে!

একো হাতে লাই আরস
ঠাণ্ডা ঝারির জল,
আরাক হাতে লাই আরস
চিনি মিশরীর সরবত।
একো ঢোকো খায় নশা
দুয়ো ঢোকো খায়,
তিনো ঢোকের ব্যালায়
মনে পড়ে যায়।

তুমি আরস কিবা জাতের মেয়ে ?
তুমি নশা কিবা জাতের ছেলে ?
আমি নশা ডোমন জাদার মেয়ে,
আমি আরস সৈয়দ জাদার ছেলে।
আমি কিয়ো যেবা করিলাম
ডোমের জাতির সোঁতে মিশায়ে গেলাম।

তোমার বাবা মা কি বা কাজো করে ?
তোমার চাইর ভাই কিও কাজ করে ?

আমার বুঢ়া বাপ
বাড়ীর বেও বাঁশ কাটে
আমার চাইর ভাই
ই বেতি ছিলাই।

আমার চাইর ভাবী
টুকি মুনি বুনাই
আমার বুঢ়া মা
টুকি মুনি ব্যাচে।

সেই পাইস্যা আমি
সাইজ্যা তুলি।
একো একো করিয়া
পাইস্যা জোগায়

সেই পাইস্যা দিয়্যা
ইঝারি কিনাই।

মহানন্দা নদীতে
ইঝারি মাঞ্জায়
গেবর‍্যা তলার নদীতে
ইঝারি ধোয়ায়।

নবাবগঞ্জের নদীতে
ইঝারি ভরাই
সেই ঝারির পানি
তোমাকে খাওয়াই।

১৩৫

সাদ্‌ কদোম পাড়িয়া দেও হাতে
অফ্‌লা[৭] কদোম কইন্যা কোন কাজে নাগে
সাদ্‌ কদোম পাড়িয়া দেও হাতে।

অফ্‌লা কদোম সাদ্‌ পাশা খেলাইতে নাগে
সাদ্‌ কদোম পাড়িয়া দেও হাতে।

উপারে কোটা[৮] সোনা রে ছোটা
কদোম পাড়িবার যাও রে
সাদ্‌ কদোম পাড়িয়া দেও হাতে।

কোটা ভাংগিল ছোটা বা ছিংড়িল সাদ্‌
কদোম বা অইলো ডালে রে,
সাদ্‌ কদোম পাড়িয়া দেও হাতে।

১৩৬

সোনার বাডায় সোনালী
রূপার বাডায় পান
হিরার বাডায় এইল্য গ সুপারী,
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য।

তোঁয়ার লগে গেলে রে
ভাতে কেল্লেশ[৯] পাইয়াম রে
সাইরে না সাইরে গ বিবি
আছে মাইল্য ধানের খেতি,
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য।

তোঁয়ার লগে গেলে রে
কাপড়ে কেল্লেশ পাইয়াম
আঁর বাড়ির ধার রে
সাইরে না সাইরে গ বিবি
তাঁতিয়া বইঁডাইছে।
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য
তবে কইন্যা চল আপন রাজ্য।

তোঁয়ার লগে গেলে রে
পানে কষ্ট পাইয়াম রে
আঁর বাড়ীর ধার রে
সাইরে না সাইরে গ বিবি
বারুইয়া[১০] বইডাইছে।

১। দাও ২। এক রকম পাখা ৩। ময়ূরের পালকের তৈরী পাখার বাতাস ৪। উলু খড় ৫। বেত ৬। বন্ধন অর্থাৎ বেত দ্বারা বাঁধা। ৭। যে কদম এখন পর্যন্ত যৌবন প্রাপ্ত হয়নি। ৮। রূপার কোটা। উঁচু গাছ থেকে কদম বা আম প্রভৃতি পাড়ার জন্য বাঁশের তৈরী যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে কোটা বলা হয়। ৯। কণ্ট ১০। পানের বরজ (পানের বাগান)

শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতনের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতন' সম্পর্কিত ১৩৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯ ও ১৫৩ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী থেকে 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতন' সম্পর্কিত ১৪৫ নং গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ১৪৭ ও ১৫২ নং 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতনের গীত দু'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর ।

নোয়াখালী জেলা থেকে 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতন' সম্পর্কিত ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৫০, ১৫১ ও ১৫৪ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

ঢাকা জেলা থেকে ১৪২ নং 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতনের' গীতটি সংগ্রহ করেছেন জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর।

বরিশাল জেলা থেকে 'শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালাতন' সম্পর্কিত ১৪০ ও ১৪৪ নং গীতদুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব রফিক উল ইসলাম।

১৩৭

আমো ঝিঝিরের বাবার বাড়ি গো
জোড় বা ত্যামালের টাটি[১]
দেকিতে না যায় দেকা আমো ঝিঝিরের বাড়ি
বেগম আস্তায় চলিয়া যামো আমো ঝিঝিরের বাড়ি।

পাশশো ট্যাকার আমো ঝিঝির গো
শিষ বা ক্যান তোর খালি ?
না দেন না দেন আমো সাধু গো
তুলিয়া দারুণ খোটা
আমার বিয়ার ট্যাকা নিয়া সাধু গো
বাবায় কিনছে হালের গরু।

পাশশো ট্যাকায় আমো ঝিঝির গো
কান বা ক্যান তোর খালি ?
না দেন না দেন আমো সাধু গো
তুলিয়া দারুণ খোটা
আমার বিয়ার ট্যাকা নিয়া সাধু গো
ভাই বা গেইচে বানিজ।

পাশশো ট্যাকার আমো ঝিঝির গো
নাক বা ক্যান তোর খালি ?
না দেন না দেন আমো সাধু গো
তুলিয়া দারুণ খোটা
আমার বিয়ার ট্যাকা নিয়া সাধু গো
নানী বা কিনিচে শাড়ী।

পাশশো ট্যাকার আমো ঝিঝির গো
গলা বা দ্যাকো তোর খালি ?
না দেন না দেন আমো সাধু গো
তুলিয়া দারুণ খোটা
আমার বিয়ার ট্যাকা নিয়া সাধু গো
চাচা বা কিনিচে বাড়ি॥

১৩৮

আলি গাছের লালি গোয়া
শিলায় ভইরাইল
চাঁককুয়ে তরাটিং[২] গোয়া
জোড় বাডায় ভইরাইল।

পান খাও রে বাদশা দুলা
পান খাও রে তুমি
পাই খাই বাদশা দুলা
পালংগে তুলিল।

চেতন অইয়া বাদশা দুলা
ছিলারে দেহিল
দশ হাজার টেঁয়ার বেশর
ছিলারে পইরাইল না রে।

উওরালি বাতাসে বিবির
মাতার কাপড় চুলে
দইন[৩] আলি বাতাসে বিবির
পাল্‌কির কাপড় চুলে।

কিয়ের দুঃখে কান্দ গ বাচা বিবি
খুইলা কও না তবে
তোঁয়ার মারে মা ডাইক্‌লে
উস্‌টাই করে দূর,
আঁর মারে মা ডাইক্‌লে
টান দি লইব কোল।

১৩৯

ইমি ধানের জিনিসা
চিকন ধানের বাড়া
চালুইনে চালি কুড়া
তিন আংগুলে ঘাটে রে।

ঘাটিয়া কুড়া
পাতিলে না ভইরল রে
বুড়ি কুড়ার
নিশানা না পাইল রে।

আইউক[৪] আইউক মেলোয়া[৫] পুত্রে
মেলেত্তে উড়িয়া না রে
চক্ষু ঠাইর‍্যা করি দিয়ুম
কুড়ার কাহিনী রে।

তামুকের উছিলা করি পুত্রে
বউয়ে রে না ডাইক্‌ল রে
আস্তে আস্তে যাইরুম[৬] বাড়ি
জোরে জোরে কাইন্দ তুমি।

এক বাড়ি মাইরুম আঁই
চালে আর বেড়ায়
দুই বাড়ি মাইরুম আঁই
খাড়ে[৭] আর পালংগে।
তবু না রাইখকুম[৮] আঁই
পাগ্‌লা মায়ের মন না রে।

১৪০

উজান বাইয়া আইছ লালুচান (২)
পেরমের[৯] ডিঙ্গা বান্দ ঘাটে মোর লালুচান।। (২)

যাবা কিনা যাবা নুরজান বিবি
আমার বাবাজিয়ার[১০] দেশে কি বিবি। (২)

যামু যামু যামু হা রে সদাগর
তোমার বাবাজিয়ার দেশে কি সদাগর (২)
তোমার মায়ের জওয়াব কেমন সদাগর।। (২)

আহই[১১] মিষ্টি খাইচনি বিবি তুমি
এমনি জওয়াব আমার মায়ওর কি বিবি॥ (২)

উজান বাইয়া আইছ' লাল্‌চান (২)
পেরমের ডিঙ্গা বান্দ ঘাটে মোর লাল্‌চান॥ (২)

যাবা কি না যাবা নূরজান বিবি
আমার বাবাজিয়ার দেশে কি বিবি। (২)

যাম্‌ যাম্‌ যাম্‌ হারে সদাগর
তোমার বাবাজিয়ার দেশে কি সদাগর, (২)
তোমার ভাউজের জওয়াব কেমন সদাগর॥ (২)

খুইন্দা[১২] মরিচ খাইচনি বিবি তুমি
এমনি জওয়াব আমার ভাউজের কি বিবি॥ (২)

উজান বাইয়া আইছ-লাল্‌চান (২)
পেরমের ডিঙ্গা বান্দ ঘাটে মোর লাল্‌চান॥ (২)

যাবা কিনা যাবা নূরজান বিবি
আমার বাবাজিয়ার দেশে কি বিবি। (২)

যাম্‌ যাম্‌ যাম্‌ হা রে সদাগর
তোমার বাবাজিয়ার দেশে কি সদাগর (২)
তোমার বুইনের জওয়াব কেমন সদাগর॥ (২)

বিষ কচু খাইচনি বিবি তুমি
এমনি জওয়াব আমার বুইনের কি বিবি॥

১৪১

উত্তর অ না পাড়ে রে সোনার মইদর
জলটংগি তুইলাছে।
দইন অ না পাড়ে রে সোনার মইদর
তাঁতিয়া বইড্যাইছে।
শাড়ীর অ না খাকারি[১৩] সোনার মইদর
সোনাই বিবি
মাছির বরন অই গ সোনা বিবি
শাড়ী চাইত যায়,
আরে কেমনে দেখিবাম সোনাই রে
আর কেমনে পারশিব[১৪] সোনাই রে।

পশ্চিম অ না পাড়ে রে সোনার মইদর
দরজি বইড্যাইছে
মশার বরন অই গ সোনাই বিবি
চুলি[১৫] চাইত গেল গ
চুলি চাইত গেল।

১৪২

উঠ উঠ চ্যাংরালো বিবি, ঝাইর‍্যা বান্ধ ক্যাশ ও না রে
তোমার সাথে যামু রে সাধু তাওতো আমার মনে
তোমার সাথে যামু রে সাধু তাওতো আমার দেলে।

তোমার মায়ের জবান রে সাধু কেমন মিষ্টি লাগে না রে
তুমি না যে খাইচাও[১৬] বিবি গাছের পাক্‌কা আমও না রে
ঐ রকম পাইব্যা বিবি আমার মায়ের জবান না রে।

তোমার বাপের জবান রে সাধু কেমন মিষ্টি লাগে না রে
তুমি না যে খাইচাও বিবি গাছের পাক্‌কা কলা না রে
ঐ রকম পাইব্যা বিবি আমার বাপের জবান না রে।

তোমার ভাবীর জবান রে সাধু কেমন মিষ্টি লাগে না রে
তুমি না যে খাইচাও বিবি গাছের পাক্কা মরিচ না রে
ঐ রকম পাইব্যা বিবি আমার ভাবীর জবান না রে।

১৪৩

এ হ্যান[১৭] সোন্দোরী আদিকা
হচিস্[১৮] ঘরের বাইর,
শউড়ী ননদের গাইলে রেকলিমোন
হইচি ঘরের বাইর।

এ হ্যান সোন্দোরী আদিকা
হচিস্ ঘরের বাইর,
ভাতারের খেঁচখেঁচিতে রে কলিমোন
হইচি ঘরের বাইর।

নটি নোঁয়াই ব্যাশ্শা নোঁয়াই
হচিস্ ঘরের বাইর

নটির পায়ের চলোন্ত নেপুর[১৯]
হাঁটিয়া যাইতে বাজে
নটির নাচ দেকিয়া রে কলিমোন
হালুয়া হাল ছাড়ে।

১৪৪

ও পাড় দিয়া যান সখিরা (২)
এক নজরে চাওনালো সখিরা (২)
কিবা চামু[২০] বালির দিকে (২)
বালি বোলে লম্ফা[২১]-লো, সখিরা,
নশার ঘরের খুটি লো
রইছে রইছে বালি লম্ফা (২)
নশার গলার মালা লো।।

ও পাড় দিয়া যান সখিরা (২)
এক নজরে চাওনালো সখিরা (২)
কিবা চামু বালির দিকে (২)
বালি বোলে খাটু[২২] লো সখিরা,
রইছে রইছে বালি খাটু (২)
নশার গলার মালা লো।। (২)

ও পাড় দিয়া যান সখিরা (২)
এক নজরে চাও না লো সখিরা,
কিবা চামু বালির দিকে (২)
বালি বোলে কালা লো সখিরা
রইছে রইছে বালি কালা (২)
নশার গলার মালা লো।। (২)

১৪৫

কাঁচা জায়ফল খাইয়্যা নশার
মুখ খানি শুখাইলো,
পাকা জায়ফল খাইয়্যা নশার
মুখ খানি ঘামিলো।

মুছো নাকিন মুছো আরোস
শাড়ীর আঁচোল দিয়্যা,
এ্যাতনো[২৩] বড় আরোস তুমি
ছিল্যা কার ঘরে।

বড় লই[২৪] রে বড় লই আমি
বঢ়িয়া উঠ্যাছি,
মা ও বাপের সহায়গ্যা[২৫] আমি
বঢ়িয়্যা উঠ্যাছি।

একটা গাভীর দুধ আমি
একলায় খাইয়্যাছি,
নানা নানীর সহায়স্যা আমি
বাড়িয়্যা উঠ্যাছি।

একটা হাল্যার[২৬] সন্দেশ আমি
একলায় খাইয়্যাছি
বড় লই রে বড় লই আমি
বাড়িয়্যা উঠ্যাছি।

১৪৬

কি নাল বানা রে,
শব্দে শুনচি কইনার বাওয়া[২৮] দাতা
কি নাল বানা রে,
বানাক[২৯] কইতে দিচে
আইগনা[৩০] শামটা দাসী
কি নাল বানা রে,
শব্দে শুনচি কইনার চাচা ধনী
কি নাল বানা রে।।

বানাক কইতে দিচে
কাপোড় ধোয়া দাসী
কি নাল বানারে,
শব্দে শুনচি কইনার জ্যাটো[৩১] ধনী
কি নাল বানা রে।।

বানাক কইতে দিচে
বারবানা[৩২] দাসী
কি নাল বানা রে,
শব্দে শুনচি কইনার দাদা ধনী
কি নাল বানা রে।।

বানাক কইতে দিচে
ভাত আঁদার** দাসী
কি নাল বানা রে,
শব্দে শুনচি কইনার বওনাই ধনী
কি নাল বানা রে।।

বানাক কইতে দিচে
পাও টিপিবার দাসী
কি নাল বানা রে।।

১৪৭

ঢোল কর্‌তালের তালে তালে
গাইনে গীত গায় গো
আইজ দামান্দে
মাই চাচী বুলাইবো। ধুয়া

তোমার মাই চাচী থাকি
আমার মাই চাচী ভালা
মুখেতে মধুর দিয়া
রাখিবো ভুলাইয়া গো।

ঢোল কর্‌তালের তালে তালে
গাইনে গীত গায় গো
আইজ দামান্দে
ভইন ভাগ্নী বুলাইবো।

তোমারই ভইন ভাগ্নী থাকি
আমার ভইন ভাগ্নী ভালা
মুখেতে মধুর দিয়া
রাখিবো ভুলাইয়া গো।

ঢোল কর্‌তালের তালে তালে
গাইনে গীত গায় গো
আইজ দামান্দে
ফুফু মই বুলাইবো।

তোমারই ফুফু মই থাকি
আমারই মই ফুফু ভালা
মুখেতে মধুর দিয়া
রাখিবো ভুলাইয়া গো।

ঢোলকের তালে তালে
গাইনে গীত গায় গো
আইজ দামান্দে
হউর হড়ী[৩৪] বুলাইবো।

তোমারই হউর হড়ী থাকি
আমার হউর হড়ী ভালা
মুখেতে মধুর দিয়া
রাখিবো ভুলাইয়া গো।

ঢোলকের তালে তালে
গাইনে গীত গায় গো
আইজ দামান্দে
মাই চাচী বুলাইবো।

১৪৮

তোর বাওয়ায় করে দান
সিতা লো
নেয়োরে[৩৫] ভিজিয়া
সিতা লো

নেয়োরে ভিজিয়া,
দিবের ব্যালায় দিলে
সিতা লো
তোক এ্যাস্ত্‌, এ্যাজলা[৩৬] থালি।

নিয়া যা তোব
থালি জল্লা[৩৭]
তোর বাপে খাইবে ভাত,
তোর বাপে খাইবে
ভাত লো সিতা
তোর মায় দ্যাকিবে তামশা।

তোর বাওয়ায় করে দান
সিতা লো
নেয়োরে ভিজিয়া
দিবোর ব্যালায় দিলে
সিতা লো
তোক এ্যাস্ত্‌, এ্যাজলা[৩৮] কাঁকই।

নিয়া যা তোর
কাঁকই জল্লা
তোর ভাইয়ে আঁচড়িবে মাতা,
তোর ভাইয়ে আঁচড়িবে
মাতা সিতা লো
তোর ভাই-বউ দেইক্‌পে তামশা

তোর বাওয়ায় করে দান
সিতা লো
নেয়োরে ভিজিয়া
দিবের ব্যালায় দিলে
সিতা লো
এ্যাস্ত্‌, এ্যাজলা আয়না।

নিয়া যা তোর
        আয়না জল্লা
তোর চাচায় দেইক্‌পে মনুক,
তোর চাচায় দেইক্‌পে
        মনুক লো সিতা
তোর চাচি দেইক্‌পে তামশা।

তোর বাওয়ায় করে দান
        সিতা লো
নেয়োরে ভিজিয়া
দিবের ব্যালায় দিলে
        সিতা লো
এ্যাত্ত্‌ এ্যাজলা বাটা।

নিয়া যা তোর
        বাটা জল্লা
তোর জ্যাটোয় খাইবে গনুয়া,
তোর জ্যাটোয় খাইবে
        গনুয়া সিতা লো
তোর জ্যাটোয় দেইক্‌পে তামশা।

তোর বাওয়ায় করে দান
        সিতা লো
নেয়োরে ভিজিয়া
দিবের ব্যালায় দিলে
        সিতা লো
এ্যাত্ত্‌ এ্যাজলা পিড়া[৩১]।

নিয়া যা তোর
        পিড়া জল্লা
তোর মামা বসিয়া খাইক্‌পে,
তোর মামা খাইক্‌পে
        বসিয়া সিতা লো
তোর মামানি দেইক্‌পে তামশা।

১৪৯

ব্যালা ওটে ডগ রে মগ
স্‌র্‌জ ওটে ধায়া
নিবার ব্যালায় নিচেন গো বাপ ধন
দোনে[৪০] মাপিয়া ট্যাকা
দিবার ব্যালায় দিচেন গো বাপ ধন
এত্ত্‌ এ্যাজলা বদনা
তোমার দামাদ গাইল গো পাড়ে
উজ্‌ কইরবার ব্যালা।

ব্যালা ওটে ডগ রে মগ
স্‌র্‌জ ওটে ধায়া
নিবার ব্যালায় নিচেন গো জেটোরা
দোনে মাপিয়া ট্যাকা
দিবার ব্যালায় দিচেন গো জেটোরা
এত্ত্‌ এ্যাজলা থালি
তোমার দামাদ গাইল গো পাড়ে
ভাত খাবার ব্যালা।

ব্যালা ওটে ডগ রে মগ
স্‌র্‌জ ওটে ধায়া
নিবার ব্যালায় নিচেন গো যাধ্‌ধন
দোনে মাপিয়া ট্যাকা,
দিবার ব্যালায় দিচেন গো যাদ্‌ধন
এত্ত্‌ এ্যাজলা গেলাস
তোমার দামাদ গাইল গো পাড়ে
পানি খাওয়ার ব্যালা।

ব্যালা ওটে ডগ রে মগ
স্‌র্‌জ ওটে ধায়া
নিবার ব্যালায় নিচেন গো ভাইধন
দোনে মাপিয়া ট্যাকা,

দিবার ব্যালায় দিচেন গো ভাইধন
এত্ত, এজলা বাটা
তোমার বওনাই গাইল গো পাড়ে
গুয়া খাবার ব্যালা।

১৫০

বুবাই গ তোর মাথাত্ কাপড় নাই
লজ্জা শরম পুড়ি[৪২] খাইছত্
কি কইর্‌ব তোর বাপ মায় ঐ ?

অরে ভাইয়ে বৈনে কয় কথা
উদাম থাকে বুবাইর মাথা
বুবাইর মাথার চুলের পলট উড়ে।

আউজগা আইব বুবাইর পাতি
কথা কইয়্যাম[৪৩] শতাশতি
আর্ বুবাইর ডর নাই
বুবাইগ তোর মাথাত্ কাপড় নাই।

১৫১

মুনদিত[৪৪] পইরাইলাম ভাইধন
মুন্‌দি ন হয় দামান খুশী রে
ওটকন পইরাইলাম ভাইধন
দামান ন হয় খুশীরে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

গোছল কইরাইলাম ভাইধন
গোছল ন হয় দামান খুশী রে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

ওটকন পইরাইলাম ভাইধন
ওটকন ন হয় দামান খুশী রে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

চলনদ ধরাইলাম ভাইধন
চলন ন হয় দামান খুশী রে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

বিয়াদ কইরলাম ভাইধন
বিয়া ন হয় দামান খুশী রে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

বোঁদ আইনলাম ভাইধন
বোঁদ ন হয় দামান খুশীরে
ছৈয়দের দামান বেটা রশিকা।

১৫২

লেম্বু তুলোইন[৪৫]
সাধুয়া রে। ধুয়া
পাক্না থইয়া কাচা লেম্বু
তুলে সাধুয়ায়,
পাক্না থইয়া কাচা তুলিও না
ধরি তোমার পায় রে
লেম্বু......................................।

ভালা লেম্বু আরে সাধু
নাটা[৪৬] তুলে নাই সে
এই না লেম্বু যাইতো আমার
নবীন শ্বশুর দেশে রে
লেম্বু...................................।

তিনপর রাতি গেলো লেম্বু
ধলাইতে[৪৭] পাক্লাইতে
চারি পর রাতি গেল
রান্ধিতে বাড়িতে রে
লেম্বু ... ...।

শ্বশুর জাগে ভাসুর জাগে
জাগে সুস্বামী রে
নন্দাই শাশুড়ী জাগে
জাগে দেওরাই রে
লেম্বু... ... ...।

শউর হড়ি ভুলাইমু
আম্বার ছালাম দিয়া
দেওরাইরে বন্ করমু
পান তামাউক দিয়া রে
লেম্বু... ... ...।

সুস্বামী ভুলাইমু সাধুয়া
হিনানে[৪৮] পাঠাইয়া
তোমার সনে খেলমু পাশা
ফুল বিছানা বিছাইয়া রে
লেম্বু... ... ...।

ফুল বিছ্না বিছাইতে
মুরগায় দিলো ডাক
যাও যাও সাধুয়া রে
বিধির বিপাক রে
লেম্বু... ... ...।

১৫৩

সাদু[৪৯] না গেইচে হামার
চিল মিলিয়া[৫০] বন্দোর রে
কিনিয়া আইনচে
বাস[৫১] পাতাড়ি মাচো না রে।
নন্দে না কয় ভাবী
বারেয়া[৫২] কোটো মাচো না রে
কাঁদে মোর দুগলা[৫৩] রে।।

শউড়ী না কয় বউমা
ঘরোত কোটো মাচো না রে,
নন্দীর জ্বালায় দুগলা
বারেয়া কোটো মাচো না রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

অসমতি[৫৪] গজোমতি চিলায়
হাত বা চিরিয়া নিলে রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

কাঁদে না কাঁদে দুগলা
চালের বাতা[৫৫] ধরিয়া রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

চুপ না চুপ বউমা
মোচ চউকের পানি না রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

আসুক না আসুক ব্যাটা
দরবার না করিয়া রে,
দেওয়ানী না করিয়া রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

হ্যান সোমায় আইলো সাদু
দরবার না করিয়া রে
কাঁদে মোর দুগলা রে ।।

ক্যানে বা কাঁদেন দুগলা
ধুলায় পড়িয়া না রে
কাঁদে মোর দুগলারে ।।

চুপ চুপ দুগলা বালি
মোচ চউকের পানি
ঘাড়ের গামচা ফ্যালেয়া[৫৬] দিয়া
মোচায় চউকের পানি।

মাওক এ্যালা করমো
খুলির বাইরা
বইনোক এ্যালা দেমো দুগলা
অইনা বনোবাস
কাঁদে মোর দুগলা রে।।

দিনোতে খসাইলে[৫৭] কাটা
মাও বা হইবে গোসা,
দিনোতে খসাইলে কাটা
বইন বা হইবে গোসা
আইতোত[৫৮] খসাইমো কাটা
ন্যাম্প[৫৯] নাগেয়া
আইতোত খসাইমো কাটা
নন্টোন[৬০] নাগেয়া
কাঁদে মোর দুগলা রে।

১৫৪

হাতঅ[৬১] শোভে হাতর বেশর
গলায় শোভে কি ?
অ গ পিয়াসি
হাসতে লাগে শ্বশুরের মন খুশী।

গলায় শোভে গজমতি
নাক অ শোভে কি ?
অ গ পিয়াসি
হাসতে লাগে স্বামীর মন খুশী।

কান অ শোভে কানর বেশর
আঙ্গুল শোভে কি ?
অ গ পিয়াসি
হাসতে লাগে দেওরের মন খুশী।
চৌক[৬২] শোভে চৌকর[৬৩] সুরমা
দাঁত শোভে কি ?
অ গ পিয়াসী
হাসতে লাগে বাসুরের[৬৪] মন খুশী।

১। বেড়া ২। কুচি কুচি করে কেটে ৩। দক্ষিণ ৪। আর্সুক ৫। মাতব্বর ৬। মারব ৭। খাটে ৮। রাখব ৯। প্রেমের ১০। পিতার ১১। আখের গুড় ১২। ক্ষুদ্র অর্থাৎ এখানে তীব্র ঝাল মরিচ অর্থে ১৩। প্রত্যাশী ১৪। ভুলে যাব ১৫। ব্লাউজ ১৬। খেয়েছ ১৭। এরূপ সুন্দরী রাধিকা ১৮। হয়েছ ১৯। নূপুর ২০। দেখব ২১। লম্বা ২২। বেঁটে ২৩। এত ২৪। নই ২৫। বেড়ে উঠেছি ২৬। সোহাগে ২৭। এক থালা ২৮। কনের বাবা ২৯। বানাকে কোথায় দিয়েছে অর্থাৎ দেয়নি ৩০। উঠান ঝাড়ু দেওয়া দাসী ৩১। বাবার বড় ভাই ৩২। বারা ভানা ৩৩। রান্নার ৩৪। শ্বশুর শাশুড়ী ৩৫। শিশিরে ভিজে ৩৬। ছোট্ট একটি থালা ৩৭। থালাটুকু ৩৮। ছোট্ট একটা চিরুনী ৩৯। ছোট একটি পিড়ি ৪০। টালায় ৪১। রংপুরে চাচাকে যাদু-ধন বলে ৪২। শেষ করেছ ৪৩। বলবো ৪৪। মেহেদী ৪৫। তুলে ৪৬। খারাপ ৪৭। পরিষ্কার করতে ৪৮। স্নানে ৪৯। স্বামীকে সাদু বলা হয়েছে ৫০। বন্দরের নাম ৫১। এক প্রকার মাছ ৫২। বের হয়ে ৫৩। একটি মেয়ের নাম ৫৪। এক প্রকার বড় চিল ৫৫। ঘরের বেড়া ৫৬। ফেলে দিয়ে ৫৭। খুলে ফেললে ৫৮। রাতে ৫৯। লম্প ৬০। লণ্ঠন বা হারিকেন ৬১। হাত ৬২। চোখে ৬৩। চোখের ৬৪। ভাসুরের

কনের মর্মবেদনার গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রংপুর জেলা থেকে 'কনের মর্মবেদনা' সম্পর্কিত ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১ ও ১৭২ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম।

রাজশাহী জেলা থেকে 'কনের মর্মবেদনা' সম্পর্কিত ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯ ও ১৬৩ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

সিলেট জেলা থেকে ১৭৩ নং 'কনের মর্মবেদনার গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

নোয়াখালী জেলা থেকে 'কনের মর্মবেদনা' সম্পর্কিত ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৫ ও ১৬৯ নং গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

১৫৫

আমপাতা চিরল চিরল
আমপাতা চিরল চিরল
কাঁডাল পাতায় লেহা,
একবার দেখা দেও গ আলফু
যাইতাম আপন দেশে।

তোঁয়ার দেশে গেলে রে সাধু
বাবা বলুাম কারে ?
তোঁয়ার বাবার মতন গ আলফু
আঁর বাবা আছে।

তোঁয়ার বাবারে দেখলে রে হোসেন
ভীষণ বীষম লাগে,
আঁর বাবারে দেখলে রে হোসেন
শরীর ঠান্ডা লাগে।

আমপাতা চিরল চিরল
আমপাতা চিরল চিরল
কাঁঠাল পাতায় লেহা,
একবার দেখা দেও গ আলফু
যাইতাম আপন দেশে।

তোঁয়ার দেশে গেলে রে সাধু
মা বলুাম কারে ?
তোঁয়ার মায়ের মতন গ আলফু
আঁর মায় অ আছে।

তোঁয়ার মারে দেখলে রে হোসেন
গায়ে লাগে পিছার বাড়ি,
আঁর মায়েরে দেখলে রে হোসেন
জলফু ঠান্ডা লাগে।

আমপাতা চিরল চিরল
আমপাতা চিরল চিরল
কাঁডাল পাতায় লেহা
একবার দেখা দেও গ আলফু
যাইতাম আপন দেশে।

তোঁয়ার দেশে গেলে রে হোসেন
জেডা বলুম কারে ?
তোঁয়ার জেডার মতন গ আলফু
আঁর জেডাও আছে।

তোঁয়ার জেডারে দেখলে রে হোসেন
শরীল বিষ লাগে,
আর জেডারে দেখলে রে সাধু
জলফু মধুর মিষ্টি লাগে।

১৫৬

উচল[১] ধারিত[২] বালি বসিয়্যা
চালের[৩] বাতা বালি ধরিয়্যা
কান্দে রে ছায়মন বালি,
গাঙের আফাল[৪] দেখ্যা নারে কে
গাঙের তুফান দেখ্যা নারে কে।

বাবা বড় নিদারুণ
বিহ্যা দিলেন কি কারণ ?
বিহ্যা দিলেন ছয় ছয় মাসের
পথে নারে কে।

বাবা বড় নিদারুণ
বিহ্যা দিলেন কি কারণ ?
বিহ্যা দিলেন রাখাল ধাঙড়ের
হাতে নারে কে।

পানি দিতে দেরী হয়
ধ্যায়া[৫] রাখাল মারতে যায়
মায়ে রে রাখাল হাল্যা
লাণ্টির[৬] বাড়ি না রে কে।

(আমি) পঙখী হৈয়া উড়িব
কাগ[৭] হৈয়্যা ডাকিব
যাব আমি বাপ মায়ের
দ্যাশে নারে কে।

১৫৭

এমন রঙ্গের দিন
এমন রোছমতের দিন
তুমি ভাই কইর্‌তে বিয়া।

মুখে দিয়াম[৮] দুধ ভাত
হিরাও[৯] আঁর বিয়ার জুরুনী অ।

বাবার দেশের মানুসী ভাই
পংকি হইয়া গ আঁই[১০] উড়ি যাই
পংকি হইয়া গ দেই
বাবার চন্দ্রমুখ।

বাবায় আঁর নিদারুণ
টেঁয়া লইয়া না বাবায় বিয়া
দিল কোন কারণ ?
টেঁয়া নাকি লই গ বাবায়
দিল দূর দেশে বিয়া।

জেডায় আঁর নিদারুণ
জেডায় টেঁয়া না লইল কোন কারণ
জেডার দেশের মানুসী ভাই
পংকি হই আঁই উড়ি যাই,
উড়ি যাই গ দেই
জেডার চন্দ্রমুখ।

১৫৮

এ্যাকো ঝাড়ো তিষি রে
তিষির বত্রিশ্যা কাঙগড়ী
সে না তিষির তলে রে আরস
বিছায় শীতল পাটি,
সে না শীতল পাটিতে রে
নশাকে ঘুমো ভালো আসে।

দক্ষিণ্যা না বাতাসে
পশ্চিম্যা না বাতাসে রে
নশাকে ঘুমো ভালো আসে।

সরবতের গিল্যাস লিয়্যা রে আরস
ভাবে মনে মনে,
পানের খিলি লিয়্যা রে আরস
ভাবে মনে মনে।

এ্যাকটা দাদ্যা শাশুড়ী রহিত রে
নশাকে ঠঠাইতে তুলাইতো,
এ্যাকটা নান্যা শাশুড়ী রহিত রে
নশাকে মজাকে তুলাইতো।

১৫৯

ওপারে কদমের গাছ
চিলিমিলি করে পাত
তাহার তলে বাপো মায়ের বাড়ি হে।

বাপো মাও নিদারুণ
বিহ্যা দিলেন কি কারণ
বিহ্যা দিলেন গাঁজাখোরের
সোঁথে[১১] হে।

সারা রাতি গাঁজা খায়
আগুন চুয়্যাতে[১২] পরান যায়
সোনার বরন হৈয়্যা গেল কালি হে।

১৬০

কালীনজা[১৩] বালার কান্দনে রে বিবির
ফজরের নমাজ মানা,
আরে সাধু
ফজরের নমাজ মানা।।

দুপুইর্যা বালার কান্দনে রে বিবির
যোরের[১৪] নমাজ মানা,
আরে সাধু
যোরের নমাজ মানা।।

নিশি রাইতের কান্দনে রে বিবির
মছিদের বাত্তি ডুবে,
আরে সাধু
মছিদের বাত্তি ডুবে।।

আউজ্‌গা রাত্রে দেখ্‌ছি রে সাধু
আঁর বাবারে খাইছে বাঘে,
আরে সাধু
আঁর বাবারে খাইছে বাঘে ॥

কাউল্‌কা যানি গেছলাম গ বিবি
নূতন এইগ্যা বাজারে,
তোমার বাবারে দেখছি গ বিবি
মুইচাইর‍্যা গিরি করে ॥

আউজ্‌গা রাত্রে দেখ্‌ছি রে সাধু
আঁর জেডারে কাইট্‌ছে হাপে[১৫],
আরে সাধু
আঁর জেডারে কাইট্‌ছে হাপে ॥

কাউল্‌কা যানি গেছলাম গ বিবি
নূতন এইগ্যা বাজারে।
তোমার জেডারে দেখছি গ বিবি
তাঁতীয়া[১৬] গিরি করে ॥

আউজ্‌গা রাত্রে দেখ্‌ছি রে সাধু
আঁর চাচারে কুম্ভীরে খাইছে,
আরে সাধু
আঁর চাচারে কুম্ভীরে খাইছে ॥

কাউল্‌কা যানি গেছলাম গ বিবি
নূতন এইগ্যা বাজারে
তোমার চাচারে দেখছি গ বিবি
শিলাগিরি[১৭] করে ॥

১৬১

কালো কুচ কুচ দক্‌না[১৮] নারী ও
দাদা একে ভিটায় বাড়ি
মোন মোর উদাসিনী ও।

তুই তো বুড়া অতের[১৯] চুড়া
ভাংগা নায়ের খুরা
কালো কুচ কুচ দক্‌না নারী ও।

মাগ[২০] মাসে বিয়ার কতা
দাদা দিলু চইত[২১] মাসে
কালো কুচ বুচ দক্‌না নারী ও।

দিলু দিলু ভালোয় করলু
কাচায় পাকায় দাড়ি
কালো কুচ কুচ দক্‌না নারী ও।

তুই তো বুড়ি অতের চুরি
ভাত আঁদতে করলু দেরী
কালো কুচ কুচ দক্‌না নারী ও

মাচ মারিবার গেইলেন বাজান
বুড়াটাক নেন সাতে
আইস্‌তের[২২] কালেঁ বাজান
বুড়াটাক মারেন ঝাটা
কালো কুচ কুচ দক্‌না নারী ও।

১৬২

গাচ কাটে গাচে ঝোরে পানি
কি লাল বানা রে
শব্দে শুনছি বানার বাবা ধনী
কি লাল বানা রে।

বানায় ঘর শোত্তায়[২৩]
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানা রে।

বানাক কইতে দিচে
ঘর শোত্তা দাসী
কি লাল বানা রে।

বানায় আইগনা[২৪] শামটে[২৫]
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানা রে।

বানাক কইতে দিচে
আইগনা শামটা দাসী
কি লাল বানা রে।

বানায় থালি মাজে
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানা রে।

বানাক কইতে দিচে
থালি মাজে দাসী
কি লাল বানা রে।

বানায় বারা বানে
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানা রে।

বানাক কইতে দিচে
বারা বানা দাসী
কি লাল বানা রে।

বানায় গইল[২৬] নিকায়[২৭]
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানা রে।
বানাক কইতে দিচে
গইল নিকা দাসী।
কি লাল বানা রে।

বানায় কাপোড় আচড়ায়[২৮]
মোচে চউকের পানি
কি লাল বানারে।
বানাক কইতে দিচে
কাপোড় আচ্ড়া দাসী
কি লাল বানা রে।

১৬৩

চৈত্ বৈশ্যাখ মাসে কি ওগো মা জান্
গাঙে উড়িছে সরু বালি।
উড়ুক উড়ুক বালি কি ওগো বেটি
কতই সইবো[২৯] তোমার আড়ি।

সহ সহ আড়ি কি ওগো মা জান্
আজিক্যার সান্দভের[৩০] রাতি,
কাইল সকাল হৈলে কি ওগো মা জান্
বাসর কইর‍্যা যাব খালি।

১৬৪

জাইমরের গাচে জাইমরের ফুল
বাওই[৩১] খাইলে মদনা রে[৩২]
সোনার তোতা কাঁইদো না রে॥

কান্দিলে কাটিলে তোতা
ছাড়িয়া[৩৩] যাবার নইও না রে
সোনার তোতা কাঁইদো না রে ॥

আলাই নদী পার হইতে
ঠ্যাং কাটা গ্যালো শামুকে
ক্যামোন করিয়া শুতমোঁ তোমার
ঠাকুর দাদার বোগোলে ॥

জাইমরের গাচে জাইমরের ফুল
বাওই খাইলে মদু না রে
সোনার তোতা কাঁইদো না রে ॥

১৬৫

জাংগালদ[৩৪] দিলাম ভাই আইস্‌ব বলি
জাংগালেদ গিরিল বউন্যা[৩৫] দুবায়[৩৬]
কোন না বাপা নিল কোন না ভাইয়া নিল
আর ভাইয়ারে রাইখছত বান্ধিয়া রে।
ভাই যুদি দেইকতাম দুইত্তা[৩৭] ছাড়ি
চান্দ দেইকতাম।

পুইরত[৩৮] দিলাম ভাই আইস্‌ব বুলি
পুইরত ভইরল[৩৯] বউন্যা ফেনায় নারে,
কোন না বাপা নিল কোন না ভাইয়া নিল,
আর ভাইয়ারে রাইখছত বান্ধিয়া রে।
ভাইয়েরে যুদি দেইকতাম দুইত্তা ছাড়ি
চান্দ দেইকতাম।

ঘাটলাদ দিলাম ভাই আইস্‌ব বলি,
ঘাটলাদ গিরিল বউন্যা হেয়াইল্লায়[৪০]

কোন না বাপা নিল কোন না ভাইয়া নিল,
আর ভাইয়েরে রাইখছত বান্ধিয়া রে।
ভাই যদি দেইকতাম দুইন্তা ছাড়ি
চান্দ দেইকতাম।

১৬৬

দিদি জলসু মরা[৪১]
গেইচে ও ঘাটে
দিদি আইসে কি
তাই[৪২] না আইসে
দিদি সেঁদুরের
বায়না দিবে কে ?
দিদি সেঁদুরের ঠসক
মোর দ্যাকিবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

দিদি সোনার বায়না
মোর দিবে কে ?
দিদি সোনার ঠসক
মোর দ্যাকিবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

দিদি সেঁদুরের বায়না
মোর দিবে কে ?
দিদি সেঁদুরের ঠসক
মোর দ্যাকিবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

দিদি মালার বায়না
মোর দিবে কে ?
দিদি মালার ঠসক
মোর দ্যাকিবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

দিদি কাপোড়ের ঠসক
মোর দ্যাকিবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

দিদি চাউল আনিয়া
মোক দিবে কে ?
দিদি এ্যাক ঠাঁই
বসিয়া খাইবে কে ?
দিদি জলসু মরা
গেইচে ও ঘাটে। (২)

১৬৭

না যাঁও মুই যমুনার জলে
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর শিশের সেঁদুর রে ।।

শিশোতে আচে রে
শিশ ভরা সেঁদুর রে
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর শিশের সেঁদুর রে ।।

নাকোতে আচে রে
নাক ভরা সোনা রে
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর নাকের সোনা রে ।।

কানোতে আছে রেঁ
কান ভরা সোনা রে
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর কানের সোনা রে ।।

গালাতে আছে রে
গালা ভরা মালা রে
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর গালার মালা রে ।।

হাতোতে আছে রে
হাত ভরা চুরি[৪৩] রে,
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর হাতের চুরি রে ।।

কমরোতে আছে রে
মোর কমর ভরা সোনা রে,
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর কমরের সোনা রে ।।

ডেনা[৪৪] ভরা আছে রে
সোনায় মোড়া বাজু রে,
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর ডেনা ভরা বাজু রে ।।

গাওয়োতে[৪৫] আছে রে
গাও ভরা শাড়ী রে,
কোন বা দণ্ডে কাড়ি ন্যায়
মোর গাওয়ের শাড়ী রে ।।

পাগলা[৪৬] নদীর বাতায়[৪৭]
বাপ জান গো
হরিতল পাকীর ভাসা[৪৮]
ও ঘর বেষোম জবালা।

তকনে না কইচ্নোঁ[৪৯] বাপ জান গো
দ্বরোত্ না দ্যান বিয়্যা
এ্যালা ক্যানে কাঁদেন বাপ ধন গো
মন্ক্কে[৫০] উমাল দিয়া।

তকনে না কইচ্নোঁ মাও ধন গো
দ্বরোত্ না দ্যান বিয়্যা
এ্যালা ক্যানে কাঁদেন মাও ধন গো
বিচ্নাতে শ্বতিয়া।

তকনে না কইচ্নোঁ ভাই ধন গো
দ্বরোত্ না দ্যান বিয়া
এ্যালা ক্যানে কাঁদেন ভাই ধন গো
হাটুয়ায়[৫১] মাতা থ্বইয়া।

তকনে না কইচ্নোঁ চাজী গো
ও চাজী দ্বরোত্ না দ্যান বিয়া
এ্যালা ক্যানে কাঁদেন চাজী[৫২] গো
মাতায় হাতো বা দিয়া।

তকনে না কইচ্নোঁ বইন গো
দ্বরোত্[৫৩] না দ্যান বিয়া
এ্যালা ক্যানে কাঁদেন বইন গো
অইনা বুক ভিজিয়া।

পাগলা নদীর বাতায়
বাপ জান গো
হরিতল পাকীর ভাসা
ও ঘর বেষোম জবালা ।।

১৬৯

বাটা না ভরা কাটা না গুয়া
ড্যাকি[৫৪] না ভরা পান
অকি শ্যামলা গ
কিয়ের দুঃখে কান্দ গ শ্যামলা ?
কাইন্দ না গ ভাঙ্গ রসের গোলা
অকি শ্যামলা গ।

গরু দিয়াম বাছুর দিয়াম
যাইতা কি জামাইর ঘর অ
অকি শ্যামলা গ।

কি কইরতাম গরু বাছুর
পরে কি খাইত দুদ
অকি শ্যামলা গ।

থালা দিয়াম লোটা দিয়াম গ
যাইতা কি জামাইর ঘর অ ?

কি কইরতাম থালা দিয়া রে
কি কইরতাম লোটা দিয়া রে
পরে কি নিত লুটি।

১৭০

ভাইয়ার খুলির আগে মা
জোড় বা গুয়ার গাচ মা
সেই না গুয়ার গাচে মা
বেয়াল্লিশ পংকির ভাসা।

সেই না ভাসা খুঁজিতে মা
হারাইনোঁ নাকের সোনা,
কোন বা দরদি আচে মা
তাঁই নাকের সোনা কড়িয়া দিবে।

ভাইয়ার খুলির আগে মা
জোড় বা গুয়ার গুয়ার গাচ মা
সেই না গুয়ার গাচে মা
বেয়াল্লিশ পংকির ভাসা।

সেই না ভাসা খুঁজিতে মা
হারাইনোঁ গালার সোনা।
কোন বা দরোদি আচে মা
তাঁই গালার সোনা কুড়িয়া দিবে।

ভাইয়ার খুলির আগে মা
জোড় বা গুয়ার গাচ মা
সেই না গুয়ার গাচে মা
বেয়াল্লিশ পংকির ভাসা।

সেই না ভাসা খুঁজিতে মা
হারাইনোঁ কমরের সোনা,
কোন বা দরোদি আচে মা
তাঁই কমরের সোনা কুড়িয়া দিবে।

১৭১

সকাল ব্যালায়
গেইলেন রে উরমালা
আইলেন দোপোর ব্যালা।

না কন না কন
ওগো মাও ধন
তামান শল্লে“‘‘ মোর জ্বালা।।

আইসপ্যার সোমে
শউড়ি হয়া
ছাড়িয়া না দ্যায় গালা।

সকাল ব্যালায়
গেইলেন রে উরমালা
আইলেন দোপোর ব্যালা।।

কইনার মায়ে
বরোন রে করে
শোন আইয়ো গণ

অল্পো করিয়া
ভরেন কলোসি
বড়োয় দুক্কের ধন।

সকাল ব্যালায়
গেইলেন রে উরমালা
আইলেন দোপোর ব্যালা।।

১৭২

মপা হ্যালে মপা[৫৬] ঢোলে
মাতার কাপোড় তুলিয়া রে দ্যাংকো
বাপ ধন নাই সাতে।

বাপ ধন আসিলে পুচারি[৫৭] করিমোঁ
মাও ধন ক্যামন আচে ?

তোমার মায়ের কাঁদনে রে পামলী
বজরা নদী ভরে,
ভাই ধন আসিলে পুচারি করিমোঁ
ভাবী বা ক্যামন আচে ?
তোমার ভাবীর কাঁদনে রে পামলী
মাতার বালিশ ভেজে।

বওনাই আসিলে পূচারি করিমো
বইন বা কেমন আচে ?
তোমার বইনের কাঁদনে রে পামলী
আইগনার বালু ভেজে।।

১৭৩

হায় গো আল্লা
নছিবোর লিখন
কি কাজে বিয়া দিলা
বেভুল অই এমোন
গো আল্লা নছিবোর লিখন্। ধুয়া

না আছে ঘর দুয়ার
যা আছে খানি[৫৮]
পরার ঘরো থাকিতেও
নিত্যই চুয়ায় পানি
গো আল্লা ... ...।

না করে রায়রোজী[৫৯]
না মধুর বচন
নাই মুল্কর্[৬০] কথা খালি
করয় এ রচন
গো আল্লা ... ...।

পেট খালি পিঠ খালি
কথা মাতে টেংগা[৬১]
ভালা কথা বুরা বুঝি
সদায় করে বেংগা[৬২]
গো আল্লা ... ...।

কি বুঝ্‌ বুঝিলা মাই বাপ
না বুঝিলাম আমি
কি লাকান[৬৩] কিরিমু ঘর
লইয়া এমন সুয়ামী
গো আল্লা ... ...।

আওরে[৬৪] জংগলার বাঘ
মোরে মারৈন[৬৫] থাবা
খুশীতে ভুরোক্‌[৬৬] মন
মাই[৬৭] সুয়ামী বাবা
গো আল্লা ... ...।

১। উঁচু ২। ধারে অর্থাৎ উঁচু বারান্দার ধারে ৩। ঘরের চাল বা ছাওনি যা খড় এবং বাঁশের পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়, সেই বাতা ধরে। ৪। উত্তাল ৫। খেয়ে ৬। লাঠি ৭। কাক ৮। দেবো ৯। ফিরাও ১০। আমি ১১। সাথে ১২। বয়ে নিতে ১৩। ভোর বেলা ১৪। যোহরের নামাজ ১৫। সাগে ১৬। যে তাঁত চালায় (তাঁতী) ১৭। নাপিতের কাজ করে ১৮। দক্ষিণা নারী ১৯। রথের চূড়া ২০। মাঘ মাসে ২১। চৈত্র মাসে ২২। আসবার সময়ে ২৩। শয়ন করে ২৪। উঠোন ২৫। ঝাড়ু দেয় ২৬। গোয়াল ঘর ২৭। পরিষ্কার করে ২৮। কাপড় আছাড় দিয়ে পরিষ্কার করে ২৯। সহ্য করবো ৩০। সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩১। বাবুই পাখী ৩২। মধু ৩৩। ছেড়ে যাবার মত নই ৩৪। তোরণ ৩৫। বুনো ৩৬। দূর্বা ঘাস ৩৭। দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখতাম ৩৮। পুকুর ৩৯। ভরে গেল ৪০। শৃগাল ৪১। স্বামীকে জলসুমরা বলে গাল দেয়া হয়েছে। ৪২। সে ৪৩। চুড়ি ৪৪। কনুই-এর উপরিভাগকে ডেনা বলে ৪৫। গায়ে ৪৬। তিস্তা নদীকে পাগলা নদী বলা হয় ৪৭। ধারে ৪৮। পাখীর বাসা ৪৯। বলেছিলাম ৫০। মুখে ৫১। হাঁটুতে ৫২। চাচা ৫৩। দূরে ৫৪। ডেকচি ৫৫। শরীরে ৫৬। পালকীর উপরে দেয়া কাপড়ের তৈরী ঝালর ৫৭। জিজ্ঞাসা ৫৮। খাবার ৫৯। রোজগার ৬০। কাল্পনিক দোষারোপ ৬১। কর্কশ ৬২। বিবাদ ৬৩। কিরূপে ৬৪। রাতে ৬৫। থাবা মারে ৬৬। ভরুক ৬৭। আমার।

নাইওরের গীত

সংগ্রাহক পরিচিতি

রাজশাহী জেলার ১৭৪ নং 'নাইওরের গীত'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব কাজেমউদ্দিন।

নোয়াখালী জেলা থেকে ১৭৫ ও ১৭৬ নং 'নাইওরের গীত'দুটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী।

২৭৪

আরে ঐ বলহুর তলে
হাথিয়্যা[১] সাজন রে সাজে
পায়ে নুপুর বাজে
একটু রহস[২]রে করো
আরে ঐ ছাইল্যা[৩] নশা
দেখিয়্যা আসি রে আমি
মা ও বাপের দ্যাশো।

তোমার মা বাপ
জনম[৪] বেনহ্যার ছাইল্যা
(আরে) বেচিয়্যা খাইবে তোমার
গলার মানান হারো।

মার গলার হারো
কে সোতে রাইখ্যা যাব
কাইলি সকালে রে আমি
লাইহোরে[৫] চইল্যা যাব।

২৭৫

বউ খালি নাইয়র যাইত চায়
অ রঙ্গিলা দিদি গ
বউ খালি নাইয়র যাইত চায়।

বউ কিছু আইলসা গোছের
টেগাইয়া[৬] বেড়ায়।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুইর‌্যা বেড়ায়
কাম দেইক্লে পুইত্যা[৭] পড়ে
খেঁতা দিয়া গায়।

রান্না ঘরে যাই
একটা গণ্ডগোল বাজায়
বউদ খাইতে বইলে
তিন থালি ভাত খায়,
আত ধুইবার আগে বউয়ে
বদনাগা আগে টোয়ায়[৮]।

বউয়ে করে উংগা উংগা
রংগে পুবাল বায়
অলদি ক্ষেতে বই বউয়ে
নাইয়রের গীত গায়।

নাইয়র গেলে আইত চায় ন
কামেরই যাঁতায়
জবর মাথা বিষ শইল্যে নাই
পুতিয়া[৯] কোঁতায়।

পিডা চিড়া খাঅন[১০] দেইকলে
লেংগুর[১১] দি যায়
চাইর কোণায় বই বউয়ে
ঠেংগে ঠেং নাচায়।

রান্ধাত গেলে তেকনা বেকনা
খাইতে মজাগা বিছরায়
আম কাডল[১২] দেইকলে তাঁইন[১৩]
আগে বাড়াম দি যায়।

হাঁইয়ে[১৪] খাইবার আগে খায় ন
মুখে মুখে গায়
এর লাই মাইঝে মাইঝে
কিল মোড়া খায়।

সুরকা দইর‍্যার মাইঝ্যা
মইরম[১৫] গ ঘাড়ে না রইছে বান্ধা
যাইবা কিনা যাইবা মইরম গ
তোমার বাবার নাইস[১৬] রে।

দিবা কিনা দিবা সাধু
আঁর বাবার নাইস রে।

তুমি যেন যাইবা মইরম গ
তোমার বাবার নাইস রে
কোলের রাজধন মরি যাইব
দুধের তিরাশে।

সুরকা দইর‍্যার মাইঝ্যা
মইরম গ ঘাড়ে রইছে বান্ধা
যাইবা কিনা যাইবা মইরম গ
তোমার বাবার দেশে।

দিবা কিনা দিবা সাধু রে
আঁর বাবার নাইস রে।

তুমি যেন যাইবা মইরম গ
তোমার বাবার নাইস রে
কোলের রাজধন মরি যাইব
দুধের তিরাশে।

১। হাতিকে সাজান হচ্ছে ২। অপেক্ষা কর ৩। অল্প বয়স্ক ৪। নাওশ সারা জীবন যে সব কিছু বেচে খায় ৫। নাইওরে ৬। দৌড়িয়ে বেড়ায় ৭। শুয়ে পড়ে ৮। খোঁজে ৯। জোর করে কষ্ট দেখায় ১০। খাওয়া ১১। চলে যায় ১২। কাঁঠাল ১৩। সে ১৪। স্বামী ১৫। মহিলার নাম ১৬। নাইওরে অর্থাৎ পিতৃগৃহে গমন।

পরিশিষ্ট (ক)

যাঁদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের নাম ও ঠিকানা—

নাম	ঠিকানা
প্রমীলা দেবী	গ্রাম ও পোঃ-বেল্‌কা জেলা—রংপুর
মোছাম্মৎ আম্বিয়া খাতুন	গ্রাম-ডোমের হাট, পোঃ-সুন্দর গঞ্জ, জেলা—রংপুর
ফুলজান বেওয়া	গ্রাম-পরান, ডাকঘর-শোভাগঞ্জ, থানা-সুন্দর গঞ্জ, জেলা—গাইবান্ধা
আজিমা খাতুন	,,
নূরজাহান খাতুনের ছোট মেয়ে	গ্রাম-চণ্ডীপুর, পোঃ-পূর্ণনগর, জেলা—রংপুর
মোছাম্মৎ রেজিয়া খাতুন	গ্রাম-সাদুয়া, পোঃ-বজরাহাট, জেলা—রংপুর
মোছাম্মৎ তবিজান বিবি	গ্রাম-চরচরিতাবাড়ী, পোঃ-বজরা, জেলা—রংপুর
খমিরন বেওয়া	গ্রাম-বজরা, পোঃ-বজরাহাট, জেলা—রংপুর
কাইচলানী বেওয়া	গ্রাম-ডোমের হাট, পোঃ-সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর
আশরাফুন নেছা	গ্রাম-বজরা, পোঃ-বজরাহাট, জেলা—রংপুর

নাম	ঠিকানা
মেহের নিগার	গ্রাম-কলেরকুয়া, পোঃ-নলডাঙ্গা, জেলা—রংপুর
তবিজান নেছা	গ্রাম-বজরা, পোঃ-বজরা হাট, জেলা—রংপুর
তমেজান বেওয়া	গ্রাম ও পোঃ-বেল্কা জেলা—রংপুর
ফুলকা আঁড়ি	গ্রাম ও পোঃ-বেল্কা জেলা—রংপুর
বেগম ছখিনা খাতুন	গ্রাম ও পোঃ-সৈয়দপুর, জেলা—রংপুর
তমেজান বেওয়া	গ্রাম-ঝিনিয়া, পোঃ-সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর
মোছাম্মৎ আকিনা খাতুন	গ্রাম-তারাপুর, পোঃ-সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর
রোয়েনা বেগম	গ্রাম ও পোঃ-বামন গাঁও, থানা-নবাবগঞ্জ, জেলা—রাজশাহী
মনিরা বেগম	গ্রাম-কৃষ্ণগোবিন্দপুর পোঃ-রামচন্দ্রপুর-হাট, থানা-নবাবগঞ্জ, জেলা—রাজশাহী
লাইলী	
রূপী	
নজিরুন নেছা	গ্রাম-টিকরিয়া, পোঃ-কালীঘাট চা বাগান, থানা-শ্রীমংগল, জেলা-মৌলবীবাজার,
তৈয়বুন্নেছা	গ্রাম-লামাপাড়া, পোঃ-তাজপুর থানা-কাশাগঞ্জ, জেলা—সিলেট

নাম	ঠিকানা
ছফুরা খাতুন	গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, পোঃ-বক্তার মুনসী, থানা-সোনাগাজী, জেলা-ফেণী,
নিলুফার বেগম	গ্রাম ও পোঃ-নিজপানুয়া, থানা-ছাগল-নাইয়া, জেলা-ফেণী
কোহিনুর বেগম	গ্রাম-নুরপুর, পোঃ-রসিকপুর, থানা-ছাগল নাইয়া জেলা-ফেণী,
ভকি	গ্রাম ও পোঃ-নিজপানুয়া, থানা-ছাগল-নাইয়া জেলা-ফেণী,
মরহুম খন্দকার আবদুল হাকিম সাহেবের স্ত্রীর নিকট থেকে	গ্রাম-ঠাকুরকান্দি, থানা-ঘিওর, জেলা-মানিকগঞ্জ
ফাতেমা বেগম	গ্রাম-গাবতলী ও নলদুয়ারী, পোঃ-জামলা, জেলা—পটুয়াখালী
রোকেয়া বেগম	,,
আঙ্গিসা বিবি	,,
নুরজাহান বেগম	,,
সুরৎজান বিবি	,,
গহরজান বিবি	গ্রাম-রুইয়া, পোঃ-কালিপুর, জেলা—বরিশাল

পরিশিষ্ট (খ)

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
অকি দামান্দে আইলেন ত বইলেন্ ন	নোয়াখালী	৯৭
অতো বড়ো ডাংগর অইছো	সিলেট	৩
আইগ্না দ্যাকো	রংপুর	১৬৫
আইব্যারির মুখে নাই পান	রাজশাহী	১২৩
আইলচে কইনার ভাইয়া	রংপুর	১২৩
আইসে গাবরু	,,	৩১
আওলার বিহ্যা	রাজশাহী	১৬৭
আকাশে ধুম ধুম কারায় পইল বারি রে মারুয়া	ঢাকা	১১১
আগে যদি জানতাম লো ময়না তোমারে নিব পরে	,,	১৬৮
আগে যদি জানিতাম বিয়ার নশা আসিবে	বরিশাল	২১
আধ্খান গুয়া	সিলেট	১২৬
আম পাতা চিরল চিরল	নোয়াখালী	৩২
আম পাতা চিরল চিরল	,,	২৩৩
আমো ঝিঝিরের বাবার বাড়ি	রংপুর	২১১
আমো মওলাইলো	,,	১৫
আরসের ভাইয়ের দুয়ারে	রাজশাহী	৪
আরসের ভাবীর দুয়ারে আছে বুঢ়া মা	,,	৩২
আরে ঐ বলহুর তলে	,,	২৫৫
আলি গাছের লালি গোয়া	নোয়াখালী	২১২
আল্লা অচুলের বিয়াত	রংপুর	১৫
আল্লা আয়মোন ডিগিত	,,	৫১

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
আসমান দিয়া যায় রে কাকা খুদার কসম লাগে	ঢাকা	২০৩
আয়না নাগা পালকী	রংপুর	১৬৮
ইকড়া রে ঢেঁকি পিকড়া রে ঢেঁকি	,,	১২৭
ইমি ধানের জিনিসা	নোয়াখালী	২১২
উচল ধারিত বালি বসিয়্যা	রাজশাহী	২০৪
উজান্ নৈক্যারে আইলোরে বৈহ্যা	,,	৩৩
উজান্ বাইয়া আইছ লালচান	বরিশাল	২১০
উঠ উঠ চ্যাংড়ালো বিবি ঝাইর্‍্যা বান্ধ ক্যাশও না রে	ঢাকা	২১৫
উঠান যাইন বইচে উঠান শোভা গাইনেরা	নোয়াখালী	১২৮
উত্তর অ না পাড়ে রে সোনার মইদর	,,	২১৫
উত্তর‍্যা ম্যাঘে ডাকে রে হাঁকে	রাজশাহী	১২৯
উলার ছাইনী আর ব্যাঁতের বান্ধনী	,,	২০৩
উলিপুর শওরে দামান্দের	রংপুর	১৩০
এই অ নাকি বাজারে	নোয়াখালী	৩৩
একদিন যানি গেছিলাম আম্মাম	,,	৪
এক মাইলান সাত ছাওয়ার মাও	রংপুর	১৩০
এ্যাকো ঝাড়ো তিথি রে	রাজশাহী	২০৬
এমন রঙ্গের দিন	নোয়াখালী	২৩৫
এহ্যান সোনদোরী আদিকা	রংপুর	২১৬
ও অহিম ভাইয়ারে	,,	১৩১
ওট্ ওট্ ঝালের বালিও	,,	১৬৯
ওপারে কদমের গাছ	রাজশাহী	২৩৭
ওপার দিয়া যান সখিরা	বরিশাল	২১৬
কইন্যার বাবার ঘাটায় রে	নোয়াখালী	১৭০
কইনার ভাইয়ারা কামেলা	রংপুর	১৫
কইনার মাও রই বইতালী	,,	১৩১

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
কনটই থাকি আইলেন রে জাইলানী	,,	১৩২
কাইল্কা যানি গেছিলাম মাগ	নোয়াখালী	৫
কাউয়া করে কা কা	,,	১১৩
কাঁচা জায়ফল খাইয়্যা নশার	রাজশাহী	২১৭
কানচা বাঁশের চাকোর চাইলোন	রংপুর	১৭১
কালা না গাছের ধলা না বাইগুনা	নোয়াখালী	৯৭
কালায় পাতাইচে ফাঁদ কালা	রংপুর	১৩২
কালীন্জা বালার কান্দনেরে বিবির	নোয়াখালী	২৩৭
কালো কুচ কুচ দক্না নারীও	রংপুর	২৩৯
কি কি জিনিস আন্চেন গো নওশা মিয়া	,,	১১৪
কি ছিকো রে ছিকো	,,	৯৩৩
কি নাল বানা রে	,,	২১৮
কি পান আনিলো বেয়াই	সিলেট	১৩৪
কুলা ওড়ে, কটুয়া ওড়ে আল্লা দুলফা ওড়ে	বরিশাল	১৩৫
কে তোঁয়ারে মাথা ছাটাইছে	নোয়াখালী	৯৮
কোরান পড়ে চাঁদ	রংপুর	৫২
খড়ুল ঝিয়াইর মায়ে গো	সিলেট	১৭২
গইন্ জংগলার মাঝে	,,	৩৪
গইল ঘর আটো ছোট, ঢেঁকির পাড় ছাপোড়	রংপুর	১৩৬
গাছ কাটে গাচে ঝোরে পানি	,,	২৩৯
গাবরু হামার আসিয়া	,,	৯৯
গাংগের না কুলে রুই আইলাম	নোয়াখালী	১৩৭
গুয়া খায়া খায়া গো ময়না	রংপুর	৩৫
ঘুনি ঘুনি মাড়োয়া	,,	৯৯
চইতোর পাকে ব্যাতের আড়া	,,	১৭৪
চল চল বাপ অ না ভাই অ	নোয়াখালী	৩৬

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
চড়ইটা দেও না ক্যান রে	রংপুর	১৩৮
চাকল চিকল পৈখর রে খানি	রাজশাহী	১৩৮
চাডীগাইয়া ওক্‌কারে সাধু	নোয়াখালী	৬
চারি ঘাটে আজায়	রংপুর	৬২
চালে ধরে চাল কুমড়া	,,	১৩৯
চিক্‌কন মাঞ্জা চুলি পাড় দুতি	নোয়াখালী	১৭৬
চিক্‌কন মাঞ্জা চুলি পাড় দুতি গ আঁর	,,	১৭৫
চুন খাইছি পাইয়া দাম্‌দে	,,	১৪০
চৈত বৈশ্যাখ মাসে কি ওগো মাজান	রাজশাহী	২৪১
জাইমরের গাচে জাইমরের ফুল	রংপুর	২৪১
জাংগালদ দিলাম ভাই আইসব বুলি	নোয়াখালী	২৪২
ঝাইড়্যা না বান্দো কামিনী গো	রাজশাহী	১৭৮
ঝাঁকে উড়ায় ঝাঁকে পড়ে	রংপুর	১০০
ঝাড় বাত্তির পশরে	সিলেট	১৪০
ডাকেয়া আনো ওত্তোর টাড়ীর আইয়ো	রংপুর	১৬
ডালা খানি ওরুণ বরুণ হে	রাজশাহী	২১
ঢাল খাইবে কাঁই রে বড়ু	রংপুর	১৪২
ঢোল করতালের তালে তালে	সিলেট	২১৯
ত্যালো খৈলো লিয়া হে লালু চম্পা	রাজশাহী	৬৩
তোর বাওয়া করে দান	রংপুর	২২০
তোলা তোলা মদুরে তোলা	,,	৬
দাদা ও দুলা	নোয়াখালী	১১১
দামাদ সড়ক বান্দিয়া দেও রে	,,	১৪২
দামান্‌ রে দামান্‌	,,	১০২
দিদি জলসু মরা	,,	২৪৩
দুলাইর বাপের	,,	১৪৩

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
নদীতে কুন্ তুফান বহে	নোয়খালী	১১৬
নবগজিয়া বাইগোন রে মোর	রংপুর	১৪৪
নবগঞ্জতে হরি আসিছে	,,	১৭
নয়া না দামান্ বা	সিলেট	১৪৫
নাইচ্তে নাইচ্তে গেনু	রংপুর	১৪৭
নাউ ঝুম ঝুম	,,	৭
নাকের নাকফুল দিমু	সিলেট	৮
না যাঁও মুই যমুনার জলে	রংপুর	২৪৪
পাগলা নদীর বাতায়	,,	২৪৬
পাল্কীর উপরে সোয়ার দামান	নোয়াখালী	১১৬
পিঠের হলৈদ রে বাছা গোটা রে গোটা	রাজশাহী	২২
ফ্যালা ও গাবুর মুকের মলমল	রংপুর	১৪৮
ফুল ফুট্ছে লট্কন্ গো জবা	সিলেট	২২
ফুল বনে যাহরে চিপাইয়া দামান	নোয়াখালী	১৪৯
বইন ঃ শ্বশুর দ্যাশোত্ গেইচ্লেন ভাইধন	রংপুর	১৯২
বউ খালি নাই অর খাইত চায়	নোয়াখালী	২৫৫
বরের বাড়ির বইরেতি	রংপুর	১৫০
বরের ভাবী খ্যাতা নাড়ো খ্যাতা চাড়ো	,,	১৯১
বর সাজে রে সোনার খাড বই	নোয়াখালী	১০২
বলহু শিশু মধুর ডালে	রাজশাহী	৯
বড় নাগ রান্ধুনি	নোয়াখালী	২৩৭
বড়ু তোর	রংপুর	১৫১
বাইচালী খেল্যা কইন্যা	নোয়াখালী	১৭৮
বাটা না ভরা কাটা না গুয়া	,,	২৪৭
ব্যালা ওটে ডগরে মগ	রংপুর	২২৩
বালি তোর	,,	১০৩

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
বাড়ির কাছে নাপিত্তা পোলা রে	নোয়াখালী	৩৮
ঝিনি বায় বাতাসে রে	রংপুর	১১২
বিয়াই হামার	,,	১৫২
বিয়া রে আইতে ইচা	,,	৬৬
বুবাইগ, তোর মাথাত্ কাপড় নাই	নোয়াখালী	২২৪
ভাইয়ার খুলির আগেমা	রংপুর	২৪৭
ডোমরি খুটার	,,	১৫৩
মইদান পাথর পাই রে বাবায়	নোয়াখালী	১৭৯
মতিহার মরিচের গাচে	রংপুর	১৮০
মাকুল গাছে ধয়েগ কমলা	নোয়াখালী	১৮১
মাড়োয়ার তলে চান্দয়া টানাইল	সিলেট	১৯৯
মুই কি জানো, ওটা কইনার বাবা হয়	রংপুর	১৫৪
মুক কোনা দ্যাঁকো বাওয়া	রংপুর	৬৯
মুনদিত পইরাইলাম ভাই ধন	নোয়াখালী	২২৪
মেতির গাচ মোর	রংপুর	১৮৩
মোক মারিল,	,,	৭৫
যায় না যায় রে	,,	৩৯
রাস্তা ছাড়ো পন্থ ছাড়ো মউর বিয়া করতে যাই	নোয়াখালী	৪১
রাস্তা দি আইব কইন্যারই ভাই	,,	১৫৪
রাস্তা দি যাইতে অকি রে পান্থ দি যাইতে	,,	৭৭
লও লও ছাবাল গো কন্যা	সিলেট	৪১
লিল্যা দুধের খিরস্যা গো আয়েদা	রাজশাহী	১৮৪
লেম্বু তুলোইন্	সিলেট	২২৫
শউড়ি আউগিয়া দ্যায়	রংপুর	১৫৫
শ্বশুর বাড়ি যাইতে দামান্	সিলেট	৭৮
শহর দিয়্যা যাইতে	রাজশাহী	১০৫

বিষয়	জেলা	পৃষ্ঠা
শ্যাম পুরের চিকন শুপারী রে	রাজশাহী	৪৩
সকাল ব্যালায়	রংপুর	২৪৮
সপা হালে সপা ঢোলে	,,	২৪৯
সাজোন সাজে সোনার আইয়োরে	,,	১৮৫
সাতো চুয়ার পাড়ে কান্‌চোন বালী	,,	১০৬
সাতো মেহেন্দীর পাতে রে আমরা	রাজশাহী	১০৭
সাদু কদোম পাড়িয়া দেও হাতে	রংপুর	২০৫
সাদু না গেইচে হামার	,,	২২৬
সিনান করি খেড়ুল ঝিয়াই	সিলেট	১১৭
সুরকা দইর্‌্যার মাইঝ্যা	নোয়াখালী	২৫৭
সোন্‌দোর মণিরাজ মোর	রংপুর	৯৯
সোনা মোর বরই রে	,,	১৫৬
সোনার গাইয়া বানিয়া রে	সিলেট	৪৩
সোনার গাউ চৌবন্দরে	,,	৪৫
সোনার ফোড়োল বারায় রে	রংপুর	২৭
সোনার বাডায় সোনালী	নোয়াখালী	২০৬
হলদি মাকাই বরের ব্যাটা	রংপুর	২৪
হাউসের বরু মোর বিয়ায় সাজে রে	,,	১৫৭
হাজিগঞ্জের মাঝি রে	নোয়াখালী	৪৬
হাত অ শোভে হাতর বেশর	,,	২২৮
হাত্তি যায় মোর আগে আগে	রংপুর	১৫৯
হাতে ধনু কমরে চুরি	,,	১৫৯
হাতের অঙ্গুরি ফেল্যারে ফিনু	রাজশাহী	১৯৯
হালিয়ে কি রুইলাম সাইরে কি সাইরে গ	নোয়াখালী	১৮৫
হায় গো আল্লা	সিলেট	১৫০